জবহ ও কোরবাণীর মাছায়েল

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শাইখুল মিল্লাতে অদ্দিন, ইমামুল হুদা
হাদিয়ে জামান সু-প্রসিদ্ধ পীর শাহ্ সুফী
আলহাজ্জ হজরত মাওলানা—

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী—
খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাল্লিগ, মুবাহিছ, ফকিহ্
শাহ্ সুফী আলহাজ্জ হজরত আল্লামা—

মোহাম্মদ রুহল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত ও

তদীয় পীরজাদা মোহাম্মদ শরফুল আমিন

কর্ত্তৃক

বশিরহাট "নবনূর প্রেস" হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

(তৃতীয় সংস্করণ সন ১৪১১ সাল)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين و الصلوة السلام على
رسوله سيدنا محمد و اله و صحبه اجمعين

জবহ ও কোরবাণীর মাছায়েল

প্রঃ। জবহ শব্দের অর্থ কি?

উঃ। উহার অর্থ শীরাগুলি কাটিয়া ফেলা। দোঃ।

প্রঃ। জবহ কয় প্রকার?

উঃ। দুই প্রকার—প্রথম জবহ এখতিয়ারি। দ্বিতীয়—জবহ এজতেরারী اضطراری।

প্রঃ। জবহ এখতিয়ারী কাহাকে বলে?

উঃ। জবহ স্থলকে কাটিয়া দেওয়াকে জবহ এখতিয়ারী বলা হয়।

প্রঃ। জবহ এজতেরারি কাহাকে বলে?

উঃ। হালাল পশুর যে কোন স্থানে সুযোগ হয় অস্ত্রদ্বারা রক্তপাত করিয়া দেওয়াকে জবহ-এজতেরারি বলা হয়।

প্রঃ। জবহস্থল কি?

উঃ। গলার উপরিস্থলে যে গ্রন্থি (গাঁইট) আছে, উহাকে গলগ্রন্থি

বলে, উক্ত গ্রন্থি হইতে হুলকুম (কণ্ঠনালী) শুরু হয়, হুলকুমের নীচে দ্বিতীয় একটি গ্রন্থি আছে।

আরবী حلق হালাক বলিলে, এই কণ্ঠনালী বুঝা যায় অর্থাৎ উপরি গ্রন্থি হইতে ছিনার উপর পর্য্যন্ত বুঝা যায়, কাহাস্তানি বলিয়াছেন, তোহফা এতাবি, কাফি ও মোজমারাত কেতাবের এবারতে বুঝা যায় যে হালাক বলিলে, সমস্ত গলা বুঝা যায়।

জয়লয়ি বলিয়াছেন, কণ্ঠনালীর উপরে কিম্বা নীচে জবহ করিলে হারাম হইবে, ইহা ওয়াকেয়াত কেতাবে ও ফাতাওয়ায়-ছামার-কান্দিতে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহতাবি বলিয়াছেন—"মাওয়াহেব প্রণেতা বলিয়াছেন, উপরি গ্রন্থির নিম্নদেশ হইতে ছিনার উপর পর্য্যন্ত জবহের স্থান নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

এবনো কামাল বাশা বলিয়াছেন, গলগ্রন্থির উপরে জবহ্ করা জায়েজ হইবে না। কোন বিদ্বান উহা জায়েজ হওয়ার ফৎওয়া দিয়াছেন।

জয়লয়ি গ্রন্থির নীচে জবহ্ করা স্থির সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন এমন কি তিনি বলিয়াছেন, আমাদের ফকিহ্গণ যদিও তিনটি শিরাকে কাটা শর্ত্ত করিয়াছেন, তথাচ সকলের মতে কণ্ঠনালী ও শ্বাসনালী উভয়ের মধ্যে একটি কাটা জরুরী, আর গ্রন্থির উপরে জবহ্ করিলে উভয় শিরার কোন একটি কাটা হয় না কাজেই উক্ত পশু খাওয়া হালাল হইবে না।

এইরূপ শামনি বলিয়াছেন, কণ্ঠনালীর কোন এক অংশে জবাহ করা জরুরী। এমন কি উহার উপরে কিম্বা নীচে জবহ করিলে হারাম হইবে।

এইরূপ মোল্লা আলি কারি ও শারাম্বালালী জয়লয়ীর মত উদ্ধৃত করিয়া সমর্থন করিয়াছেন।

এৎকানী এমাম রোস্তোগফানি হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, গ্রন্থির উপরে জবহ্ করিলে, জায়েজ হইবে আমাদের নিকট তিনটি শিরা

কাটা জরুরী এমাম মোহম্মদের রেওয়াএত ও হাদিছ শরীফ এই মত সমর্থন করে।

ফাতাওয়ায় আলমগিরি ও তজনিছ ও মজিদে ওয়াকেয়াত হইতে জয়লয়ীর অনুরূপ মত উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

আমার নিকট জয়লয়ীর মত সত্য বলিয়া বিবেচিত হয় এবং কণ্ঠনালীতে জবহ্ করা সর্ব্ববাদী-সম্মত মতে জায়েজ, কাজেই এই মত গ্রহণ করাতেই এহতিয়াত হইবে।"

শামি প্রণেতা লিখিয়াছেন, হেদায়া কেতাবে জামে' ছগির হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে যে, হালাকের কোন এক অংশে জবাহ করিলে জায়েজ হইবে।

ইহার দলীল এই যে, হজরত বলিয়াছেন, থুৎনির নিম্নদেশ ও বক্ষের উপরি অংশের মধ্যে জবাহ করিতে হইবে। মবছুতের এবারত ঠিক উক্ত হাদিছের অনুরূপ উল্লিখিত হইয়াছে।

নেহায়া কেতাবে আছে, যদি কেহ উপরিগ্রন্থির উপর জবহ করে, তবে মবছুতের রেওয়াএত অনুসারে হালাল হইবে না, আর জামে, ছগিরের রেওয়াএত অনুসারে হালাল হইবে, কেননা উহার উপরে জবহ্ করা হইলে, হালাকে জবহ্ করা হইল না, কাজেই মবছুতের রেওয়াএতের অর্থ জামে ছগিরের রেওয়াএতের অনুরূপ করিয়া লইতে হইবে। জখিরা কেতাবে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, উপরি গ্রন্থির উপরে জবহ্ করা হইলে, হালাল হইবে না।

পক্ষান্তরে এমাম রোস্তোগফানির রেওয়াএত ইহার বিপরীত হইয়াছে কেননা তিনি বলিয়াছেন উক্ত গ্রন্থির উপর জবহ্ করিলে জায়েজ না হওয়া আ'ম লোকদের মত, ইহা কোন বিশ্বাসযোগ্য মত নহে। কাজেই উপরি গ্রন্থির উপরে কিম্বা নিম্ন গ্রন্থির নীচে জবহ করিলে, হালাল হইবে, কেননা আমাদের নিকট তিনটি শিরা কাটা পশু হওয়ার পক্ষে গ্রহণীয় মত, আর উপরি গ্রন্থির উপরে কিম্বা নিম্নগ্রন্থির নীচে জবহ্ করিলে, তিনটি শিরা কাটা হইয়া যায়।

আমার শিক্ষক এই রেওয়াএতের উপর ফৎওয়া দিতেন, রোস্তোগফানি কার্য্যেও ফৎওয়াতে একজন বিশ্বাসভাজন এমাম ছিলেন। যদি তাহার রেওয়াএতের উপর আমল করার জন্য আমরা কেয়ামতের দিবস ধৃত হই, তবে আমরা তাঁহাকে ধৃত করিব। ইহা নেহায়া কেতাবের সংক্ষিপ্ত সার। এনায়া কেতাবে আছে, হাদিছ শরিফে এমাম রোস্তোগফানির মতের স্পষ্ট দলীল মবছুতের রেওয়াএত এই মতের সমর্থন করিতেছে। জখিরার রেওয়াএত হাদিছের স্পষ্ট মর্ম্মের বিপরীত। এনায়ার এবারত শেষ হইল।

শামি প্রণেতা বলিয়াছেন, জামে ছগিরের রেওয়াএত রোস্তোগফানির রেওয়াএতের সমর্থন করে এবং মবছুতের রেওয়াএতের বিপরীত নহে, কেননা আমি ইতিপূর্ব্বে কাহাস্তানি হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি যে, আরবি حلق হালাক শব্দ গলা অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এৎকানি 'গায়াতোল-বায়ান' কেতাবে এই রেওয়াএতের বিরুদ্ধবাদীদিগের মহা নিন্দাবাদ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, তুমি কি জামে' ছগিরের লিখিত এমাম মোহম্মদের কথার দিকে লক্ষ্য করনা, তিনি বলিয়াছেন গলার উপরি অংশে জবহ করিলেও জায়েজ হইবে। আর গলার উপরি অংশে জবহ করিলে, গ্রন্থির উপর জবহ করা হয়।

কোর-আন ও হাদিছে গ্রন্থির উপর মধ্যে ও নীচে বলিয়া কোন কথা বলা হয় নাই। হজরত বক্ষের উপর হইতে থুৎনির নিম্নদেশ পর্য্যন্ত জবহস্থল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

এমাম আজম বলিয়াছেন, চারিটি শিরার মধ্য হইতে যে, কোন তিনটি কাটিয়া ফেলিলে, জবহ জায়েজ হইবে। যখন সম্পূর্ণ কণ্ঠনালী ত্যাগ করিলে, জবহ জায়েজ হইয়া থাকে। তখন গলগ্রন্থি ত্যাগ করিয়া কণ্ঠনালীর উপরি অংশ কাটিয়া ফেলিলে, কেন জবহ জায়েজ হইবে না। এৎকানীর কথা শেষ হইল। এইরূপ মত মানাহ কেতাবে বাজ্জাজিয়া হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। দোরার ও মোলতাকা প্রণেতাদ্বয়

এবং আল্লামা আএনি প্রভৃতি এই মতের উপর দৃঢ় আস্থা স্থাপন করিয়াছেন।

পক্ষান্তরে নেকায়া, মাওয়হেব ও এছলাহ কেতাবে উপরিগ্রন্থির নীচে জবহ করা জরুরী হওয়ার মত ধারণ করিয়াছেন, আর জয়লয়ী এই মতের অনুমোদন করিয়া বলিয়াছেন, এমাম রোস্তোগফানির মতে উপরি গ্রন্থির উপর জবহ করিলে, শ্বাস-নালী ও খাদ্যনালী উভয় শিরা কাটা পড়ে না, অথচ আমাদের মজহাবের মতে উভয় শিরার মধ্যে একটি কাটা জবহের শর্ত্ত বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কাজেই উপরোক্ত অবস্থায় উক্ত পশু খাওয়া সকলের মতে হালাল হইতে পারে না।

আল্লামা শালবি ও হামাবী জয়লয়ীর মত খন্ডন করিয়াছেন।

মোকাদ্দছি বলিয়াছেন, জয়লয়ীর এই দাবী যে, গ্রন্থির উপরে জবহ করিলে উভয় শিরার কোন একটি কাটা হয় না, একেবারে অগ্রাহ্য বরং প্রকৃত ঘটনার বিপরীত, কেননা শিরাদ্বয় কাটার অর্থ এই যে, উভয়কে মস্তক কিম্বা বক্ষের উপরি অংশ হইতে পৃথক করিয়া ফেলা, (ইহাত হইয়াই থাকে)। রামালি বলিয়াছেন, উপরি গ্রন্থির উপর জবহ করিলে জিহ্বার মূলদেশ কর্ত্তন করা হয় ইহার সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠনালীর কিছু অংশ কর্ত্তিত হইয়া যায়, কাজেই তিনিটি শিরা কাটা পড়ে।

আল্লামা শামি বলেন, উপরি গ্রন্থির উপর জবহ করিলে, যদি তিনটি শিরা কাটিয়া যায়, তবে এমাম রোস্তোগফানি ও তাঁহার অনুসরণকারিদিগের মত সত্য, নচেৎ তাঁহাদের বিরুদ্ধবাদীগণের মত সত্য। ইহা স্বচক্ষে দর্শন করিলে, কিম্বা চাক্ষুষ-দর্শনকারিদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে, প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। শাঃ ৫/২০৮/২০৯, তাঃ ৪/১৫০/১৫১ আঃ ৫। তবইন ও উহার হাসিয়া, ৫/২৯০, জামেয়োর রমুজ, ৫৪৮।

প্রঃ। জবহের শিরাগুলির নাম কি কি? কয়টী কাটিতে হইবে?

উঃ। চারিটি শিরা আছে—একটি দ্বারা নিশ্বাস প্রশ্বাস হইয়া থাকে, ইহাকে শ্বাসনালী বলা হয়। একটি দ্বারা খাদ্য ও পানীয় উদরসাৎ করা হয়, ইহাকে খাদ্যনালী বলা যাইতে পারে।

এই দুইটি শিরার দুই পার্শ্বে দুইটি শিরা আছে উভয় দ্বারা রক্ত প্রবাহিত হয়, এই উভয়টিকে রক্ত বহা নালী বলা হয়।

এমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ আলায়হের মতে চারিটি শিরার মধ্যে যে কোন তিনটি কাটিয়া ফেলিলে, হালাল হইবে। মোজমারাত কেতাবে এই মতটি ছহিহ বলা হইয়াছে।

যদি কেহ চারিটি শিরার প্রত্যেকটির অর্দ্ধেক অর্দ্ধেক পরিমাণ কাটিয়া ফেলে, তবে উহা হালাল হইবে না, ইহা কাফি কেতাবে জামে' ছগির হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

যদি কেহ কণ্ঠনালী ও শ্বাসনালী কাটিয়া ফেলে, তৎসঙ্গে রক্ত বহা নালীদ্বয়ের প্রত্যেকটির অধিক পরিমাণ কাটিয়া ফেলে তবে উহা হালাল হইবে, আর যদি উভয়ের অধিক পরিমরণ কাটা না হয় তবে হালাল হইবে না। ইহা এমাম মোহম্মদের মত, বাজ্জাজিয়া কেতাবে এই মতটি ছহিহ বলা হইয়াছে। যদি কেহ ছাগলের পৃষ্ঠের দিক হইতে জবহ করে, এক্ষেত্রে যদি উহার মৃত্যুর পূর্বে তিনিটি শিরা কাটা পড়ে, তবে হালাল হইবে, নচেৎ হালাল হইবে না। পশুর পৃষ্ঠ দিক হইতে জবহ করা মকরুহ (তহরিমি), কেননা ইহা একেত ছুন্নতের খেলাফ, দ্বিতীয়তঃ পশুটিকে অধিক যন্ত্রণা দেওয়া হইয়া থাকে, ইহা মুহিত কেতাবে আছে।

প্রঃ। কোন কোন স্থলে জবেহ-এজতেরারি জায়েজ হইবে?

উঃ। শিকারী পশুর যে কোন স্থানে জখম ও রক্তপাত করিয়া দিলে, উহা হালাল হইবে।

এইরূপ যে উট কিম্বা গরু পলায়মান হয় এবং মালিক উহা ধরিতে না পারে, উহা গৃহ পালিত হউক, আর নাই হউক ময়দানে পলায়ন করুক, আর শহরে পলায়ন করুক, ইহাও শিকারী প্রাণীর

ন্যায় হইবে, উহার যে কোন স্থানে জখম করিয়া দিলে, হালাল হইবে। যে ছাগল ময়দানে পলায়ন করে, উহাতে শিকারী প্রাণীর তুল্য হইবে। আর যদি শহরে পলায়ন করে, তবে উহার কোন স্থানে জখম করিয়া দিলে, হালাল হইবে না।

এইরূপ যে পশু কুঙাতে পড়িয়া যায়, আর মালিক উহা বাহির করিতে কিম্বা জবহ্ করিতে না পারে, উহার যে কোন স্থানে জখম করিয়া দিতে পারিলে, হালাল হইবে।

যদি কোন শিকারী পক্ষী গৃহপালিত হয়, তবে উহা জবহ্ করা ব্যতীত হালাল হইবে না।

মোস্তাকা কেতাবে আছে, যদি কোন উট কোন ব্যক্তির উপর আক্রমণ করে, আর সেই ব্যক্তি জবহ্ করার নিয়তে উহাকে হত্যা করে, তবে উহা খাওয়া হালাল হইবে, কেননা যখন উহা ধরিতে অক্ষম হইল, তখন উহা শিকারী প্রাণীর ন্যায় হইল—আঃ, ৫/৩১৬।

যদি কোন গাভীর বাচ্চা প্রসব হইতে কষ্টকর হয়, এবং উহার মালিক হাত প্রবেশ করাইয়া দিয়া বাচ্চাটী জবহ্ করে, তবে উহা হালাল হইবে। যদি জবহস্থলে জবহ্ করিতে অক্ষম হইয়া উহার কোন স্থলে জখম করিয়া দেয়, তবে হালাল হইবে, কিন্তু যদি জবহস্থলে-জবহ্ করিতে সক্ষম হইয়াও অন্য স্থলে জখম করে, তবে উহা হালাল হইবে না, ইহা নেহায়া কেতাবে আছে।

এবনো-আবেদীন শামী বলিয়াছেন, যদি উক্ত বাচ্চাটী পেটে জীবিত থাকা জানিতে পারে, তবে উহা হালাল হইবে, নচেৎ হালাল হইবে না।

তনবিরোল-আবছার প্রণেতা উল্লেখ করিয়াছেন, যদি কেহ নিজের শিকারী পক্ষীকে জীবিত পায়, কিম্বা তাহার গরু মৃত্যুপ্রায় হইয়াছে জবহ্ করার সময় সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, কিম্বা জবহ্ করার অস্ত্র প্রাপ্ত না হয়, এই হেতু উহার কোন স্থানে জখম করিয়া দেয়, তবে কাজি আবদুল জব্বারের মতে উহা হালাল হইবে। আর কেহ

কেহ বলিয়াছেন, উহা জবহ না করিলে, হালাল হইবে না—শাঃ ৫/২১৩ ও তাঃ ৪/১৫৫ আঃ, ৫/৩১৯।

যদি একটি মোরগি বৃক্ষে আবদ্ধ হইয়া পড়ে, আর উহার মালিক উহার নিকট পৌঁছিতে না পারে, এক্ষেত্রে যদি উহার মৃত্যুর আশঙ্কা করে, তবে বিছমিল্লাহ পড়িয়া তীর ছুড়িয়া মারিলে হালাল হইবে। আর যদি উহার মৃত্যুর আশঙ্কা না করে, তবে তীর ছুড়িয়া মারিলে, উহা হালাল হইবে না।

যদি কাহারও কবুতর উড়িয়া যায়, এই হেতু সে ব্যক্তি বিছমিল্লাহ পড়িয়া তীর ছুড়িয়া উহা মারিয়া ফেলে, তবে কি হইবে, তাহাই বিবেচ্য বিষয়, বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, যদি উক্ত কবুতর মালিকের বাড়ী না চেনে এবং ফিরিয়া না আসে, তবে উক্ত তীর জবহস্থলে লাগিয়া থাকুক, আর অন্য স্থলে লাগিয়া থাকুক, হালাল হইবে।

আর যদি উহা মালিকের বাড়ী চেনে এবং ফিরিয়া আসিয়া থাকে, এক্ষেত্রে যদি তীর জবহ স্থলে লাগিয়া থাকে, তবে হালাল হইবে, নচেৎ ছহিহ মতে হালাল হইবে না। ইহা আলমগিরিতে আছে—তাঃ ৪/১৫৫।

প্রঃ। উট জবহ করিতে হইবে কিরূপে?

উঃ। গরু ও ছাগলের জবহ করা ছুন্নত এইরূপ হরিণ ও বনগরুর ব্যবস্থা হইবে।

উটের 'নহর' করা ছুন্নত সোতর-মোরগ ও রাজ-হাঁসের ব্যবস্থা ঐরূপ হইবে, ইহা আবইয়ারি লিখিত কঞ্জের টীকায় আছে। মূল কথা, যে পশুর গলা লম্বা, উহার নহর করা ছুন্নত।

নহর শব্দের অর্থ গলার নিম্নদেশে বুকের নিকট শিরা কাটিয়া দেওয়া। জবহ গলার উপরি অংশে শিরা কাটিয়া দেওয়াকে বলা হয়। মোজমারাত কেতাবে আছে, উটের দন্ডায়মান থাকা অবস্থায় নহর করা ছুন্নত এবং গরু ও ছাগলের শায়িত অবস্থায় জবহ করা ছুন্নত, ইহা কাহাস্তানিতে আছে।

যদি কেহ গরু ও ছাগলকে জবহ না করিয়া নহর করে, কিম্বা উটকে নহর না করিয়া জবহ করে, তবে উহা কমরুহ তঞ্জিহি হইবে। ইহা আবু ছউদ, দেরী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

শাঃ ৫/২১৩ ও তাঃ ৪/১৫৫।

প্রঃ। জবহ করার শর্ত্ত কি কি?

উঃ। উহার কতকগুলি শর্ত্ত আছে—

১) জবহকারীর বুদ্ধিমান হওয়া শর্ত্ত, যদি কোন বালক বিছমিল্লাহ পড়িতে পারে, আর ইহাও বুঝিতে পারে যে, তিনটি শিরা কাটা জবহের শর্ত্ত এবং জবহ করিতে সক্ষম হয়, তবে তাহার জবহ হালাল হইবে। আর উপরোক্ত তিনটি শর্ত্ত না পাওয়া গেলে, তাহার জবহ হালাল হইবে না। যদি কোন বালকের মধ্যে উপরোক্ত তিনটি শর্ত্ত পাওয়া যায়, কিন্তু সে ইহা জানে না যে, বিছমিল্লাহ পড়িলে পশু হালাল হইয়া থাকে, তবে তাহার জবহ হালাল হইবে কিনা, ইহাতে মতভেদ হইলেও তাহার জবহ ফৎওয়া গ্রাহ্যমতে হালাল হইবে, আবুছউদ, শারাম্বালালিয়া হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। হাকায়েক ও বাজ্জাজিয়াতে এই মতের সমর্থন করা হইয়াছে।

যে পাগল জবহকালে এরূপ চৈতন্য লাভ করে যে, সে বিছমিল্লাহ বুঝিতে পারে, আর ইহাও বুঝিতে পারে যে, তিনটি শিরা কাটা জবহের শর্ত্ত এবং জবহ করিতে সক্ষম হয়, তবে তাহার জবহ হালাল হইবে, নচেৎ হালাল হইবে না।

নেশাকারীর জবহ হালাল হওয়া সম্বন্ধে উপরোক্ত ব্যবস্থা খাটিবে। হেদায়া কেতাবে যে পাগলের জবহ হালাল হওয়ার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, উহার অর্থ একেবারে পাগল নহে, বরং যাহার বুদ্ধি হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে, কেননা পাগল কোন ইচ্ছা ও নিয়ত করিতে পারে না, ইহা এনায়া কেতাবে নেহায়া হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। আঃ, ৫/৩১৬, শাঃ ৫/২০৯ ও তাঃ ৪/১৩২।

২) শর্ত্ত এই যে, জবহকারীর মুছলমান কিম্বা আহলে কেতাব

হওয়া চাই।

স্ত্রীলোক হায়েজ, নেফাছ ও নাপাক অবস্থায় জবহ করিলে উহা হালাল হইবে।

খৎনা-বিহীন লোক জবহ করিলে, হালাল হইবে বোবা ব্যক্তির জবহ হালাল হইবে।

হিজড়ার জবহ হালাল হইবে, ইহা জওহেরা নাইয়েরা কেতাবে আছে।

শ্বেতকুষ্ঠগ্রস্থ ব্যক্তির জবহ, রুটি ও খাদ্য প্রস্তুত করা কমরুহ হইবে না, তদ্ব্যতীত অন্য লোক হইলে, উত্তম হয়, ইহা গারায়েব কেতাবে আছে।

মোশরেক, পৌত্তলিক, অগ্নি উপাসক ও মোরতাদ্দ ব্যক্তির জবহ হালাল হইবে না।

য়িহুদী ও খ্রীষ্টানকে আহলে-কেতাব বলা হইয়াছে, যদি কোন মুছলমান কোন আহলে কেতাবকে দেখে যে, সে হজরত ইছা (আঃ) কিম্বা আল্লাহ ও হজরত ইছা (আঃ) এর নাম লইয়া জবহ করিয়াছে, তবে উহা হালাল হইবে না। যদি কোন মুছলমান কোন আহলে-কেতাবের জবহ করার সময় তথায় উপস্থিত না থাকে, কিম্বা তাহার মুখে কিছু শ্রবণ না করে, কিম্বা বিছমিল্লাহ পড়িতে শুনে, তবে তাহার জবহ হালাল হইবে, কেননা বিছমিল্লাহ পড়িতে না শুনিলেও ভাল ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া বুঝিতে হইবে যে, সে আল্লাহ-তায়ালার নাম লইয়াছে।

যদি কোন ইহুদী খৃষ্টান হইয়া যায়, কিম্বা কোন খৃষ্টান ইহুদী হইয়া যায়, তবে তাহার জবহ হালাল হইবে, কিন্তু যদি কোন কেতাবি পারশিক কিম্বা পৌত্তলিক হইয়া যায়, তবে তাহার জবহ হালাল হইবে না।

হামেদীয়াতে আছে, ইহুদীদের পক্ষে ইছরাইল বংশধর হওয়া এবং খৃষ্টানদের পক্ষে হজরত ইছা (আঃ)কে মা'বুদ বলিয়া ধারণা না

করা শর্ত্ত হইবে কি? হেদায়া ইত্যাদির এবারত যেরূপ ব্যাপক ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, উহাতে শর্ত্ত না হওয়া বুঝা যায়।

জাদ্দ (রঃ) ইহুদীদের সম্বন্ধে ইহার উপর ফৎওয়া দিয়াছেন। মোস্তছাফা কেতাবে লিখিত হইয়াছে, খ্রীষ্টানদিগের সহিত নেকাহ হালাল হওয়া সম্বন্ধে শর্ত্ত এই যে, তাহারা যেন হজরত ইছা (আঃ) কে মা'বুদ বলিয়া ধারণা না করে।

মবছুত কেতাবে আছে যদি ইহুদিরা হজরত ওজাএর (আঃ) কে মা'বুদ বলিয়া বিশ্বাস করে এবং খৃষ্টানেরা হজরত ইছা (আঃ) কে মা'বুদ বলিয়া ধারণা করে, তবে তাহাদের জবহ করা পশু না খাওয়া ও তাহাদের সহিত নেকাহ না করা ওয়াজেব।

পক্ষান্তরে শামছোল আএম্মার মবছুতে আছে যে, সমস্ত প্রকার খৃষ্টানের জবহ করা পশু হালাল হইবে। তামারতাশি ইহা দলীল সঙ্গত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এবনোল-হোমাম তাহাদের জবহ করা পশু না খাওয়া ও তাহাদের সহিত নেকাহ না করা উচিত বলিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন।—আঃ ৫-৩১৬-৩১৭-৩১৮ তাঃ ৪-১৫২ ও শাঃ ৫-২০৮-২০৯।

যদি জ্বেন নিজ আকৃতিতে কোন পশু জবহ করে, তবে উহা হালাল হইবে না, আর যদি সে মনুষ্যের আকৃতি ধারণ করিয়া জবহ করে, তবে উহা হালাল হইবে। শাঃ ৫-২০৯ ও তাঃ ৪-১৫২।

৩) শর্ত্ত এই যে, জবহ করা কালে বিছমিল্লাহ বলা। যদি কেহ জ্ঞাতসারে বিছমিল্লহ পড়া ত্যাগ করে, তবে তাহার জবহ হারাম হইবে।

যদি কেহ ভ্রমবশতঃ বিছমিল্লাহ ত্যাগ করে, তবে তাহার জবহ হালাল হইবে।

যদি কেহ জবহ হালাল হওয়ার জন্য বিছমিল্লাহ বলা যে শর্ত্ত, ইহা না জানে, এই হেতু বিছমিল্লাহ বলে নাই, তবে তাহার জবহ হালাল হইবে কি না, ইহাই বিবেচ্য বিষয়। হাকায়েক ও বজ্জাজিয়াতে

আছে যে, ইহার ব্যবস্থা ভ্রমকারীর ন্যায় হইবে, কাজেই ইহার জবহ হালাল হইবে, কিন্তু বাদায়ে, কেতাবের মর্ম্মে বুঝা যায় যে, শরিয়তের হুকুম নাজানা ওজোর বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

যদি কেহ বিছমিল্লাহ বলিয়া একটি পশু জবহ্ করে, তৎপরে দ্বিতীয়বার বিছমিল্লাহ না বলিয়া দ্বিতীয় একটি পশু জবহ্ করে, তবে এই দ্বিতীয় পশু হালাল হইবে না, কেননা প্রত্যেক পশুর জন্য পৃথক পৃথক বিছমিল্লাহ পড়া জরুরী, ইহা বাজ্জাজিয়া কেতাবে আছে।— আঃ ৫/৩১৭, শাঃ ৫/২১০।

আল্লাহতায়ালার নাম কোন শব্দে বলিবে, তাহাই বিবেচ্য বিষয়।

হোলওয়ানি বলিয়াছেন, বিনা 'ওয়াও' বিছমিল্লাহে আল্লাহো-আকবর বলা মোস্তাহাব, যদি কেহ বিছমিল্লাহে আল্লাহো-আকবর 'ওয়াও' সহ বলে, তবে মকরুহ হইবে। জয়লয়ী বলিয়াছেন, বিছমিল্লাহে আল্লাহো-আকবর বলা লোকদিগের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে, ইহা হজরত নবি (ছাঃ) এবং হজরত আলি (রাঃ) ও এবনো এই ছাহাবাদ্বয় কর্ত্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে।

জখিরা কেতাবে বাক্কালি হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে যে, আব্বাছ বিছমিল্লাহে আল্লাহো-আকবর বলা মোস্তাহাব।

জওহেরা কেতাবে আছে, যদি বিছমিল্লাহের রহমানের রহিম বলে, তবে উত্তম হইবে।—তবইনোল-হাকায়েক, ৫/২৮৯ ও শাঃ ৫/২১২।

যদি কেহ আল্লাহো আ'জম, আল্লাহো আযাল্লা, আল্লাহোর রহমান, আল্লাহোর-রহিম, আল্লাহ আর-রহমান, আর-রহিম, লাএলাহা-ইল্লাল্লাহ, আলহামদো-লিল্লাহ কিম্বা ছোবাহানাল্লাহ বলে, তবে সে নির্দ্দিষ্ট বিছমিল্লাহ জানুক, আর নাই জানুক জবহ হালাল হইবে।

যদি কেহ আরবি বিছমিল্লাহ জানা সত্ত্বেও ফার্সি, রুমি বা অন্য কোন ভাষায় বিছমিল্লাহ (আল্লাহতায়ালার নাম) পড়ে, তবে জবহ

হালাল হইবে।

যদি জবহকারী বিছমিল্লাহ না বলে, বরং অন্য লোক বিছমিল্লাহ বলে, তবে জবহ হালাল হইবে না।

যদি কেহ জবহ করার নিয়তে বিছমিল্লাহ না পড়ে বরং কার্য্য শুরু করার নিয়তে বিছমিল্লাহ পড়ে, তবে জবহ হালাল হইবে না।

যদি কেহ জবহ কালে শোকর আদায় করা উদ্দেশ্যে আলহমদো লিল্লাহ পড়ে, তবে উহা হালাল হইবে না।

যদি ছোবাহানাল্লাহ, লাএলাহা ইল্লাল্লাহ কিম্বা আল্লাহো আকবর পড়ে, কিন্তু জবহ করার নিয়ত না করে, তবে উহা হালাল হইবে না, ইহা বাদায়ে' কেতাবে আছে।

যদি কেহ জবহ কালে আলহামদো-লিল্লাহ বলে, কিন্তু ইহাতে হাঁচির জওয়াব দেওয়ার নিয়ত করে, তবে জবহ হালাল হইবে না, ইহা কাজিখান কেতাবে আছে। যদি কেহ জবহ কালে 'আল্লাহোম্মা-গফেরলী' বলে তবে জবহ হালাল হইবে না।

যদি কেহ আলহামদো লিল্লাহ, ছোবহানল্লাহ কিম্বা আল্লাহো আকবর বলে, কিন্তু বিছমিল্লাহ বলার নিয়ত না করে, তবে জবহ হালাল হইবে না।

যদি কেহ বলে, বিছমিল্লাহে অ-বে-এছমে ফোলানেন (অর্থাৎ আল্লাহতায়ালার নামে এবং অমুকের নামে) তবে জবহ হারাম হইবে।

যদি কেহ বলে, বিছমিল্লাহে, আল্লাহুম্মা তাকাব্বাল মেন ফোলানেন, তবে মকরুহ হইবে। ইহা জখিরাতে আছে।

যদি কেহ পশুকে শয়ন করাইবার পূর্ব্বে, কিম্বা বিছমিল্লাহ পড়ার পূর্বে দোওয়া পড়ে, অথবা জবহ করার পরে দোওয়া পড়ে, তবে ইহাতে কোন দোষ হইবে না।

যদি কেহ বিছমিল্লাহে মোহম্মাদুর-রাছুলুল্লাহ বলে, তবে মকরুহ হইলেও হারাম হইবে না।

যদি কেহ বিছমিল্লাহে মোহাম্মাদার রাছুলাল্লহ, কিম্বা মোহাম্মাদে

রাছুলাল্লাহ বলে, তবে কি হইবে, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, দোরার, গায়াতোল-বায়ান ও রওজাতে আছে, এক্ষেত্রে জবহ্ হারাম হইবে।

জয়লয়ী বলিয়াছেন, উপরোক্ত তিনক্ষেত্রে জবহ্ হারাম হইবে। তামারতাসি ও বাদায়ে প্রণেতা বলিয়াছেন, উপরোক্ত তিনক্ষেত্রে হালাল হইবে।

যদি কেহ বলে, বিছমিল্লাহে ও মোহাম্মাদের রাছুলেল্লাহ, তবে জবহ্ হারাম হইবে।

যদি কেহ বলে, বিছমিল্লাহে অ-মোহাম্মাদোর রাছুলুল্লাহ, তবে জবহ্ হালাল হইবে, কিন্তু কমরুহ হইবে।

আর যদি কেহ বলে, বিছমিল্লাহে অ-মোহাম্মাদার রাছুলাল্লাহ, তবে ইহাতে মতভেদ হইয়াছে।

তবইন, উহার হাসিয়া ৫/২৮৯ ও শাঃ ৫/২১১।

যদি কেহ কোন আমির কিম্বা বোজর্গ ব্যক্তির আগমনকালে তাহার সম্মানের জন্য কোন পশু জবহ্ করে, যদিও মুখে বিছমিল্লাহ পড়ে, তবু উহা হারাম হইবে।

যদি কেহ মেহমানকে খাওয়ান উদ্দেশ্যে কোন পশু জবহ করে, তবে উহা হারাম হইবে না।

প্রথম সূত্রে আমির কিম্বা বোজর্গ ব্যক্তিকে খাওয়ান উদ্দেশে জবহ্ করা হয় না, বরং তাহার সম্মান উদ্দেশ্যে জবহ করিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়, কিম্বা অন্য লোককে বিতরণ করিয়া দেওয়া হয়, কাজেই ইহা হারাম হইবে। দ্বিতীয় সূত্রে আল্লাহতায়ালার আদেশ পালনার্থে ও ছুন্নতে খলিলুল্লাহ বজায় করা উদ্দেশ্যে মেহমানকে খাওয়ান হয়, কাজেই ইহা জায়েজ হইবে। শাঃ ৫/২১৭।

যদি কেহ বিছমিল্লাহ্ স্থলে বিছমিল্লা বলে, যদি সে বিছমিল্লাহ বলার নিয়ত করিয়া থাকে, তবে জবহ্ হালাল হইবে আর যদি উহার নিয়ত না করিয়া থাকে, তবে হারাম হইবে ইহা মুহিত ছারাখছিতে আছে, যদি কেহ লাএলাহা ইল্লাল্লাহ বলিয়া চারিটি শিরার অৰ্দ্ধেক

অর্দ্ধেক কাটিয়া ফেলে, তৎপরে মোহম্মাদোর রাছুলুল্লাহ বলিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধেক কাটিয়া ফেলে, তবে জবহ হালাল হইবে না ইহা কেনইয়া কেতাবে আছে যদি কেহ বিছমিল্লাহ বলে, কিন্তু কোন নিয়ত না করিয়া থাকে তবে জবহ হালাল হইবে, ইহাই ছহিহ মত ইহা কাজিখানে আছে।

যদি কেহ কার্য্য শুরু করার, কিম্বা অন্য বিষয়ের নিয়ত করিয়া বিছমিল্লাহ বলিয়া থাকে, তবে জবহ হালাল হইবে না।

জবহকারী জবহ করার, কিম্বা তীর ছুড়িবার অথবা শিকারী পশু ও পক্ষী ছাড়িবার সময় বিছমিল্লাহ বলিবে, বিছমিল্লাহ বলিবার পরেই জবহ করিতে হইবে।

যদি কেহ দুইটি ছাগলকে একটিকে দ্বিতীয়টির উপরে রাখিয়া একই বিছমিল্লাহ পড়ায় উভয়টীকে জবহ করিয়া ফেলে, তবে উভয়টী হালাল হইবে।

আর যদি কেহ একবার বিছমিল্লাহ পড়িয়া পর পর দুইটি ছাগল জবহ করে, তবে প্রথমটী হালাল হইবে এবং দ্বিতীয়টি হারাম হইবে।

জয়লয়ী বলিয়াছেন, যদি কেহ বিছমিল্লাহ পড়িয়া অল্প কথা বলে, কিম্বা পানি পান করে, অথবা এক মুষ্টি খাদ্য ভক্ষণ করে তৎপরে জবহ করে, তবে উহা হালাল হইবে।

আর যদি উপরোক্ত কার্য্যগুলি করিতে বৈশী সময় দেরী করে, তবে জবহ হারাম হইবে।

দর্শক যে সময়কে বা কার্য্যকে বেশী দেরী বলিয়া ধারণা করে তাহাই বেশী সময় বা বেশী কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইবে।

যদি বিছমিল্লাহ পড়িয়া ছুরি ধার দিয়া লয়, তৎপরে জবহ করে তবে কি হইবে, ইহাই বিবেচ্য বিষয়। জয়লয়ীর কথায় বুঝা যায় যে অল্প সময়ে ছুরি ধার দিয়া লইলে, জবহ হালাল হইবে, এইরূপ জওহেরা কেতাবের মর্ম্মেও বুঝা যায়, কিন্তু তাতারখানিয়া ও মুহিত

কেতাবে আজাহিয়ে জা'ফেরানি হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, যে ছুরি ধার দিতে অল্প সময় লাগুক, আর বেশী সময় লাগুক, বিছমিল্লাহর ক্রিয়া নষ্ট হইয়া যাইবে, কাজেই পশু হালাল হইবে না।

লেখক বলেন, এহতিয়াতের জন্য এই মতের উপর আমল করা উচিত।

যদি কেহ একটি ছাগলকে শয়ন করাইয়া ছুরি লইয়া বিছমিল্লাহ পড়ে, তৎপরে উক্ত ছাগলটি ছাড়িয়া দিয়া দ্বিতীয় একটি ছাগল জবহ করে, কিন্তু জ্ঞাতসারে বিছমিল্লাহ পড়া ত্যাগ করিল, তবে ইহা হালাল হইবে না। ইহা কোলাছা কেতাবে আছে।

যদি কেহ একটি ছাগলকে জবহ করা উদ্দেশ্যে শয়ন করাইয়া ছুরি লইয়া বিছমিল্লাহ পড়ে, তৎপরে উক্ত ছুরিখানা ফেলিয়া দিয়া অন্য একখানা ছুরি লইয়া উক্ত পশু জবহ করে, তবে উহা হালাল হইবে।

আর যদি কেহ একখানা তীর হাতে লইয়া বিছমিল্লাহ পড়ে, তৎপরে উক্ত তীরখানা রাখিয়া দিয়া অন্য একখানা তীর লইয়া নিক্ষেপ করে, তবে এই বিছমিল্লাহ পড়ায় পশু হালাল হইবে না, ইহা জওয়াহেরে-আখলাতি কেতাবে আছে।

যদি কেহ বিছমিল্লাহ বলে, তৎপরে ছাগলটি শয়নস্থল হইতে উঠিয়া পলায়ন করে, তৎপরে পুনরায় উহাকে ধরিয়া লইয়া শয়ন করাইয়া জবহ করে, তবে উক্ত বিছমিল্লাহতে পশু হালাল হইবে না, ইহা বাদায়ে কেতাবে আছে।

যদি কেহ বন্য গর্দ্ধভের দলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া শিক্ষিত কুকুর প্রেরণ করে এবং বিছমিল্লাহ পড়ে, ইহাতে উক্ত কুকুর একটি বন্য গর্দ্ধভ শীকার করে, তবে উহা হালাল হইবে, ইহা আজিজে-কোরদরীতে আছে।

যদি কেহ নিজের ছাগলের দল দেখিয়া বিছমিল্লাহ পড়ে, তৎপরে একটিকে ধরিয়া শয়ন করাইয়া জবহ করে এবং জ্ঞাতসারে

(দ্বিতীয়বার) বিছমিল্লাহ না পড়ে এবং ধারণা করে যে, প্রথম বিছমিল্লাহ যথেষ্ট হইবে, তবে উহা খাওয়া হালাল হইবে না, ইহা বাদায়ে কেতাবে আছে।

যদি কেহ কতকগুলি চড়ুই পক্ষী হাতে ধরিয়া একবার বিছমিল্লাহ পড়িয়া পরপর জবহ করে, তবে প্রথমটি ব্যতীত সমস্ত হারাম হইবে, আর যদি সমস্তের গলায় একবার ছুরি চালাইয়া জবহ করে, তবে সমস্তই হালাল হইবে, ইহা খাজানাতোল-মুফতিন কেতাবে আছে। আঃ, ৫/৩২০ ও শাঃ ৫/২১২-২১৩।

৪) শর্ত্ত এই যে, জবহকারী কোন শীকার জবহ করাকালে যেন 'এহরাম' অবস্থায় কিম্বা মক্কা শরিফের হেরমের সীমার মধ্যে না থাকে যদি কেহ হজ্জ কিম্বা ওমরার এহরাম বাঁধিয়া হেরম শরিফের সীমার মধ্যে হউক, আর বাহিরে হউক, কোন শীকার জবহ করে তবে উহা হালাল হইবেনা, যদি কেহ হেরম শরিফের সীমার মধ্যে এহরাম বাঁধা অবস্থায় হউক, আর নাই হউক, কোন শীকার জবহ করে, তবে উহা হালাল হইবে না। যদি কেহ এহরাম অবস্থায় শীকার ব্যতীত ছাগল গরু ইত্যাদি জবহ করে, তবে উহা হালাল হইবে।

যদি কেহ হেরম শরিফের মধ্যে শীকার ব্যতীত ছাগল গরু ইত্যাদি জবহ করে, তবে উহা হালাল হইবে, ইহা কাফি কেতাবে আছে।

যদি কোন খ্রীষ্টান হেরম শরিফের মধ্যে কোন শীকার জবহ করে, তবে উহা হালাল হইবে না, ইহা ছেরাজিয়া কেতাবে আছে।

যদি কেহ এহরাম খুলিয়া হেরম শরিফের কোন শীকারকে উহার সীমার বাহিরে লইয়া গিয়া জবহ করে, তবে হালাল হইবে কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। দোর্রোল মোখতারের এবারতে বুঝা যায় যে, উহা হালাল হইবে। কিন্তু তাহতাবি বলেন, প্রকাশ্য মতে উহা হালাল হইবে না। এৎকানির কথায় এই মত সমর্থিত হয় এবং হেদায়ার এবারতে ইহাই অনুমোদিত হয়।—শাঃ ৫/২০৮ ও আঃ

৫/৩১৮।

৫) শর্ত্ত এই যে, পালিত পশু জবহ্ করাকালে অল্প হউক আর বিস্তর হউক উহার মধ্যে মূল জীবন থাকা জরুরী।

যে পশু কুয়ায় পড়িয়া গিয়াছে, যে পশু অন্য পশুর শৃঙ্গ আঘাতে হত হইয়াছে, প্রহার করায় হত হইয়াছে, চিতা, নেকড়ে ব্যাঘ্র ইত্যাদি হিংস্র জন্তু যে পশুর পেট ফাড়িয়া ফেলিয়াছে, যে পশুটিকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলা হইয়াছে, কিম্বা যে পীড়িত পশু মরণাপন্ন হইয়াছে, এইরূপ পশু জবহ্ করার সময় যদি উহার সামান্য পরিমাণ জীবিত থাকা বুঝা যায়, তবে উহা হালাল হইবে, উহা এমাম আজমের মত, ইহার উপর ফৎওয়া দেওয়া হইবে।

আর যদি জবহ্ করাকালে উক্ত প্রকার পশুর জীবিত থাকা বুঝা না যায়, এক্ষেত্রে যদি জবহ্ করার পরে নড়িয়া উঠে, কিম্বা উহা হইতে জীবিত পশুর ন্যায় বাহির হয়, তবে হালাল হইবে, নচেৎ হালাল হইবে না।

আর যদি উপরোক্ত প্রকার পশু জবহ্ করার সময় জীবিত থাকা বুঝা না যায়, নড়িয়া না উঠে এবং উহা হইতে জীবিত পশুর তুল্য রক্ত বাহির না হয় এক্ষেত্রে যদি উক্ত পশু মুখ খুলিয়া দেয়, তবে উহা খাওয়া হালাল হইবে না। আর যদি মুখ বন্ধ করিয়া দেয়, তবে উহা হালাল হইবে।

আর যদি চক্ষু খুলিয়া দেয় তবে উহা খাওয়া হালাল হইবে না, আর যদি উহা বন্ধ করিয়া লয়, তবে হালাল হইবে।

আর যদি পা লম্বা করিয়া দেয়, তবে উহা হালাল হইবে না, কিন্তু যদি পা টানিয়া লয়, তবে হালাল হইবে।

আর যদি উহার লোম সঙ্কুচিত হইয়া যায়, তবে হালাল হইবে না, কিন্তু যদি খাড়া হইয়া যায়, তবে হালাল হইবে।

—শাঃ ৫/৩৩৪/২১৭।

প্রঃ— কোন কোন বস্তু দ্বারা জবহ্ করিতে হইবে?

উঃ— যে কোন বস্তু দ্বারা শিরাগুলি কাটা ও রক্ত বাহির করা সম্ভব হয়, তদ্দারা জবহ্ জায়েজ হইবে।

ছুরি তরবারী, বাঁশের ছাল, ধারাল সাদা পাথর, লাঠির পার্শ্ব ও ধারাল হাড় দ্বারা জবহ্ করা জায়েজ হইবে।

মুখের দাঁত ও হাতের নখ দ্বারা জবহ্ জায়েজ হইবে না, ইহা মুহিত ও বাদায়ে' কেতাবে আছে।—আঃ, ৫/৩১৯।

প্রঃ— জবহের ছুন্নত কি কি?

উঃ— উটের সম্মুখের বাম পা বাঁধিয়া দন্ডায়মান অবস্থায় নহর করা এবং ছাগল ও গরুকে শয়ন করাইয়া জবহ্ করা ছুন্নত। প্রত্যেক পশুকে নহর কিম্বা জবহ্ করাকালে কেবলা মুখ করিয়া রাখা ছুন্নত। ইহা জওহারায়-নাইয়েরা কেতাবে আছে।—আঃ, ৫/৩১৯।.

প্রঃ— জবহের মোস্তাহাব কি কি?

উঃ— ১) দিবসে জবহ্ করা মোস্তাহাব

২) এখতিয়ারি জবহ্ করা কালে ধারাল অস্ত্র দ্বারা জবহ্ করা মোস্তাহাব।

৩) কণ্ঠের দিক হইতে জবহ্ করা মোস্তাহাব।

৪) সমস্ত শিরা কাটিয়া ফেলা মোস্তাহাব।

৫) কেবল শিরাগুলি কাটিয়া মস্তক পৃথক না করা মোস্তাহাব। এই মছলাগুলি বাদায়ে' কেতাবে আছে।

৬) পশুকে শয়ন করাইয়াবার পূর্ব্বে অস্ত্র ধার দেওয়া মোস্তাহাব। ইহা দোর্রোল-মোখতার কেতাবে আছে।

৭) হোলওয়ানির মতে বিনা 'ওয়াও' বিছমিল্লাহ আল্লাহো আকবর বলা মোস্তাহাব। ইহা তবইনে আছে।—আঃ ৫/৩১৯ তবইন ৫/২৮৯ ও শামী ৫/২০৮।

প্রঃ— জবহের মকরুহ কি কি?

উঃ— ১) তেজহীন অস্ত্র, যে দাঁত পড়িয়া গিয়াছে, যে নখ কাটা হইয়াছে, বাঁশের ছাল, পাথর, লাঠির পার্শ্ব ও হাড় দ্বারা জবহ

করা মকরুহ, ইহা মুহিতে ছারাখছিতে আছে। এনাইয় এখতিয়ার ও শারাম্বালালিয়াতে আছে যে, এইরূপ জবহ মকরুহ কিন্তু উহা খাওয়া মকরুহ নহে।

২) শিরাগুলি কাটিতে দেরী করা মকরুহ।

৩) ঘাড়ের দিক হইতে জবহ করা মকরুহ হইবে—যদি শিরাগুলি কাটা অবধি পশুটি জীবিত থাকে। আর যদি শিরাগুলি কাটার পূর্ব্বে মরিয়া যায়, তবে উহা হারাম হইয়া যাইবে। হাকেম শহিদ বলিয়াছেন, যদি একেবারে ছুরি চালাইয়া শিরাগুলি কাটিয়া ফেলে, তবে উপরোক্ত ব্যবস্থা হইবে, আর যদি দুই বারে শিরাগুলি কাটিয়া ফেলে, তবে দেখিতে হইবে যে, একবার ছুরি চালানো পরে পশুটির কি পরিমাণ জীবন ছিল, জবহ করা পশু যে সময় পর্য্যন্ত জীবিত থাকে, যদি এই পশুটি সেই সময় পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারে, তবে উহা হালাল হইবে না, আর যদি তদপেক্ষা অধিক সময় পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারে তবে হালাল হইবে। ইহা শামিতে আছে।

৪) যদি কেহ বিছমিল্লাহ পড়িয়া উট, গরু কিম্বা ছাগলের গলার দিক হইতে তরবারি মারিয়া গলা কাটিয়া পৃথক করিয়া ফেলে, তবে উহা হালাল হইবে, কিন্তু মকরুহ হইবে।

আর যদি ঘাড়ের দিক হইতে তরবারি মারিয়া উহার মস্তক পৃথক করিয়া ফেলে, তবে যদি পশুটির মরিয়া যাওয়ার পূর্বে তিনটি শিরা কাটিয়া গিয়া থাকে, তবে হালাল হইবে, কিন্তু মকরুহ হইবে। আর যদি মরিয়া যাওয়ার পূর্বে তিনটি শিরা কাটা গিয়া না থাকে, তবে হালাল হইবে না।—হাশিয়ায় শালবি।

পাঠক, এস্থলে ৩ নম্বর মছলার ন্যায় হাকেম শহিদের কথা স্মরণ রাখিতে হইবে।

৫) জবহ করার সময় পশুর মস্তক পৃথক করিয়া ফেলা মকরুহ, ইহা বাদায়ে' কেতাবে আছে। হাশিয়ায়-শালবিতে আছে, যদি

জ্ঞাতসারে স্বেচ্ছায় এইরূপ করিয়া থাকে, তবে মকরুহ হইবে।

৬) জবহ করার পরে আল্লাহুম্মা তাকাব্বাল মেন ফোলালেন বলিতে হইবে, কিম্বা জবহ কার্য্যের পূর্ব্বে বলিতে হইবে, যদি জবহ করার সময় উহা বলে, তবে উহা মকরুহ হইবে, ইহা ঐ কেতাবে আছে।

৭) যদি তিনটি শিরা কাটিয়া থাকে, চতুর্থ শিরাটি বাকি রাখে, তবে মকরুহ হইবে, ইহা ঐ কেতাবে আছে।

৮) পশুটির ঠান্ডা হইয়া যাওয়ার পূর্ব্বে উহার হারাম মগজ অবধি ছুরি চালাইয়া দেওয়া মকরুহ, ইহা ঐ কেতাবে আছে।

৯) উহার ঠান্ডা হইয়া যাওয়ার পূর্ব্বে উহার চামড়া খুলিয়া লওয়া মকরুহ, ইহা উক্ত কেতাবে আছে।

১০) উহার পা ধরিয়া জবহ স্থল পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া যাওয়া মকরুহ, ইহা ঐ কেতাবে আছে।

১১) পশুটি শয়ন করাইয়া উহার সাক্ষাতে ছুরি ধার দেওয়া মকরুহ, ইহা উক্ত কেতাবে আছে।

১২) জবহ করা কালে জবহস্থল প্রকাশ করা উদ্দেশ্যে উহার মস্তক টানিয়া রাখা মকরুহ, ইহা কাফি কেতাবে আছে।

১৩) উহার ঠান্ডা হইয়া যাওয়ার পূর্ব্বে উহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া দেওয়া মকরুহ, ইহা উক্ত কেতাবে আছে।

এইরূপ উহার গোস্তের কোন অংশ কাটিয়া ফেলা, জামেয়োর-রমুজে মকরুহ বলা হইয়াছে।

১৪) উহার ঠান্ডা হওয়ার পূর্বে উহার মস্তক কাটিয়া ফেলা মকরুহ, ইহা দোর্রোল মোখতার কেতাবে আছে।

১৫) অকারণে প্রত্যেক প্রকার কষ্ট দেওয়া কমরুহ, ইহা এনাইয়া কেতাবে আছে।

১৬) কেবলা ব্যতীত অন্য দিকে পশুর মুখ করিয়া জবহ করা মকরুহ, ইহা এংকানিতে আছে।

১৭) উটের নহর না করিয়া জবহ করা এবং গরু ও ছাগলকে জবহ না করিয়া নহর করা মকরুহ তাঞ্জিহি, ইহা আবু ছউদ দেরী হইতে উল্লেখ করিয়াছেন।—তবইন ও উহার হাশিয়া, ৫/২৯২ শাঃ ৫/২১৩/২০৮ ও আঃ ৫/৩১৯, জামেয়োর-রমুজ, ৫৪৯/৫৫০।

১৮) একটি পশুকে অন্য পশুর সমক্ষে জবহ করা মকরুহ। তাঃ ৪/১৫২।

প্রঃ— অগ্নি দ্বারা জবহ হালাল হইবে কিনা?

উঃ— এংকানি বলিয়াছেন, যদি জবহস্থলে অগ্নি স্থাপন করা হয় এবং পশুর কণ্ঠনালী ও রক্তবহা-নালীদ্বয় কাটিয়া যায়, তবে হালাল হইবে, কিন্তু তিনি উহার হাশিয়ায় লিখিয়াছেন, ইহা শামছোল-আয়েম্মার ওছুলের এবং ফখরোল ইছলামের ওছুলের রেওয়াএতের বিপরীত কেননা উভয় কেতাবে আছে যে, অগ্নি দ্বারা জবহ হালাল হইবে না।

আল্লামা শামি লিখিয়াছেন, দোর্রোল মোত্তাকা কেতাবে আছে, সমধিক যুক্তিযুক্তমতে উহাতে পশু হালাল হইবে না, ইহা কাহাস্তানি, জাহেদী হইতে উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু বিদ্বানগণ কেতাবোল-জেনায়াতে প্রকাশ করিয়াছেন যে, উহাতে জবহ হালাল হইবে।

মানাহ কেতাবে কেফায়া হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে যে, যদি উহাতে রক্ত প্রবাহিত হয়, তবে হালাল হইবে, আর যদি রক্ত জমিয়া যায়, তবে হালাল হইবে না, এই মত দ্বারা উভয় রেওয়াএতের মধ্যে সমতা স্থাপিত হইয়া যায়। তাঃ, ৪/১৫, হাশিয়ায় শালবি, ৫/২৯১ ও শাঃ, ৫/২০৮। দোর্রোল-মোত্তাকা ২/৫১১।

প্রঃ— যদি গাভী কিম্বা ছাগীর প্রসব কাল নিকটে উপস্থিত হইয়া থাকে, তবে উহা জবহ করা কি?

উঃ— এমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহে আলায়হের মতে উহা মকরুহ হইবে, কেননা ইহাতে পেটের বাচ্চাটি নষ্ট করা হইবে, ইহা কাজিখান কেতাবে আছে। আঃ ৫/৩১৮।

প্রঃ— যদি কোন উষ্ট্রীকা কিম্বা গাভী জবহ করার পরে উহার পেটের একটি মৃত বাচ্চা পাওয়া যায়, তবে কি হইবে?

উঃ— উক্ত বাচ্চা খাওয়া হালাল হইবে না, ইহা উক্ত এমাম আজমের মত, ইহা হেদায়া কেতাবে আছে। আঃ ৫/৩১৮।

প্রঃ— যদি কেহ ছাগীর পেট ফাড়িয়া জীবিত বাচ্চা বাহির করিয়া জবহ করে, তৎপরে ছাগীকে জবহ করে, তবে কি হইবে?

উঃ— যদি পেট ফাড়িয়া ফেলার পরে উক্ত ছাগী জীবিত থাকিতে পারে, তবে জবহ করাতে হালাল হইবে, আর যদি জীবিত থাকার সম্ভাবনা না থাকে, তবে জবহ করার পরেও হালাল হইবে না, ইহা কাজিখান কেতাবে আছে।—আঃ, ঐ।

প্রঃ— যদি কোন বিড়ালে একটি মুরগির মস্তক কাটিয়া ফেলিয়া থাকে, তবে উহা জবহ করিলে, হালাল হইবে কি?

উঃ— ছটফট করা অবস্থাতেও জবহ করিলে, হালাল হইবেনা, ইহা মোলতাকাৎ কেতাবে আছে।—শাঃ ৫/৩১৯।

প্রঃ— হালাল পশুর কোন্ কোন্ অংশ খাওয়া নিষিদ্ধ?

উঃ— ১) অন্ডকোষদ্বয় ২) ত্রনালী ৩) পিত্ত ৪) পুরুষ পশুর লিঙ্গ ৫) স্ত্রী পশুর যোনি ৬) রক্ত ৭) গধুরমাংসের মধ্যস্থিত চর্ব্বিমিশ্রিত গ্রন্থি এবং পেশীর মধ্যস্থিত রক্ত টুকরাকে গদুধ বলা হয়। এই বস্তুগুলি খাওয়া মকরুহ তহরিমি। শাঃ, ৫/৫২৯।

মাতালেবোল মোমেনি ও শায়খোল-ইছলামের কেতাবে লিখিত আছে, গরু ছাগলের পিঠের শির দাঁড়ায় যে সাদা মগজ আছে উহাকে হারাম মগজ বলা হয়। কেহ কেহ উহা মকরুহ তঞ্জিহি, কেহ মকরুহ তহরিমি ও কেহ উহা হারাম বলিয়াছেন। প্রবাহিত রক্ত হারাম। ওমদাতোল-কালাম, ৪/৫।

প্রঃ—কলিজা ও প্লিহা খাওয়া কি?

উঃ— উহা হালাল। মজমুয়া ফাতাওয়ায় লাক্ষ্ণৌবি ৩/১০৫।

প্রঃ— জবহ করা হালাল পশুর চামড়া খাওয়া কি?

উঃ— জায়েজ, উক্ত কেতাব, উক্ত খন্ড, ১০৪।

প্রঃ— ভুড়ি খাওয়া কি?

উঃ— মাওলানা আবদুল হাই ছাহেব মজমুয়া-ফাতাওয়ার ৩ ভাগের ৯০৫ পৃষ্ঠায় হালাল লিখিয়াছেন।

আর উহার ১ম ভাগের ৮০ পৃষ্ঠায় মকরুহ লিখিয়াছেন। লেখক বলে, মকরুহ তঞ্জিহি হইবে।

প্রঃ— কোন প্রাণী বিনা জবহ হালাল হইবে?

উঃ— মৎস্য ও পঙ্গপাল বিনা জবহ হালাল হইবে।

—শাঃ ৫/২০৬।

প্রঃ— কোন কোন প্রাণী হারাম ও কোন কোন প্রাণী হালাল?

উঃ— যে পশু দাঁত দ্বারা শিকার করিয়া থাকে, কিম্বা যে পক্ষী পাঞ্জা দ্বারা শিকার করিয়া থাকে, তৎসমস্ত হারাম, যথা—বাঘ, নেকড়ে, চিতাবাঘ, শৃগাল, কুকুর, বন্য বা পালিত বিড়াল, ভল্লুক, বানর, হস্তী, শূকর, উদ্বিড়াল, ইত্যাদি। বাজ, শিকরা, চিল, শকুন বহুরী ইত্যাদি।

যে প্রাণী জমির উপর দিয়া এঁকে বেঁকে হাঁটে, অর্থাৎ সরীসৃপ শ্রেণীগুলি হারাম, যথা—সজারু, সর্প, গিরগিটি, ইন্দুর, জেটী, পিপীলিকা, ছুচাঁ, উঁই, বৃশ্চিক, চেলা, কেচো, কেন্নো, জোঁক, ছারপোকা, গোসাপ, ইত্যাদি হারাম, কেবল খরগোশ হালাল।

যে প্রাণীর মধ্যে প্রবাহিত রক্ত নাই, যথা—মশা, মাছি, পতঙ্গ , প্রজাপতি, ডাঁশ, উকুন, মাকড়সা, বোলতা, ভেমরুল, বৃশ্চিক, গোবরের পোকা ইত্যাদি সমস্তই হারাম, কেবল পঙ্গপাল হালাল।

যে প্রাণী ঘাস পাতা খায় ও দাঁতের' দ্বারা জখম ও শিকার করে না, যেরূপ উট, গরু, ছাগল, হরিণ, মেষ, মহিষ, দুম্বা, নিলগাই, বন্য গাধা সমস্তই হালাল, কেবল পালিত গাধা ও খচ্চর হালাল নহে।

যে পক্ষী পাঞ্জার দ্বারা শিকার করেনা এবং দানা খাইয়া থাকে

তৎসমস্ত হালাল। যে পক্ষী কেবল হারাম খাইয়া থাকে, উহা হারাম।

যে কাক মৃত ব্যতীত কিছু ভক্ষণ করেনা, উহা হারাম, আর একরূপ কাক আছে—যাহা দানা খাইয়া থাকে, কখন মরা জিনিষ খায়না, শহরে আসে না, ঘুঘুর ন্যায় আকৃতি ধারণ করে উহা হালাল। আর একরূপ কাক দানা খাইয়া থাকে এবং মরা খাইয়া থাকে, উহার লেজ লম্বা হইয়া থাকে, উহাতে সাদা ও কাল উভয় রঙ মিশ্রিত হয়, উহার শব্দ আএন ও কাফ অক্ষরের ন্যায় শুনা যায়, ছহিহ্ মতে ইহা হালাল।

চড়ুই, বাবুই, কবুতর, হাস, বক, কোকিল, ঘুঘু, মোরগ, ময়না, শালিক, তোতা, ময়ূর, ভুতুম পেঁচা, হুদহুদ, বুলবুল, চকোর (তিতির), সারস, পেঁচা, টিয়া, পানি কৌড়ি ইত্যাদি হালাল।

চামচিকা হালাল, কি হারাম, ইহাতে বিদ্বানগণের মতভেদ হইয়াছে।

প্রঃ— ঘোড়ার ব্যবস্থা কি?

উঃ— ঘোড়া ভক্ষণ কি, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, কোন রেওয়াএতে উহা মকরুহ তহরিমি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে অন্য রেওয়াএতে মকরুহ্ তঞ্জিহি বলা হইয়াছে। এমাদিয়া কেতাবে মকরুহ তঞ্জিহি হওয়ার উপর ফৎওয়া দেওয়া হইয়াছে। কেফায়াতোল-বয়হকিতে উহা জাহেরে-রেওয়াএত বলা হইয়াছে। ফখরোল-ইছলাম উহা ছহিহ্ মত বলিয়াছেন। খোলাছা, হেদায়া, মুহিত, মোগনি, কাজিখান, এমাদি প্রভৃতি কেতাবে মকরুহ তহরিমি হওয়া ছহিহ মত বলা হইয়াছে। মতন গ্রন্থগুলি এই মতের উপর স্থাপিত হইয়াছে।

দোর্রোল মোখতারে আছে, কেহ কেহ বলিয়াছেন, এমাম আজম (রঃ) মৃত্যুর তিন দিবস পূর্বে মকরুহ তঞ্জিহি হওয়ার মত গ্রহণ করিয়াছেন।

তাহতাবিতে আছে, আবদুর রহিম কেরামিনী এমাম আজমকে স্বপ্নে এই মছলা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ইহাতে তিনি মকরুহ

তহরিমি হওয়ার কথা বলিয়াছেন।

তাহতাবি বলেন, স্থলচর ঘোড়া সম্বন্ধে এইরূপ মতভেদ হইয়াছে, কিন্তু সামুদ্রিক ঘোড়া সকলের মতে হারাম।

ঘোড়ার দুধ সম্বন্ধে মতভেদ হইয়াছে, হেদায়া কেতাবে আছে, উহা পান করাতে কোন দোষ নাই। মনহ কেতাবে ইহাকে যুক্তিযুক্ত মত বলা হইয়াছে। বাজ্জাজিয়াতে আছে, ওয়াঞ্জানি এই মত মনোনীত স্থির করিয়াছেন।

গায়া তোল-বায়ানে কাজিখান হইতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, অধিকাংশ বিদ্বানের মতে উহা মকরুহ তহরিমি।—শাঃ ৫/২১৪, তাঃ, ৪/৯৫৬।

লেখক বলেন, উহা হইতে পরহেজ করা এহতিয়াত।

প্রঃ— খচ্চর খাওয়া কি?

উঃ— হেদায়া কেতাবে উহা নাজায়েজ লিখিত হইয়াছে। দোর্রোল মোখতারে আছে, যদি উহার মাতা গাধা হয়, তবে উহা হালাল হইবে না। আর যদি উহার মাতা গাভী হয়, তবে হালাল হইবে। আর যদি উহার মাতা ঘোটকী হয়, তবে এক মতে মকরুহ তঞ্জিহি, অন্য মতে মকরুহ তহরিমি হইবে। —শাঃ ঐ তাঃ, ঐ।

প্রঃ— খরগোশ খাওয়া কি?

উঃ— সর্ব্বপ্রকার খরগোশ খাওয়া হালাল। সাধারণ লোকে উহা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া নখধারী খরগোশকে হারাম বলিয়া থাকেন, কিন্তু কোন বিশ্বাসযোগ্য কেতাবে উহার হারাম হওয়া প্রমাণিত হয় না।

প্রঃ— সামুদ্রিক জীবের ব্যবস্থা কি?

উঃ— মৎস্য ব্যতীত সামুদ্রিক সমস্ত জীব হারাম। কাকড়া, কুচে, কুম্ভীর কামঠ, মুরলিয়া, বাউস, কচ্ছপ, শোষ সামুদ্রিক মনুষ্য, করু, কুকুর ও শূকর ইত্যাদি যাবতীয় জন্তু হারাম। বান মৎস্য হালাল, উহাকে আরবিতে মারমাহি বলা হয়।

একপ্রকার মৎস্যকে আরবীতে জেরিছ বলা হয়, উহা কাল বর্ণের ঢালের ন্যায় গোলাকার, কিন্তু উহার লেজ অতি ক্ষুদ্র। এই মৎস্য বোম্বাই ইত্যাদি স্থানে পাওয়া যায়, ইহা হালাল।

মুরলি (সঙ্কশ) হারাম, ইহা ঢালের ন্যায় গোলাকার হইয়া থাকে, কিন্তু উহার লেজ চাবুকের ন্যায় লম্বা হইয়া থাকে। চিংড়ি মৎস্য হালাল, ইহার প্রমাণ মৎপ্রণীত জরুরি-মছলা প্রথম ভাগে লিখিত হইয়াছে।

যে মৎস্য স্বাভাবিক মৃত্যুতে মরিয়া পানির উপরে চিৎ হইয়া ভাসিতে থাকে, উহা হারাম হইবে, আর যে মৎস্য পিঠ উপর করিয়া ভাসিতে থাকে, উহা খাওয়া হালাল হইবে। ইহা দোর্রোল-মোখতারে আছে। যে মৎস্য পানি গরম কিম্বা বেশী ঠান্ডা হওয়া বশতঃ মরিয়া গিয়া থাকে, উহা হালাল হইবে। ইহা অধিকাংশ বিদ্বানের মত ও যুক্তিযুক্ত মত, ইহার উপর ফৎওয়া হইবে, ইহা মনইয়াতোল-মুফতি ও শারাম্বালালিয়াতে আছে। যে মৎস্য পানিতে বাঁধিয়া রাখার কিম্বা জালের মধ্যে থাকার জন্য মরিয়া গিয়া থাকে, উহা হালাল হইবে। ইহা এৎকানি ও কেফায়াতে আছে। যে মৎস্য পানিতে কোন বস্তু ফেলিয়া দেওয়ার জন্য কিম্বা উক্ত নিক্ষিপ্ত বস্তু খাওয়ার জন্য মরিয়া গিয়া থাকে, উহা হালাল হইবে। ইহা মানাহ ও তাহতাবিতে আছে। যদি কেহ কোন ডোবাতে মৎস্য ধরিয়া রাখে, এক্ষেত্রে দেখিতে হইবে যে, যদি বিনা জালে উহা ধরা সম্ভব হয়, তবে উহার মধ্যে মৎস্য মরিয়া গেলে হালাল হইবে। আর যদি বিনা জালে উহা ধরা সম্ভব না হয়, তবে উহার মধ্যে মৎস্য মরিয়া গেলে, খাওয়া জায়েজ হইবে না। যদি পানি বরফ আকারে জমিয়া যাওয়ায় কোন মৎস্য উহার মধ্যে মরিয়া থাকে, তবে হালাল হইবে। যদি কোন মৎস্য এইরূপ অবস্থায় মরিয়া থাকে যে, উহার মস্তক মাটির উপর থাকে, তবে উহা হালাল হইবে।

আর যদি উহার লেজের দিক মাটির উপর থাকে, কিন্তু উহার

মস্তক পানিতে থাকে, এক্ষেত্রে যদি উহার অর্দ্ধেক শরীর কিম্বা তদপেক্ষা কম পরিমাণ জমির উপর থাকে, তবে হালাল হইবে না। আর যদি অর্দ্ধেকের বেশী জমির উপর থাকে, তবে হালাল হইবে।

মূলকথা, কোন বিপদ বশতঃ যে মৎস্য মরিয়া যায়, উহা হালাল হইবে, আর যে মৎস্য স্বাভাবিক মৃত্যুতে মরিয়া যায় উহা হারাম হইবে, কেননা এইরূপ মৎস্য খাওয়াতে শরীরিক ব্যধির সৃষ্টি হইতে পারে।

যদি একটি মৎস্য মরা-মৎস্যের উদরে থাকার জন্য মরিয়া গিয়া থাকে তবে কি হইবে, ইহাই বিবেচ্য বিষয়।

যদি উদরস্থ মৎস্য অবিকৃত (দোরস্ত) অবস্থায় থাকে, তবে হালাল হইবে, আর যদি বিকৃত হইয়া গিয়া থাকে, তবে হালাল হইবে না। এইরূপ যদি উদরস্থ মৎস্যটি উদরসাৎকারী মৎস্যের মলদ্বার দিয়া বাহির হয়, তবে হালাল হইবে না। ইহা জওহারা কেতাবে আছে। যদি কোন পক্ষীর গলদেশে একটি মৎস্য অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া যায়, তবে উহা হালাল হইবে। ইহা মে'রাজোদ্দেরায়া কেতাবে আছে।

যদি একটি মৎস্য পঙ্গপালের পেটে কিম্বা একটি পঙ্গপাল একটি মৎস্যের পেটে অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া যায়, তবে উহা হালাল হইবে। ইহা বাহরে জাক্ষর কেতাবে আছে।

যদি কোন মৎস্য নাপাক পানিতে প্রতিপালিত হয়, তবে উহা হালাল হইবে, ইহা দোর্রোল-মোখতার কেতাবে আছে।

আল্লামা এবনো আবেদিন শামী বলিয়াছেন, যদি উহা নাপাক পানির জন্য দুর্গন্ধ হইয়া থাকে, তবে হালাল হইবে না। যদি ছোট মৎস্যের পেট না ফাড়িয়া ভাজি করা হয়, তবে উহা হালাল হইবে, ইহা মে'রাজ কেতাবে আছে।—শাঃ, ৫/২১৬-২১৭, তাঃ, ৪/১৫৭/১৫৮।

প্রঃ— যদি মৎস্যের পেটে মুক্তা পাওয়া যায়, তবে কি হইবে?

উঃ— যদি ঝিনুকের মধ্যে উক্ত মুক্তা থাকে, তবে শিকারী গ্রহণ করিবে, আর যদি শিকারী উহা বিক্রয় করিয়া থাকে, তবে উহা

খরিদ্দারের প্রাপ্ত হইবে। আর যদি বিনা ঝিনুকে থাকে, তবে উহা পড়িয়া পাওয়া জিনিষের ন্যায় হইবে, কাজেই যদি শিকারী দরিদ্র হয়, তবে নিজে গ্রহণ করিবে নচেৎ অন্য দরিদ্রকে দান করিবে।

আর যদি টাকা কিম্বা আঙ্গুটি মৎস্যের পেটে পাওয়া যায়, তবে উহা পড়িয়া পাওয়া জিনিষের ব্যবস্থা হইবে। ঘোষণা করার পরে মালিক খুঁজিয়া পাওয়া গেলে, তাহাকে প্রদান করিবে, নচেৎ যদি সে দরিদ্র হয়, তবে নিজে গ্রহণ করিবে। আর ধনবান হইলে, অন্যকে দান করিবে।—তাঃ, ৪/১৫৮ শাঃ ৫/২১৭।

প্রঃ— যদি কোন বকরির বাচ্চা কোন হারাম পশুর দুধ খাইয়া প্রতিপালিত হয়, তবে কি হইবে?

উঃ— কয়েক দিবস হালাল খাদ্য খাওইয়া জবহ করিলে, উহা হালাল হইবে। বিষ্ঠাখাদক পশুর ন্যায় ইহার ব্যবস্থা হইবে। ইহা ফাতাওয়া কোবরাতে আছে। তজনিছ কেতাবে আছে, মনোনীত মতে বিষ্ঠাখাদক বকরিকে চারি দিবস বাঁধিয়া হালাল খাদ্য খাওয়াইলে, উহা নির্দ্দোষ হইয়া যায়।—শাঃ, ৫/২১৫ ও আঃ, ৫/৩২২।

প্রঃ— যদি কুকুর ও ছাগলের সঙ্গমে এরূপ একটি বাচ্চা পয়দা হয়—যাহার মস্তক কুকুরের ন্যায় হয় এবং অন্যান্য অবয়ব ছাগলের তুল্য হয়, তবে কি ব্যবস্থা হইবে?

উঃ— যদি উক্ত পশু মাংস খায়, তবে উহা কুকুর বলিয়া গণ্য হইবে এবং হারাম হইবে। আর যদি ঘাস খায়, তবে ছাগল ধরিতে হইবে। ইহাকে জবহ করিয়া উহার মস্তকটি কাটিয়া ফেলিয়া দিবে, অবশিষ্ট শরীর খাওয়া হালাল হইবে।

আর যদি সেই পশুটি মাংস ও ঘাস উভয় বস্তু খাইয়া থাকে, তবে তাহাকে মারিয়া উহার আওয়াজ পরীক্ষা করিতে হইবে। যদি ছাগলের ন্যায় আওয়াজ করে, তবে মস্তকটি বাদ দিয়া অবশিষ্ট অবয়ব খাওয়া হালাল হইবে। আর যদি কুকুরের ন্যায় আওয়াজ করে, তবে একেবারে হারাম হইবে।

আর যদি উভয় প্রকার আওয়াজ করে, তবে উহা জবহ করিয়া দেখিতে হইবে যে, ছাগলের ন্যায় ভুঁড়ি আছে কিম্বা কুকুরের ন্যায় নাড়ি আছে, যদি ছাগলের ন্যায় ভুঁড়ি থাকে তবে মস্তক বাদ দিয়া অবশিষ্ট অঙ্গ হালাল হইবে। আর যদি কুকুরের ন্যায় নাড়ি থাকে, তবে হারাম হইবে। এই মৃত পশুকে পুতিয়া ফেলিতে হইবে। ইহা অহবানিয়া কেতাবে আছে। শামী ও তাহতাবি এই মত সমর্থন করিয়াছেন। আলমগিরিতে 'জওয়াহোরে আখলাতি' হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, যদি কুকুরের ন্যায় শব্দ করে, তবে কুকুর ধরিতে হইবে। আর যদি ছাগলের ন্যায় শব্দ করে, তবে ছাগল ধরিতে হইবে। যদি উভয় প্রকার শব্দ করে, তবে তাহার সাক্ষাতে পানি রাখিতে হইবে। যদি জিহ্বা দ্বারা পানি খায়, তবে কুকুর ধরিতে হইবে। আর যদি মুখদ্বারা পানি খায়, তবে ছাগল ধরিতে হইবে।

আর উভয় প্রকার পানি খাইলে, তাহার সাক্ষাতে ঘাস ও মাংস রাখিতে হইবে। যদি উহা ঘাস খায়, তবে ছাগল ধরিতে হইবে, আর যদি মাংস খায়, তবে কুকুর ধরিতে হইবে।

যদি উভয় বস্তু খায়, তবে জবহ করিয়া দেখিতে হইবে, উহার নাড়ি থাকিলে কুকুর ধরিতে হইবে, আর যদি ভুঁড়ি থাকে, তবে ছাগল ধরিতে হইবে।

শামী প্রণেতা বলেন, যদি উক্ত পশু ঘাস খায়, তবে কুকুরের ন্যায় শব্দ করিলেও এবং তাহার পেটে নাড়ি থাকিলেও হালাল হইবে। আর যদি মাংস খায়, তবে ছাগলের ন্যায় শব্দ করিলেও এবং উহার পেটে ভুঁড়ি থাকিলেও হারাম হইবে। শাঃ, ৫/২১৮ ও আঃ, ৫/৩২২।

প্রঃ— যদি গো-বাঘা কোন ছাগলের জবহের শিরাগুলি কাটিয়া ফেলে, কিন্তু পশুটি এখনও জীবিত আছে, তবে কি হইবে?

উঃ— ইহার জবহস্থল নাই, এইহেতু জবহ হইবে না। (কাজেই উহা হালাল হইবে না) ইহা বাজ্জাজিয়া কেতাবে আছে। শাঃ, ৫/২১৭।

প্রঃ— যদি কোন জীবিত পশুর শরীরে কোন অংশ কাটিয়া লওয়া হয়, তবে কি হইবে?

উঃ— উহা হারাম হইবে, কিন্তু যদি জবহ করা পশু জীবিত থাকিতে থাকিতে উহার কিছু মাংস কাটিয়া লওয়া হয়, তবে উহা মকরুহ হইলেও উক্ত মাংস হালাল হইবে। ইহা বাজ্জাজিয়া কেতাবে আছে। —শাঃ, ৫/২১৮।

প্রঃ— যদি জবহ করার পরে কোন পশু পানিতে পড়িয়া যায়, তবে কি হইবে?

উঃ— উহা হালাল থাকিবে। ইহা মবছুত কেতাবে আছে। আঃ, ৫/৩২২

প্রঃ— বন্দুকে শিকার করা পশু হালাল হইবে কি না?

উঃ— যদি উক্ত পশু জীবিত থাকে, তবে জবহ করিলে, হালাল হইবে। আর যদি গুলির আঘাতে মরিয়া যায়, তবে হালাল হইবে না। তাঃ, ৪/২৩১ ও শাঃ, ৫/৩৩৫।

প্রঃ— মরা পশু কুকুরকে খাওয়ান জায়েজ হইবে কি না?

উঃ— কুকুরের সম্মুখে উক্ত পশু নিক্ষেপ করা জায়েজ হইবে না; কিন্তু কুকুরকে উক্ত পশুর নিকট ডাকিয়া লইয়া যাওয়া জায়েজ কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, শারাম্বালালিয়াতে ইহা জায়েজ বলা হইয়াছে, কিন্তু তানবিরোল-আবছার ও কেনইয়া কেতাবে ইহাও না জায়েজ বলা হইয়াছে।—তাঃ, ৪/২৩৩।

কোরবানির নিয়ম

প্রঃ— কোরবানি কাহাকে বলে?

উঃ— নির্দ্দিষ্ট পশু নির্দ্দিষ্ট দিবসে ছওয়াবের নিয়তে জবহ্ করাকে কোরবানি বলা হয়।

প্রঃ— কোন্ কোন্ ব্যক্তির উপর কোরবানি ওয়াজেব হইবে?

উঃ— ১) মুছলমানের উপর কোরবানি ওয়াজেব হইবে, কাফেরের উপর কোরবানি ওয়াজেব হইবে না। যদি কেহ্ কোরবানির প্রথম ওয়াক্তে কাফের থাকে, কিন্তু শেষ ওয়াক্তে মুছলমান হইয়া যায়, তবে তাহার উপর কোরবানি ওয়াজেব হইবে।

২) আজাদ ব্যক্তির উপর কোরবানি ওয়াজেব, ক্রীতদাসের (খরিদা গোলামের) উপর কোরবানি ওয়াজেব নহে। যদি কোন গোলাম কোরবানির শেষ ওয়াক্তে আজাদ (মুক্ত) হইয়া নেছাব পরিমাণ টাকা কড়ি প্রাপ্ত হয়, তবে তাহার উপর কোরবানি ওয়াজেব হইবে।

৩) মোকিম ব্যক্তির উপর কোরবানি ওয়াজেব হইবে, মোছাফেরের উপর কোরবানি ওয়াজেব নহে।

যদি কেহ কোরবানির প্রথম ওয়াক্তে মোছাফের থাকে তৎপরে শেষ ওয়াক্তে মোকিম হয়, তবে তাহার উপর কোরবানি ওয়াজেব হইবে। আর যদি প্রথম ওয়াক্তে মোকিম হয়, মধ্যম ওয়াক্তে মোছাফের ও শেষ ওয়াক্তে মোকিম হয়, তবে তাহার উপর কোরবানি ওয়াজেব হইবে।

যদি কেহ্ কোরবানির পশু খরিদ করার পূর্বে ছফরে যায়, তবে তাহার উপর কোরবানি ওয়াজেব হইবে না। আর যদি উক্ত পশু খরিদ করার পরে মোছাফের হয়, তবে কি করিবে তাহাই বিবেচ্য বিষয়।

মোলতাকার রেওয়াএতে আছে যে, তাহার উপর কোরবানি

ওয়াজেব হইবে না, বরং বিক্রয় করিয়া ফেলিবে, এমাম মোহম্মদ হইতে এই রেওয়াএত করা হইয়াছে।

কতকে বলিয়াছেন, যদি সে ব্যক্তি ধনী হয়, তবে তাহার উপর কোরবানি ওয়াজেব হইবে না।

আর যদি দরিদ্র হয়, তবে তাহার উপর কোরবানি ওয়াজেব হইবে এবং ছফরের জন্য কোরবানির হুকুম রহিত হইবে না।

যদি কোরবানির ওয়াক্ত উপস্থিত হওয়ার পূর্বে ছফর করে, তবে উপরোক্ত ব্যবস্থা হইবে। আর উক্ত ওয়াক্ত উপস্থিত হওয়ার পরে ছফর করিলে ও উপরোক্ত ব্যবস্থা হইবে। আঃ, ৫/৩২৪।

যে ব্যক্তি শহরে মকিম হয়, তাহার উপর যেরূপ কোরবানি ওয়াজেব হয়, সেইরূপ যে ব্যক্তি গ্রামে কিম্বা জঙ্গলে মোকিম থাকে, তাহার উপরেও কোরবানি ওয়াজেব হইবে, ইহা আয়নিতে আছে।

মোছাফের হাজির উপর কোরবানি ওয়াজেব হইবে না। মক্কাবাসীগণ হজ্জ করিতে গেলেও তাহাদের উপর কোরবানি ওয়াজেব হইবে, কেননা তাঁহারা মোকিম। ইহা বাদায়ে' কেতাবে আছে।

জওহেরা কেতাবে খোজান্দি হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে যে, কোন বিদ্বান বলিয়াছেন, মক্কাবাসী এহরাম বাঁধিলে, তাঁহার উপর কোরবানি ওয়াজেব হইবে না। ইহা ছেরাজ কেতাবে আছে।— তাঃ, ৪/১৬১ ও শাঃ ৫/২২২।

যদি কোন মোছাফের কোরবানি করে, তবে উহা নফল হইবে। আঃ, ৫/৩২৩ ও তাঃ, ৪/১৬০।

৪) ছাহেবে-নেছাবের উপর কোরবানি ওয়াজেব হইবে। যদি কাহারও নিকট দুইশত দেরেম থাকে, তবে তাহার উপর কোরবানি ওয়াজেব হইবে। এইরূপ যাহার নিকট সাত তোলা সোনা থাকে, তাহার উপর কোরবানি ওয়াজেব হইবে। দুই শত দেরেমে প্রায় ৪৮ টাকা ৯ আনা হয়।

প্রঃ— নেছাব পরিমাণ বাণিজ্য দ্রব্য থাকিলে কি হইবে?

উঃ— উহাতে ও কোরবানি ওয়াজেব হইবে। আজনাছ কেতাবে আছে, যদি কোন রুটি বিক্রেতার নিকট নেছাব পরিমাণ ব্যবসায়ের ময়দা থাকে, কিম্বা সেই পরিমাণ লবণ থাকে, অথবা কোন ধোপার নিকট নেছাব পরিমাণ সাবান, 'ওসনান' থাকে, তবে তাহার উপর কোরবানি ওয়াজেব হইবে, ইহা মুহিত কেতাবে আছে।—আঃ, ৫/৩২৪/৩২৫।

প্রঃ— জমি, ঘর, আসবাবপত্র, চতুষ্পদ, গোলাম, কাপড়, কেতাব ইত্যাদি থাকিলে, কোরবানি ওয়াজেব হইবে কিনা?

উঃ— নিজের বাসগৃহ ব্যতীত যদি একখানা অনাবশ্যকীয় গৃহ নেছাব পরিমাণ মূল্যের থাকে, তবে তাহার উপর কোরবানি ওয়াজেব হইবে।

আজনাছ কেতাবে আছে, যদি কোন লোকের দুইখানা ঘর থাকে, শীতকালের উপযোগী একখানা ঘর এবং গরমকালের উপযোগী দ্বিতীয় একখানা ঘর হয়, এইরূপ যদি দুইটি ফরশ (বিছানা) থাকে একটি শীতকালের জন্য, দ্বিতীয়টি গ্রীষ্মকালের জন্য, তবে তাহার উপর কোরবানি ওয়াজেব হইবে না। কিন্তু যদি নেছাব পরিমাণ মূল্যের তৃতীয় একখানা ঘর কিম্বা তৃতীয় একখানা ফরশ থাকে, তবে তাহার উপর কোরবানি ওয়াজেব হইবে।

ধর্ম্মযোদ্ধার দুইটি ঘোড়া থাকিলে, তাহার উপর কোরবানি ওয়াজেব হইবে না, কিন্তু নেছাব পরিমাণ মূল্যের তৃতীয় একটি ঘোড়া থাকিলে, তাহার উপর কোরবানি ওয়াজেব হইবে। যে ব্যক্তির ঘোড়ায় কিম্বা গাধায় আরোহণ করা আবশ্যক হইয়া থাকে, তাহার একটি ঘোড়া কিম্বা একটি গাধা থাকিলে, তাহার উপর কোরবানি ওয়াজেব হইবে না। কিন্তু যদি নেছাব পরিমাণ মূল্যের দ্বিতীয় একটি ঘোড়া কিম্বা গাধা থাকে, তবে তাহার উপর কোরবানি ওয়াজেব হইবে।

কৃষকের দুইটি গরু ও কৃষিযন্ত্র (লাঙ্গল ইত্যাদি) থাকিলে,

তাহার উপর কোরবানি ওয়াজেব হইবে না, তিনটি গরু থাকিলে যদি কোন একটি নেছাব পরিমাণ মূল্যের হয়, তবে তাহার উপর কোরবানি ওয়াজেব হইবে। আর যদি নেছাব পরিমাণ মূল্যের কেবল একটি গরু থাকে, তবে তাহার উপর কোরবানি ওয়াজেব হইবে। যদি কাহারও তিনখানা কাপড় থাকে, একখানা বাটির ব্যবহার করার জন্য দ্বিতীয়খানা বাহিরের লোকের সম্মুখে ব্যবহার করার জন্য এবং তৃতীয় খানা ঈদের দিবসে ব্যবহার করার জন্য, তবে তাহার উপর কোরবানি ওয়াজেব হইবে না। আর যদি তাহার নেছাব পরিমাণ মূল্যের চতুর্থ একখানা কাপড় থাকে, তবে তাহার উপর কোরবানি ওয়াজেব হইবে।

যদি কাহারও নিকট নেছাব পরিমাণ মূল্যের একখানা কোরআন শরিফ থাকে এবং সে উহা উত্তমরূপে পড়িতে পারে, তবে তাহার উপর কোরবানি ওয়াজেব হইবে না, কিন্তু যদি সে উহা ভালরূপ পড়িতে না জানে, তবে তাহার উপর কোরবানি ওয়াজেব হইবে। যদি তাহার একটি শিশু সন্তান থাকে, পাঠের উপযুক্ত হইলে তাহাকে ওস্তাদের নিকট পাঠাইবে, এই নিয়তে উক্ত কোরআন শরিফ রাখিয়া দেয়, তবে তাহার উপর কোরবানি ওয়াজেব হইবে, হাদিছ ও অন্যান্য এলমের কেতাবে ঐরূপ ব্যবস্থা হইবে, ইহা জহিরিয়া কেতাবে আছে।

ছোগরা কেতাবে আছে প্রত্যেক প্রকারের দুই দুই খানা কেতাব থাকিলে, একাধিক কেতাবগুলির মূল্য নেছাব পরিমাণ হইলে, কোরবানি ওয়াজেব হইবে।

এমাম মোহাম্মদ বলিয়াছেন, হাদিছ ও তফছিরের কেতাব প্রত্যেক প্রকারের দুই দুই খানা থাকিলেও তাহার উপর কোরবানি ওয়াজেব হইবে না।

চিকিৎসা, জ্যোতিষ ও সাহিত্য-বিদ্যার পুস্তকগুলি নেছাব পরিমাণ মূল্যের হইলে, তাহার উপর কোরবানি ওয়াজেব হইবে। ইহা আজিজে কোরদরি কেতাবে আছে। খেদমতের একটি গোলাম ব্যতীত নেছাব

পরিমাণ মূল্যের দ্বিতীয় গোলাম থাকিলে, তাহার উপর কোরবানি ওয়াজেব হইবে।

যদি কাহারও জমি থাকে, তবে কি হইবে, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, এমাম জা'ফেরাণি ও ফকিহ্ আলিরাজি বলিয়াছেন, যদি উহার মূল্য নেছাব পরিমাণ হয়, তবে তাহার উপর কোরবানি ওয়াজেব হইবে। আবু আলি দাক্কাক বলিয়াছেন, যদি উহা দ্বারা এক বৎসরের খোরাক উৎপন্ন হয়, তবে তাহার উপর কোরবানি ওয়াজেব হইবে।

অন্য কোন বিদ্বান বলিয়াছেন, এক মাসের খোরাক বাদ দিয়া নেছাব পরিমাণ মূল্যের আয় হইলে তাহার উপর কোরবানি ওয়াজেব হইবে।

অককের জমি হইলে কোরবানির দিবসে নেছাব পরিমাণ টাকা, লোকের নিকট প্রাপ্য হইলে, কোরবানি ওয়াজেব হইবে নচেৎ ওয়াজেব হইবে না, ইহা জহিরিয়া কেতাবে আছে।

যদি কাহারও দেনা থাকে, এক্ষেত্রে যদি দেনা পরিশোধ করিয়া দিলে, নেছাবের কম হইয়া পড়ে, তবে তাহার উপর কোরবানি ওয়াজেব হইবে না।

যদি তাহার অর্থ অনুপস্থিত থাকে এবং কোরবানির দিবস তাহার নিকট পৌঁছিবে না, তবে তাহার উপর কোরবানি ওয়াজেব হইবে না।

যদি তাহার বহু অর্থ শরিকের কিম্বা সহব্যবসায়ীর হস্তে অন্যত্রে থাকে, কিন্তু যদি তাহার নিকট এই পরিমাণ সোনা, চাঁদি, কিম্বা গৃহের আছবাব পত্র থাকে যে, তদ্বারা কোরবানি করিতে পারে, তবে তাহার উপর কোরবানি ওয়াজেব হইবে। ইহা বাদায়ে ও বাজ্জাজিয়া কেতাবে আছে।

যদি কাহারও নেছাব পরিমাণ মূল্যের খোর্ম্মা বৃক্ষ থাকে, তবে তাহার উপর কোরবানি ওয়াজেব হইবে, ইহা খোলাছা কেতাবে

আছে।

যদি কেহ কোরবানির প্রথম ওয়াক্তে দরিদ্র থাকে, তৎপরে শেষ ওয়াক্তে নেছাবের মালিক হইয়া যায়, তবে তাহার উপর কোরবানি ওয়াজেব হইবে। যদি কাহারও নিকট ৮৪।৷/০ থাকে এবং এক বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া যায়, তৎপরে উহার জাকাত আদায় করে, তৎপরে কোরবানির দিবস উপস্থিত হয়, এস্থলে তাহার টাকা নেছাব অপেক্ষা কিছু কম হইয়া পড়ে, তবে কি হইবে?

জাফেরাণি বলিয়াছেন, এসূত্রে তাহার উপর কোরবানি ওয়াজেব হইবে। কিন্তু যদি ঐ পরিমাণ টাকা খোরাক পোষাকে ব্যয় করিত, তবে তাহার উপর কোরবানি ওয়াজেব হইত না।

যদি কোন আহলে নেছাব ব্যক্তি একটি কোরবানির পশু খরিদ করে, তৎপরে উহা হারাইয়া যায়, কিন্তু তাহার টাকা নেছাব অপেক্ষা কম হইয়া যায় ও দরিদ্র হইয়া যায়, তৎপরে কোরবানির দিবস উপস্থিত হয়, তবে তাহার পক্ষে দ্বিতীয় পশু খরিদ করা ওয়াজেব হইবে না।

যদি সে কোরবানির দিবস উক্ত পশু প্রাপ্ত হয়, কিন্তু সে দরিদ্র অবস্থায় পরিণত হয়, তবে তাহার পক্ষে উহা কোরবানি করা ওয়াজেব হইবে না। যদি আহলে নেছাব অবস্থায় তাহার পশু হারাইয়া যায়, তৎপরে দ্বিতীয় পশু খরিদ করে, এখনও সে আহলে নেছাব থাকে, তৎপরে উহা কোরবানি করে। তৎপরে সে দরিদ্র হইয়া প্রথম পশু প্রাপ্ত হয়, তবে তাহার পক্ষে উক্ত পশু কিম্বা উহার মূল্য ছদকা দেওয়া ওয়াজেব হইবে না, ইহা বাদায়ে কেতাবে আছে। আঃ ৫/৩২৪/৩২৫, তাঃ ৪/৬০, শাঃ ৫/১২৯।

প্রঃ— স্ত্রীলোকের গহনা ও দেনমোহরে কোরবানি ওয়াজেব কিনা?

উঃ— হাঁ, নেছাব পরিমাণ গহনা থাকিলে, তাহার উপর কোরবানি ওয়াজেব হইবে।

যে মোহর স্ত্রীর তলব মাত্র পরিশোধ করার প্রতিশ্রুতি হয়, যদি স্বামী ধনবান হয়, তবে এই মোহরের জন্য তাহার উপর কোরবানি ওয়াজেব হইবে, ইহা এমাম ছাহেবের শিষ্যদ্বয়ের মত আর এমাম ছাহেবের মতে কোরবানি ওয়াজেব হইবে না। আল্লামা শামি প্রথমোক্ত মতের দিকে ঝুকিয়া পড়িয়াছেন। আর যদি স্বামী দরিদ্র হয়, তবে তাহার উপর কোরবানি ওয়াজেব হইবে না।

আর যে মোহর স্বামী যে কোন সময় হউক, সুযোগ মত পরিশোধ করিবে, উহার জন্য স্ত্রীর উপর সকলের মতে কোরবানি ওয়াজেব হইবে না। তাঃ ঐ আঃ ৫/৩২৪ ও শাঃ ৫/২১৯।

প্রঃ— যেরূপ নিজের নাবালেগ পুত্র, কন্যা, কিম্বা ক্রীতদাস ক্রীতদাসীর পক্ষ হইতে ফেৎরা দেওয়া ওয়াজেব হইয়া থাকে সেইরূপ কি তাহাদের পক্ষ হইতে কোরবানি করা ওয়াজেব হইবে?

উঃ— তাহাদের পক্ষ হতে কোরবানি করা ওয়াজেব হইবে না বরং মোস্তাহাব হইবে। ইহাই জাহেরে রেওয়াএত ও ফৎওয়া গ্রাহ্য মত।—তাঃ ৪/১১৬, শাঃ ৫/২২২ ও আঃ ৫/৩২৫।

প্রঃ— পুত্রের নিজস্ব অর্থ থাকিলে, সেই অর্থ হইতে পিতা উক্ত পুত্রের কোরবানি করিবে কি?

উঃ— এই মছলায় মতভেদ হইয়াছে। কতক বিদ্বান বলিয়াছেন, পিতার উপর উক্ত কোরবানি করা ওয়াজেব হইবে। ইহা কাজিখানে আছে। হেদায়া কেতাবে এই মত সমধিক ছহিহ বলা হইয়াছে। পিতার ন্যায় দাদা ও পিতা কর্ত্তৃক নিযুক্ত 'অছির ব্যবস্থা হইবে।

পিতা উক্ত কোরবানির গোস্ত খাইবেনা, ছদকা করিবেনা, বরং উক্ত পুত্র উহা খাইবে তাহার আবশ্যক পরিমাণ কিছু সঞ্চিত রাখিবে, অবশিষ্টের বিনিময়ে পুত্রের কাপড়, মোজা ইত্যাদি স্থায়ী বস্তু লইবে, রুটি ইত্যাদি অস্থায়ী বস্তু লইবে না।

তাহতাবি বলেন, ইহাতে বুঝা যায় যে, টাকা পয়সা লইয়া উক্ত গোস্ত বিক্রয় করা জায়েজ হইবে না। আরও তিনি বলিয়াছেন,

যদি গোস্তের বিনিময়ে রুটি ইত্যাদি অস্থায়ী বস্তু লওয়া জরুরী হইয়া পড়ে তবে উহা জায়েজ হইবে।

কতক বিদ্বান বলিয়াছেন, পিতা পুত্রের অর্থ হইতে উক্ত পুত্রের কোরবানি করিবেনা, কাফি কেতাবে এই মত ছহিহ বলা হইয়াছে, এবনো-সেহনা এই মত প্রবল স্থির করিয়াছেন, তনবিরোল-আবছার প্রণেতা ইহা বিশ্বাসযোগ্য মত বলিয়াছেন, মাওয়া হেবোর রহমানে আছে, ফৎওয়াদিতে ইহাই সমধিক ছহিহ মত। মোলতাকা কেতাবে ইহাকে মনোনীত বলা হইয়াছে। তরতুছি ইহাকে প্রবল মত স্থির করিয়াছেন। মবছুতে ছারাখছিতে আছে, পিতা নাবালেগ পুত্রের অর্থ নষ্ট করিতে পারে না এবং ছদকা করিতে পারেনা, কাজেই তাহার অর্থ হইতে কোরবানি করিতে পারে না। মুহিত কেতাবে আছে, সমধিক ছহিহ মতে পিতার পক্ষে ইহা ওয়াজেব নহে এবং জায়েজ নহে।

এই রেওয়াএত মতে পিতা যদি উক্ত কোরবানি করিয়া থাকে, তবে উক্ত অর্থের দায়ী হইবে না, ইহাই ফৎওয়া গ্রাহ্য মত।

পিতার অছি এইরূপ করিলে, অর্থের দায়ী হইবে কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, কতকে বলিয়াছেন, পিতার ন্যায় 'অছি' অর্থের দায়ী হইবে না। আর কেহ বলিয়াছেন, যদি নাবালেগ উহা ভক্ষণ করিতে পারে, তবে উহা দায়ী হইবে না, নচেৎ দায়ী হইবে। ইহা কাজিখানে আছে। পাগল কিম্বা বুদ্ধিহীন পুত্রের ব্যবস্থা নাবালেগের ন্যায় হইবে, অধিকাংশ বিদ্বানের মতে পিতার পক্ষে উহার অর্থ হইতে কোরবানি করা জায়েজ হইবে না।

লেখক বলেন, নাবালেগ, উন্মাদ ও বুদ্ধিহীনের মছলায় অধিকাংশ বিদ্বানের মত ধরিয়া উহা নাজায়েজ বলা সঙ্গত।

যে উন্মাদ কখন চৈতন্য লাভ করে, তাহার ব্যবস্থা কি হইবে, ইহাই বিবেচ্য বিষয়।

যদি কোরবানির দিবস চৈতন্য লাভ করে, তবে তাহার উপর

কোরবানি ওয়াজেব হইবে। নচেৎ নাবালেগের ব্যবস্থা হইবে, ইহা বাদায়ে' কেতাবে আছে।—শাঃ, ৫/২২২/২২৩ ও আঃ, ৫/৩২৫।

যদি নাবালেগ কোরবানির শেষ দিবসে বালেগ হয়, তবে তাহার উপর কোরবানি ওয়াজেব হইবে।—আঃ, ঐ।

প্রঃ— বালেগ পুত্র ও স্ত্রীর কোরবানির ব্যবস্থা কি?

উঃ— তাহারা দরিদ্র হইলে, তাহাদের উপর কোরবানি করা ওয়াজেব নহে, আর আহলে-নেছাব হইলে, তাহাদের উপর কোরবানি ওয়াজেব হইবে। আর যদি কেহ নিজের বালেগ পুত্র কিম্বা স্ত্রীর অনুমতি লইয়া তাহাদের পক্ষ হইতে কোরবানি করে, তবে তাহাদের কোরবানি আদায় হইয়া যাইবে।

আর যদি তাহাদের বিনা অনুমতি তাহাদের পক্ষ হইতে কোরবানি করে, তবে জায়েজ হইবে না। জখিরা কেতাবে আছে, যদি কেহ প্রত্যেক বৎসরে পুত্র ও স্ত্রীর পক্ষ হইতে কোরবানি করিয়া থাকে, তবে ইহা অনুমতির তুল্য হইবে। শাঃ ৫/২২২।

প্রঃ— কোরবানির ওয়াক্ত কি?

উঃ— জেল-হাজ্জ চাঁদের ১০ই তারিখের ছোবহে-ছাদেক (ফজর) হইতে ১২ই তারিখের সূর্য্য অস্তমিত হওয়া পর্য্যন্ত কোরবানির ওয়াক্ত।

প্রথম দিবসে কোরবানি করা আফজল, মধ্যম দিবসে কোরবানি করা তদপেক্ষা দরজায় কম, শেষ দিবসে কোরবানি করা তদপেক্ষা দরজায় কম, ইহা ছেরাজিয়া কেতাবে আছে। রাত্রিতে কোরবানি করা মকরুহ তঞ্জিহি, ইহা 'বাদায়ে' কেতাবে আছে।

যে স্থানের লোকের উপর ঈদের নামাজ ওয়াজেব নহে, তথাকার লোক ১০ই তারিখের ছোবহে-ছাদেকের পর হইতে কোরবানি করিতে পারিবে।

আর যে স্থানের লোকের উপর ঈদের নামাজ ওয়াজেব, তথাকার লোক ঈদের নামাজের পর হইতে কোরবানি করিবে। যদি

এমাম নামাজ পড়িয়া থাকে, কিন্তু খোৎবা পড়ে নাই, এমতাবস্থায় কেহ কোরবানি করিলে, উহা জায়েজ হইবে, ইহা মুহিতে-ছারাখছিতে আছে। জয়লয়ি বলিয়াছেন, খোৎবার পরে কোরবানি করা মোস্তাহাব। মানাহ্ কেতাবে আছে, খোৎবার পূর্ব্বে কোরবানি করা মকরুহ হইবে।

যদি মহল্লার মছজিদ এবং ঈদগাহ উভয় স্থানে ঈদের নামাজ পড়া হয়, তবে যে কোন স্থানে প্রথমে ঈদের নামাজ পড়া শেষ হয়, উহার পরে কোরবানি করিলে জায়েজ হইবে, ইহা হেদায়াতে আছে। শামছোল-আএম্মা হোলওয়ানি বলিয়াছেন, যে স্থানে নামাজ প্রথমে হইয়াছে, সেই স্থানের লোক কোরবানি করিলে জায়েজ হইবে, ইহার বিপরীতে জায়েজ হইবে না।

যদি এমামের ঈদের নামাজ পড়ার মধ্যে কেহ কোরবানি করে, তবে উহা জায়েজ হইবে না, এইরূপ আত্তাহিয়াতো পরিমাণ বসিবার পূর্ব্বে কোরবানি করিলে, উহা জায়েজ হইবে না। আর যদি আত্তাহিয়াতো পরিমাণ বসার পরে ছালাম ফেরার পূর্ব্বে কোরবানি করে, তবে এমাম আজমের মতে কোরবানি জায়েজ হইবে না, ইহা বাদায়ে কেতাবে আছে। কাজিখানে ইহা জাহের রেওয়াএত ও খাজানাতোল মুফতনে ইহা ছহিহ মত বলা হইয়াছে।

যদি এমামের একদিকে ছালাম দেওয়ার পরে কোরবানি করে, তবে সকলের মতে তাহার কোরবানি জায়েজ হইবে। ইহা কাজিখানে আছে।

যদি লোকে ওজরের জন্য কিম্বা বিনা ওজরে প্রথম দিবসে ঈদের নামাজ না পড়ে, তবে ঈদের নামাজের ওয়াক্ত চলিয়া যাওয়ার পর হইতে অর্থাৎ সূর্য্য গড়িয়া যাওয়ার পর হইতে কোরবানি করিতে পারিবে। লোকে দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় দিবসে নামাজ পড়িলে, নামাজের পূর্ব্বে কোরবানি করিতে পারিবে, ইহাতে কোন দোষ হইবে না। ইহা মুহিত ছারাখছিতে আছে।

এমাম নামাজ পড়িয়া লইয়াছে এবং লোকে কোরবানি করিয়া লইয়াছে, তৎপরে প্রকাশ হইয়া পড়িল যে, এমাম বিনা ওজু নামাজ পড়িয়াছে, তবে কোরবানি জায়েজ হইবে, কিন্তু নামাজ দোহরাইতে হইবে, ইহা জয়লয়ি তবইয়ানোল-হাকায়েকে উল্লেখ করিয়াছেন।

মোজতাবা কেতাবে আছে, যদি মুছুল্লিগণের চলিয়া যাওয়ার পূর্বে এমাম ওজু না থাকার কথা বুঝিতে পারে, তবে লোকদিগকে সংবাদ জ্ঞাপন করিবে, এসূত্রে তাহাদের উপর নামাজ দোহরান ওয়াজেব হইবে, আর যদি লোকদের চলিয়া যাওয়ার পরে এমাম ইহা বুঝিতে পারে, তবে তাহাদের উপর নামাজ দোহরান ওয়াজেব হইবে না।

এবনো আবেদীন শামী ও আল্লামা তাহতাবি বলিয়াছেন, প্রথমোক্ত রেওয়াএতের ইহাই মর্ম্মগ্রহণ করিতে হইবে। এই দ্বিতীয় রেওয়াএতে যুক্তিযুক্ত মত।

বাদায়ে' কেতাবের রেওয়াএতে বুঝা যায় যে কোন ক্ষেত্রে কোরবানি দোহরাইতে হইবে না, কিন্তু বাজ্জাজিয়া কেতাবে আছে যদি এমাম লোকদিগকে ঘোষণা করিয়া দেয় যে, তাহারা ঈদের নামাজ দোহরাইয়া লয়, এক্ষেত্রে যে ব্যক্তি এই ঘোষণা শুনার পূর্ব্বে কোরবানি করিয়া থাকে, তাহার কোরবানি জায়েজ হইবে, আর যে ব্যক্তি উহা শুনার পরে সূর্য্য গড়িয়া যাওয়ার পূর্ব্বে কোরবানি করে, তাহার কোরবানি জায়েজ হইবে না। আর যে কেহ সূর্য্য গড়িয়া যাওয়ার পরে কোরবানি করে, তাহার কোরবানি জায়েজ হইবে।

লেখক বলেন, ফৎওয়ার জন্য বাদায়ে' প্রণেতার মত ধরা ও এহতিয়াতের জন্য বাজ্জাজিয়ার মত ধরা যাইতে পারা যায়।

যে শহরের অধিপতি মৃত্যু প্রাপ্ত কিম্বা পদচ্যুত হওয়ার অশান্তি উপস্থিত হইয়াছে, এবং নতুন অধিপতি স্থিরীকৃত হয় নাই, কাজেই শহরের অধিবাসীগণ হাকেমের অভাবে ঈদ পড়িতে পারে নাই। এক্ষেত্রে যদি তাহারা ছোবহে ছাদেক হওয়ার পরে কোরবানি করিয়া

থাকে, তবে জায়েজ হইবে, ইহা ওয়াকেয়াত কেতাবে আছে। ফাতাওয়ায় কোবরাতে ইহাকে মনোনীত মত এবং ছেরাজিয়া কেতাবে ফৎওয়া গ্রাহ্য মত বলা হইয়াছে।

হজ্জ করা কালে যাহারা মিনা নামক স্থানে উপস্থিত থাকেন, তাহাদের উপর ঈদের নামাজ ওয়াজেব নহে, তাহারা কোন্ সময়ে কোরবানি করিবে, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। মবছুতে-ছারাখছিতে আছে, ফজর হওয়ার পরে তাহাদের পক্ষে কোরবানি করা জায়েজ হইবে, পক্ষান্তরে বিরি বলিয়াছেন, তাহাদের পক্ষে সূর্য্য গড়িয়া যাওয়ার পূর্ব্বে কোরবানি করা জায়েজ হইবে না। যদি লোকে এমামের নিকট ঈদের দিবস বলিয়া সাক্ষ্য প্রদান করে, ইহাতে তাহারা নামাজ পড়ে ও কোরবানি করিয়া ফেলে, তৎপরে প্রকাশ হইয়া পড়ে যে, উহা ৯ই জেলহজ্জ ছিল, তবে তাহাদের নামাজ ও কোরবানি জায়েজ হওয়ার ফৎওয়া দেওয়া যাইবে, ইহা বাদায়ে' কেতাবে আছে।

আর যদি আরফার দিবস ঈদের দিবস ধারণায় চাঁদের সাক্ষ্য গ্রহণ না করিয়া নামাজ পড়িয়া থাকে, তবে নামাজ ও কোরবানি জায়েজ হইবে না।

এইসূত্রে যদি লোকে দ্বিতীয় দিবসে (অর্থাৎ দশই দিবসে) কোরবানি করিতে চাহে, তবে কোন্ সময় করিবে, তাহাই বিবেচ্য বিষয়। যদি এমাম এই দিবস নামাজ পড়ে, তবে নামাজের পূর্ব্বে কোরবানি করিলে, জায়েজ হইবে না। আর যদি এমাম নামাজ না পড়ে, এক্ষেত্রে যদি এমামের নামাজ পড়ার আশা থাকে, তবে সূর্য্য গড়িয়া যাওয়ার পূর্ব্বে কোরবানি করিলে, জায়েজ হইবে না। আর উহার পরে কোরবানি করিলে জায়েজ হইবে।

আর যদি এমামের নামাজ পড়ার আশা না থাকে, তবে সূর্য্য গড়িয়া যাওয়ার পূর্ব্বে বা পরে কোরবানি করিলে, জায়েজ হইবে। যদি উহা আরফার দিবস হওয়া প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তবে উপরোক্ত ব্যবস্থা হইবে।

আর যদি ১০ই দিবস কিনা, ইহাতে সন্দেহ থাকিয়া যায় এবং কিছুরই নিশ্চয়তা না হয়, এক্ষেত্রে যদি এমাম লোকদের সাক্ষ্য লইয়া নামাজ পড়িয়া থাকে, তবে দ্বিতীয় দিবসের প্রথম ওয়াক্ত হইতে কোরবানি করিবে। আর যদি বিনা সাক্ষ্য গ্রহণে নামাজ পড়িয়া থাকে, তবে দ্বিতীয় দিবসের সূর্য্য গড়িয়া যাওয়ার পর হইতে কোরবানি করা এহতিয়াত। ইহা জখিয়া কেতাবে আছে।

যদি কেহ আরফাত দিবস ধারণা করিয়া সূর্য্য গড়িয়া যাওয়ার পরে কোরবানি করে, তৎপরে উহা কোরবানির দিবস বলিয়া প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তবে কোরবানি জায়েজ হইবে।

যদি কেহ কোরবানির প্রথম দিবস ধারণায় ঈদের নামাজের পূর্ব্বে কোরবানি করে, তৎপরে উহা দ্বিতীয় দিবস বলিয়া প্রকাশিত হয়, তবে কোরবানি জায়েজ হইবে। ইহা জহিরিয়া কেতাবে আছে।

যদি লোকে সূর্য্য গড়িয়া যাওয়ার পরে এমামের নিকট কোরবানির দিবস বলিয়া সাক্ষ্য প্রদান করে। তবে সেই সময় হইতে কোরবানি করা জায়েজ হইবে। আর যদি সূর্য্য গড়িয়া যাওয়ার পূর্ব্বে উহার সাক্ষ্য প্রদান করে, তবে সূর্য্য গড়িয়া যাওয়ার পূর্ব্বে কোরবানি করিলে কোরবানি জায়েজ হইবে না, ইহা ফাতাওয়ায় এতাবিয়া ও খাদারে কেতাবে আছে।

যদি কেহ ছফরে যায় এবং নিজের পরিজনকে তাহার পক্ষ হইতে শহরে কোরবানি করিতে বলে, তবে নামাজের পূর্ব্বে কোরবানি করা জায়েজ হইবে না। ইহা তাতারখানিয়া কেতাবে আছে।

যদি কোরবানির জীব ময়দানে বা জঙ্গলে থাকে এবং কোরবানিকারী শহরে থাকে, তবে নামাজের পূর্ব্বে কোরবানি জায়েজ হইবে। ইহা জহিরিয়া কেতাবে আছে, ইহা সমধিক ছহিহ ও ফৎওয়া গ্রাহ্য মত, ইহা হাবি কেতাবে আছে। আর যদি কোরবানির জীব শহরে থাকে এবং কোরবানিকারী ময়দান বা জঙ্গলে থাকে, তবে নামাজের পূর্ব্বে কোরবানি জায়েজ হইবে না। ইহা কাহাস্তানিতে

আছে।

যদি কোরবানির জীব এক শহরে থাকে এবং কোরবানিকারী অন্য শহরে থাকে, আর ইনি কোন লোককে তথায় কোরবানি করার আদেশ করে, তবে প্রথম শহরের নামাজ শেষ হওয়ার পরে কোরবানি করিতে হইবে।—শাঃ, ৫/২২৪-২২৫ আঃ, ৫/৩২৭-৩২৯, তাঃ ৪/১৬২-১৬৩।

প্রঃ— যদি কোরবানির দিবস গত হইয়া যায়, তবে কি হইবে?

উঃ— যদি কেহ একটি নির্দ্দিষ্ট পশু কোরবানি করার মানশা করিয়া থাকে, কিন্তু কোরবানির ওয়াক্ত গত হইয়া যায়, তবে সে উক্ত পশুটি জীবিত অবস্থায় ছদকা করিয়া দিবে। আর জখিরা কেতাবে আছে যে, যদি সে ব্যক্তি উক্ত পশুটির মূল্য দান করে, তবে ইহাও জায়েজ হইবে।

আর যদি উক্ত জীবকে জবহ করে, তবে উহার গোস্ত ছদকা করিয়া দিবে, আর যদি জবহ করাতে উহার মূল্য কম হইয়া থাকে, তবে ক্ষতির পরিমাণ মূল্য দান করিবে। মানশাকারী উহার গোস্ত খাইবে না, যদি খাইয়া থাকে, তবে সেই পরিমাণ মূল্য ছদকা করিয়া দিবে।

যদি কোন দরিদ্র কোরবানি করা উদ্দেশ্যে একটি ছাগল খরিদ করে, আর কোরবানির ওয়াক্ত গত হইয়া যায়, তবে উক্ত পশুকে জীবিত অবস্থায় ছদকা করিয়া দিবে। যদি উক্ত পশু বিক্রয় করে, তবে উহার মূল্য ছদকা করিয়া দিবে, আর যদি জবহ করিয়া উহার গোস্ত ছদকা করিয়া দেয়, তবে তাহাও জায়েজ হইবে। মূল কথা, দরিদ্রের পক্ষে উক্ত পশুটি কিম্বা উহার মূল্য ছদকা করিয়া দেওয়া ওয়াজেব, আর যদি জবহ করিয়া থাকে, তবে উহার গোস্ত ছদকা করিয়া দেওয়া ওয়াজেব, তাহার পক্ষে ইহার গোস্ত খাওয়া জায়েজ হইবে না, যদি কিছু খাইয়া ফেলে, তবে উহার পরিমাণ মূল্য ছদকা করা ওয়াজেব হইবে।

যদি কোন আহলে নেছাব কোন পশু খরিদ না করিয়া থাকে আর কোরবানির দিবস গত হইয়া থাকে, তবে কোরবানি করা জায়েজ হয় এইরূপ একটি ছাগলের মূল্য ছদকা করিবে।

আর যদি পশু খরিদ করিয়া থাকে, তবে উহা জীবিত অবস্থায় ছদকা করিয়া দিবে। সে উক্ত পশুর মূল্য ছদকা করিতে পারে কি না, ইহাতে মতভেদ দৃষ্টিগোচর হয়, হেদায়া ও দোরার কেতাবে আছে যে, সে উহার মূল্য ছদকা করিয়া দিবে। শেখ শাহিন, জয়লয়ী ও আবু ছইদ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, সে উহা জীবিত অবস্থায় ছদকা করিতে পারে এবং উহার মূল্য ছদকা করিতেও পারে।

বাদায়ে' কেতাবে আছে যে ছহিহ মত এই যে, উহা জীবিত অবস্থায় ছদকা করিয়া দিবে।

আর যদি সে উহা জবহ করিয়া ফেলে, তবে উহার গোস্ত ছদকা করিয়া দেওয়া ওয়াজেব হইবে, তাহার পক্ষে উহার গোস্ত খাওয়া হালাল হইবে না এবং উহার মূল্য নিজের নিকট রাখা জায়েজ হইবে না।

যদি কেহ তাহার পক্ষ হইতে একটি কোরবানি করিতে অছিয়ত করিয়া যায়, কিন্তু উহা ছাগল কিম্বা করু তাহা প্রকাশ না করে এবং উহার মূল্য নির্দ্দিষ্ঠ না করে, তবে একটি ছাগল কোরবানি করিলে জায়েজ হইবে।

আর যদি কেহ অন্যকে একটি কোরবানি করিতে উকিল করিয়া দেয়, কিন্তু কোন্ পশু, কি মূল্যের, তাহা স্থির করিয়া না দেয়। তবে উক্ত কোরবানি জায়েজ হইবে না। ইহা বাদায়ে' কেতাবে আছে। যদি কোন আহলে নেছাব কোরবানির শেষ দিবস গত হওয়ার পূর্ব্বে মরিয়া যায়, তবে তাহার উপর কোরবানির দায়িত্ব থাকিবে না এবং কোরবানির অছিয়ত করা লাজেম হইবে না।

আর যদি কোরবানি করার দিবস গত হওয়ার পর মরিয়া যায়, তবে তাহার উপর কোরবানির দায়িত্ব থাকিয়া যাইবে। তাহার

পক্ষে উহার মূল্য ছদকা করিতে অছিয়ত করা ওয়াজেব হইবে। ইহা জহিরিয়া কেতাবে আছে।

যদি কেহ কোরবানির প্রথম দিবসে দরিদ্র ছিল এবং উক্ত অবস্থায় কোরবানী করিয়াছিল, তৎপরে শেষ ওয়াক্তে আহলে-নেছাব হয়, তবে তাহার উপর দ্বিতীয় কোরবানি করা ওয়াজেব হইবে। ইহা বাদায়ে' কেতাবে ছহিহ মত বলা হইয়াছে, কিন্তু বাজ্জাজিয়া প্রভৃতি কেতাবে আছে যে, পরবর্ত্তী বিদ্বান্‌গণ উহাতে দ্বিতীয় বার কোরবানি ওয়াজেব না হওয়ার ফৎওয়া দিয়াছেন।

যদি কেহ কোরবানির শেষ ওয়াক্ত পর্য্যন্ত আহলে নেছাব থাকে, তৎপরে দরিদ্র হইয়া যায়, তবে তাহার জেম্মায় কোরবানী মূল্য ছদকা করা ওয়াজেব থাকিয়া যাইবে, যখনই সক্ষম হইবে তখনই উহা ছদকা করিয়া দিবে।

যদি কেহ কোরবানির ওয়াক্তে পশু জীবিত অবস্থায় ছদকা করিয়া দেয়, অথবা উহার মূল্য বিতরণ করিয়া দেয়, তবে উহা জায়েজ হইবে না। ইহা বাদায়ে' কোতাবে আছে।—আঃ ৫/৩২৭-৩২৯ ও ৩৪০ শাঃ ৫/২২২-২২৫-২২৬।

প্রঃ— কোরবানি মানশা করার মছলা কি?

উঃ— যদি কোন ধনবান কিম্বা দরিদ্র ব্যক্তি বলে, আল্লাহতায়ালার জন্য আমার উপর একটি ছাগল কিম্বা একটি কোরবাণি করা ওয়াজেব, কিম্বা এই উট অথবা এই ছাগলটি কোরবাণি করা ওয়াজেব, কিম্বা এই ছাগলটি কোরবানি স্থির করিলাম, তবে তাহার উপর কোরবানি করা ওয়াজেব হইবে।

যদি কোন ধনবান ব্যক্তি কোরবাণির দিবসের পূর্ব্বে একটি ছাগল মানশা করে, তবে তাহার উপর দুইটি ছাগল কোরবাণি করা ওয়াজেব হইবে, একটি ঈদের জন্য, দ্বিতীয়টি মানশার জন্য। এইরূপ যদি সে কোরবানির দিবসে একটি কোরবাণি মানশা করে, তবে দুইটি কোরবাণি ওয়াজেব হইবে।

অবশ্য যদি সে কোরবানির দিবস বলে যে, আমার উপর একটি কোরবানি ওয়াজেব, আর ইহার এইরূপ অর্থ লইয়া থাকে যে, আমার উপর বকরাঈদের কোরবাণি ওয়াজেব, তবে তাহার উপর দ্বিতীয় কোরবাণি ওয়াজেব হইবে না।

যদি কোন দরিদ্র ব্যক্তি বলে যে, আমার উপর আল্লাহর জন্য একটি কোরবাণি ওয়াজেব, তৎপরে সে কোরবাণির দিবস ছাহেবে-নেছাব হইয়া যায়, তবে তাহার উপর দুইটি কোরবাণি ওয়াজেব হইবে।— শাঃ ৫/২২৫।

প্রঃ— যদি কোন দরিদ্র কোরবানির পশু খরিদ করে, তবে কি হইবে?

উঃ— যদি কোন দরিদ্র কোরবাণি করার নিয়তে কোন পশু খরিদ করে, তবে তাহার উপর কোরবাণি করা ওয়াজেব হইবে, আর যদি পশু খরিদ করার সময় কোরবানির নিয়ত না করিয়া থাকে, তৎপরে কোরবাণি করার নিয়ত করে, কিম্বা তাহার নিজের পালিত একটি ছাগল ছিল, সে উহা কোরবাণি করার নিয়ত করিয়া লইয়াছে, তবে এই দুই ক্ষেত্রে তাহার উপর কোরবাণি করা ওয়াজেব হইবে না। ইহা বাদায়ে' কেতাবে আছে।

এবনো আবেদীন শামি বলিয়াছেন, তাতারখানিয়া কেতাবে আছে, যদি কোরবাণির দিবসে কোন দরিদ্র কোরবাণির নিয়তে পশু খরিদ করে, তবে কোরবাণি করা ওয়াজেব হইবে, ইহাতে বুঝা যায় যে, যদি কোরবাণির দিবসের পূর্ব্বে উক্ত নিয়তে পশু খরিদ করে, তবে উহার উপর কোরবাণি ওয়াজেব হইবে না, কিন্তু স্পষ্টভাবে এ বিষয়ের কোন আলোচনা কেতাবে দেখি নাই।—শাঃ ৫/২২৬।

প্রঃ— যদি কোন ছাহেবে-নেছাব ব্যক্তি কোরবানির পশু খরিদ করে, তবে উহা পরিবর্ত্তন করিতে পারে কি?

উঃ—যদি সে কোরবানির নিয়তে পশু খরিদ করিয়া থাকে, কিন্তু মুখে উহা মানশার ওয়াজেব কোরবানির পশু বলিয়া উল্লেখ

করে নাই, তবে উহা কোরবানির জন্য নির্দ্দিষ্ট হইবে না। এমন কি উহা বিক্রয় করিয়া অন্য পশু কোরবানি করিতে পারে, ইহাই জাহেরে রেওয়াএত।

যদি সে একটি ছাগল বিনা নিয়তে খরিদ করে, তৎপরে কোরবানির নিয়ত করে, তবে ইহা সম্বন্ধে জাহেরে-রেওয়াএতে কিছু উল্লিখিত হয় নাই অবশ্য হাছান, এমাম আবু হানিফা (রঃ) হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন যে, উক্ত পশু কোরবানির জন্য নির্দ্দিষ্ট হইবে না, এমন কি যদি সে উহা বিক্রয় করিতে চাহে, তবে বিক্রয় করিতে পারে, ইহা আমাদের ফৎওয়া গ্রাহ্য মত।

যদি সে বিনা নিয়তে উহা খরিদ করিয়া থাকে, তৎপরে মুখে উহা ওয়াজেব কোরবানি বলিয়া মানশা করে, তবে সমস্ত এমামের মতে উক্ত পশু কোরবানির জন্য নির্দ্দিষ্ট হইবে। ইহা কাজিখানে আছে। যদি কোন ব্যক্তি একটি ছাগল খরিদ করিয়া উহা মানশার ওয়াজেব কোরবানি বলিয়া প্রকাশ করে, তৎপরে দ্বিতীয় একটি ছাগল খরিদ করে, তবে এমাম আবু হানিফা ও মোহম্মদ রহমতুল্লাহে আলায়হেমার মতে প্রথম ছাগলটি বিক্রয় করা জায়েজ হইবে।

যদি দ্বিতীয় ছাগলটি প্রথমটি অপেক্ষা মূল্যে কম হয়, আর এই ব্যক্তি দ্বিতীয়টি জবহ করে তবে যে পরিমাণ মূল্য কম হয়, সেই মূল্যটি ছদকা করা ওয়াজেব হইবে, এমাম শামছোল আএম্মায় ছারাখছি বলিয়াছেন, ছহিহ মতে দরিদ্র ও মহৎ-সমস্ত লোকের পক্ষে উক্ত ব্যবস্থা হইবে। ইহা কাজিখানে আছে।

যদি কোন ধনী লোক একটি কোরবানির পশু খরিদ করে, তৎপরে উহা হারাইয়া যায়, এইহেতু সে দ্বিতীয় একটি পশু খরিদ করে, তৎপরে কোরবানির দিবসে প্রথম পশুটি প্রাপ্ত হয়, তবে সে উভয়ের মধ্যে কোন একটি কোরবানি করিতে পারে।

আর যদি কোন দরিদ্র কোরবানির দিবসে কোরবানির নিয়তে একটি ছাগল খরিদ করে, তৎপরে উহা হারাইয়া যায়, তৎপরে সে

দ্বিতীয় একটি পশু খরিদ কবিয়া সেই ওয়াজেব কোরবানি বলিয়া প্রকাশ করে, তৎপরে প্রথম পশু প্রাপ্ত হয়, তবে বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, তাহার পক্ষে উভয় পশু কোরবানি করা ওয়াজেব হইবে, ইহা ফাতাওয়ায় কাজিখানে আছে।

যদি কেহ দশটি পশু কোরবানি করার মনশা করে, তবে কাজিখানে আছে যে, দুইটি পশু কোরবানি করা জায়েজ হইবে, শারাম্বালালি এই মত সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু জহিরিয়া কেতাবে আছে যে, ছহিহ মতে দশটি পশু কোরবানি করা ওয়াজেব হইবে, তাতারখানিয়া কেতাবে আছে, ছদরে-শহিদ ইহা প্রকাশ্য মত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। শরহে-অহবানিয়াতে ইহা ছহিহ মত বলা হইয়াছে। এবনো-আবেদীন শামী এই মত সমর্থন করিয়া ইহার প্রমাণ প্রকাশ করিয়াছেন।

যদি কেহ বাণিজ্যের নিয়তে একটি পশু খরিদ করে, তৎপরে উহা বকরাঈদের ওয়াজেব কোরবানি বলিয়া প্রকাশ করে, তবে ইহা তাহার পক্ষে জায়েজ হইবে, আর যদি সে কোরবানি না করে, এমনকি কোরবানির দিবস গত হইয়া যায়, তবে উহা ছদকা করিয়া দিবে, ইহা হাবি কেতাবে আছে।

যদি কেহ দুইটি ছাগল কোরবানি করে, তবে সমধিক ছহিহ মতে দুইটিই কোরবানি বলিয়া গণ্য হইবে। ইহা মুহিতে ছারাখছিতে আছে।

যদি কেহ ৩০ দেরম কোরবানি কার্য্যে ব্যয় করিতে চাহে, তবে দুইটি ছাগল কোরবানি করা আফজল। যদি কেহ ২০ দেরম উহাতে ব্যয় করিতে চাহে, তবে একটি ছাগল কোরবানি করা আফজল। ইহা ফাতাওয়া-কোবরাতে আছে।

যদি কেহ কোরবানি করার মানশা করে, কিন্তু কি কোরবানি করিবে, তাহা নির্দ্দিষ্ট করে নাই, তবে তাহার প্রতি একটি ছাগল কোরবানি করা ওয়াজেব হইবে। সে ব্যক্তি মানশার পশুর গোস্ত

খাইতে পারিবে না, যদি কিছু গোস্ত খায়, তবে সেই পরিমাণ মূল্য ছদকা করা ওয়াজেব হইবে, ইহা আজিজে-কোরদরিতে আছে।

যদি কেহ একটি ছাগল কোরবানির মানশা করিয়া একটি গরু কিম্বা উট কোরবানি করে, তবে ইহা জায়েজ হইবে, ইহা ছেরাজিয়া কেতাবে আছে।— আঃ ৫/৩২৬-৩২৭ ও শাঃ ৫/২২৫।

প্রঃ— নফল কোরবানি কি কি?

উঃ— মোছাফের কিম্বা যে দরিদ্র কোরবানি মানশা করে নাই এবং কোরবানির নিয়তে পশু খরিদ করে নাই, তাহার কোরবানি নফল কোরবানি বলিয়া পরিগণিত হইবে। আঃ ৫/৩২৩।

প্রঃ— যদি কেহ কোরবানি মানশা করে, তবে কোন্ সময় কোরবানি করিতে হইবে?

উঃ— যদি সে বলে, যদি আমার বিপদ উদ্ধার হয়, তবে একটি ছাগল কোরবানি করিব, তবে কোরবানির তিন দিবসের মধ্যে কোরবানি করা ওয়াজেব হইবে, অন্য সময় জবহ করিলে উক্ত কোরবানি আদায় হইবে না।

আর যদি বলে যে, যদি এই বিপদ উদ্ধার হয় তবে আল্লাহ-তায়ালার নামে একটি ছাগল জবহ করিব, কিম্বা একটি ছাগল খোদার নামে দিব, তবে যে কোন সময় হয় উহা জবহ করিতে পারিবে।—শাঃ ৫/২৩৪।

প্রঃ— যদি কেহ বলে, যদি আমার বিপদ উদ্ধার হয়, তবে আমার পুত্র কোরবানি করিব, তবে সে কি করিবে?

উঃ— সে একটি মেষ কিম্বা ছাগল কোরবানি করিবে, ইহা দোর্রোল মোখতারে আছে। গায়াতোল-আওতার, ২/৩৪১।

প্রঃ— যদি কেহ মানশা করে যে, আমি আল্লাহতায়ালার জন্য একটি উট জবহ করিয়া উহার গোস্ত খয়রাত করিব, তবে সে কি করিবে?

উঃ— সে একটি উট জবহ করিয়া খয়রাত করিবে, আর যদি

সে সাতটি ছাগল জবহ্ করে, তবে ইহাও জায়েজ হইবে। ইহা মজমুয়োন্নাওয়াজেল কেতাবে আছে, গায়াতোল-আওতার ২/২৪২।

প্রঃ— যদি কেহ মানশা করে যে, আল্লাহতায়ালার জন্য একটি ছাগল কোরবানি করিব এবং মক্কা শরিফের ফকিরদিগকে কিম্বা বড় মছজিদের খাদেমদিগকে দান করিব তবে কি করিতে হইবে?

উঃ— যে কোন স্থানে ফকিরদিগকে দান করিতে পারিবে, ইহা দোর্রোল-মোখতারে আছে। গাঃ ঐ আলমগিরি।

প্রঃ— যদি কেহ্ দশ টাকার রুটি ছদকার মানশা করে, তবে অন্য জিনিষ ছদকা দিতে পারে কি না?

উঃ— সে দশটি টাকা দান করিতে পারে এবং দশ টাকার ভাত গোস্ত দান করিতেও পারে, ইহা মানাহ্ কেতাবে আছে। গাঃ ঐ।

প্রঃ— যদি কেহ মানশা করে যে দশটি টাকা সহস্র দরিদ্রকে দান করিব আর যদি সে একজনকে উহা দান করে, তবে আদায় হইবে কি?

উঃ— হাঁ, আদায় হইয়া যাইবে, ইহা তাতারখানিয়া কেতাবে ফাতাওয়ায় হোজ্জাৎ হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। নলকেশওয়ারি ছাপার আঃ ২/২৫৯।

প্রঃ— যদি কেহ মালদারদিগকে ছদকা করার মানশা করে, তবে কি হইবে?

উঃ— উহা ছহিহ হইবে না, অবশ্য যদি মোছাফের দিগকে ছদকা দিবার নিয়তে উহা বলিয়া থাকে, তবে ছহিহ হইবে, ইহা জওয়াহেরে আখলাতিতে আছে। আঃ, ২/৬৫৯।

প্রঃ— যদি কেহ মছজেদের মুছল্লিগণকে দান করার উদ্দেশ্যে একটি কোরবানি মানশা করিয়া থাকে, তবে কি করিবে?

উঃ— দরিদ্র মুছল্লিদিগকে দান করিবে, অথবা সাধারণ দরিদ্রদিগকে দান করিবে, যদি ধনী লোকদিগকে দান করে, তবে উহা আদায় হইবে না।

দোর্রোল-মোখতারে আছে, যদি কেহ বলে, আমি এই এক শত টাকা অমুক দিবসে অমুক ব্যক্তিকে দান করিব, আর যদি সে অন্য একশত টাকা অন্য দিবসে অন্য লোককে দান করে, তবে ইহা জায়েজ হইবে।

আলমগিরিরিতে আছে, যে ব্যক্তি কোরবানি মানশা করে, সে নিজে উহা খাইতে পারে না এবং নিজের পিতা, দাদা, পুত্র, পৌত্র ও স্ত্রীকে খাওয়াইতে পারে না এবং কোন অর্থশালী ব্যক্তিকে দান করিতে পারে না। আঃ উক্ত ছাপা, ১/১৮৬-১৮৭।

বাহরোর-রায়েকে আছে, জাকাত, মানশার বস্তু, ছদকায়-ফেৎরা বা অন্য কোন ওয়াজেব ছদকা পিতা, দাদা, পুত্র, পৌত্র কিম্বা অর্থশালী ব্যক্তিকে দান করিতে পারে না।

শামির ৫/২৩০ পৃষ্ঠায় আছে;—

ওয়াজেব কোরবানির গোস্ত নিজে খাইবে না, ধনী ব্যক্তিকে খাওয়াইবে না, যদি সে উহার কিছু পরিমাণ খাইয়া থাকে, তবে সেই পরিমাণ গোস্তের মূল্য ছদকা করিতে হইবে, ইহা জয়লয়িতে আছে।

প্রঃ— যে দরিদ্র কোরবানির নিয়তে কোন পশু খরিদ করিয়া থাকে, তাহার উপর উক্ত কোরবানি করা ওয়াজেব হইয়া থাকে, সেই ব্যক্তি উহার গোস্ত খাইতে পারে কি?

উঃ— ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, আবুছউদ বলিয়াছেন, উহা ছদকা করিয়া দেওয়া ওয়াজেব। বাদায়ে' প্রণেতার মতে উহা খাওয়া হালাল বুঝা যায়। তাতারখানিয়াতে আছে, কাজি বদিউদ্দিন বলিয়াছেন, উহা তাহার পক্ষে খাওয়া হালাল হইবে। আর কাজি বোরহানদ্দিন বলিয়াছেন, উহা খাওয়া তাহার পক্ষে হালাল হইবে না।—শা ৫/২৩০।

লেখক বলেন, হালাল ও হারামে এখতেলাফ হইলে, হারামকে বলবৎ করিতে হইবে।

অবশ্য যদি কোন দরিদ্র একটি পশু বিনা নিয়তে খরিদ করে, তৎপরে কোরবানি করে, কিম্বা নিজের পালিত পশু কোরবানি করে,

অথবা কোরবানির দিবসের পূর্ব্বে খরিদ করে, তবে উহা কোরবানি করা নফল, সে ইহার গোস্ত খাইতে পারে।

প্রঃ— যদি কেহ এইরূপ মানশা করে যে, যদি অমুকের পীড়া আরোগ্য হয়, তবে আল্লাহতায়ালার জন্য একটি কোরবানি করিব, আর সে ব্যক্তির পীড়া আরোগ্য হইল না, তবে তাহার উপর কোরবানি ওয়াজেব হইবে কি?

উঃ— না, দোর্রোল-মোখতারে আছে, যদি কেহ বলে, আমার এই পীড়া আরোগ্য হইলে, এইরূপ মানশা আদায় করিব, এরূপ ক্ষেত্রে পীড়ার উপশম হইয়া পুনরায় সেই পীড়াক্রান্ত হইল, তবে তাহার উপর মানশা আদায় করা ওয়াজেব হইবে না, ইহা কিনইয়া কেতাবে আছে।

প্রঃ— কোন্ কোন্ পশু দ্বারা কোরবানি করা জায়েজ হইবে?

উঃ— ছাগল, মেষ, গরু, মহিষ ও উটের দ্বারা কোরবানি করা ওয়াজেব হইবে। দুম্বা দ্বারাও কোরবানি করা জায়েজ হইবে। বন্য গরু এবং হরিণের দ্বারা কোরবানি জায়েজ হইবে না। যদি বন্য গরু ও পালিত গরুর সঙ্গমে একটি বাচ্চা পয়দা হয়, তবে কি হইবে, তাহাই বিবেচ্য বিষয়। যদি উহার মা পালিত হয়, তবে তদ্দ্বারা কোরবানি করা জায়েজ হইবে, আর যদি উহার মা বন্য হয়, তবে তদ্দ্বারা কোরবানি করা জায়েজ হইবে না।

যদি কোন বন্য হরিণ কিম্বা বন্য গরু গৃহপালিত হইয়া যায়, তবে তদ্দ্বারা কোরবানি করা জায়েজ হইবে না। শাঃ, ৫/২২৬ ও আঃ ৫/৩২৯।

প্রঃ— কোরবানির পশুর বয়স কি পরিমাণ হওয়া জরুরী?

উঃ— ছাগল ও মেষ এক বৎসরের হইবে, গরু ও মহিষ দুই বৎসরের এবং উট পাঁচ বৎসরের হইবে, ইহার কমে হইলে, কোরবানি জায়েজ হইবে না। তদতিরিক্ত বয়সের হইলে আফজল হইবে।

যদি দুম্বা ছয় মাসের হয় এবং উহা এরূপ দেহধারী হয় যে,

যদি এক বৎসরের ছাগল কিম্বা মেষের সহিত মিলিত করা হয় তাহা দুর হইতে প্রভেদ করা না যায়, তবে উহা কোরবানি করা জায়েজ হইবে, আর যদি ক্ষুদ্রাকার বিশিষ্ট হয়, তবে এক বৎসরের কমে হইলে, কোরবানি করা জায়েজ হইবে না। ইহা এৎকানি বলিয়াছেন। শাঃ, । ২২৬।

প্রঃ— কোন্‌টি কোরবানি করাতে বেশী ছওয়াব হয়?

উঃ— উষ্ট্র কোরবানি অপেক্ষা উষ্ট্রীকা কোরবানিতে এবং বলদ কোরবানি অপেক্ষা গাভী কোরবানিতে বেশী ছওয়াব হইয়া থাকে, কেননা উষ্ট্রিকা ও গাভীর গোস্ত সমধিক সুস্বাদু হইয়া থাকে। ইহা হাবি ও তাতারখানিয়া কেতাবে আছে। অহবানিয়া কেতাবে আছে, যদি উভয়ের মূল্য এক হয়, তবে উক্ত প্রকার ব্যবস্থা হইবে। আর যদি বলদ ও উষ্ট্রের মূল্য অধিকতর হয়, তবে ইহার বিপরীত ব্যবস্থা হইবে।

যদি মূল্যে ও গোস্তে সমান হয়, তবে পুং মেষে স্ত্রী মেষ অপেক্ষা অধিক ছওয়াব হইবে। আর মূল্যে সমান হইলে, ছাগ অপেক্ষা ছাগী কোরবানিতে অধিক ছওয়াব হইবে।

কাজিখানে আছে, এবনো-অহবান বলিয়াছেন, যদি পুং মেষ ও ছাগ খাসি করা হইয়া থাকে, তবে ইহাতে ছওয়াব বেশী হইবে।

পাঁঠা কিম্বা ষাঁড় অপেক্ষা খাসি ছাগল ও গরু কোরবানি করাতে বেশী ছওয়াব হইবে। ইহা মুহিত কেতাবে আছে। এমাম ফজলী বলিয়াছেন, ছাগল অপেক্ষা উট এবং গরু কোরবানিতে অধিক ছওয়াব হইবে।

ছাগল ও গরুরর সপ্তমাংশের মধ্যে কোন্‌টি আফজল, তাহাই বিবেচ্য বিষয়। যেটির মূল্য কিম্বা গোস্ত বেশী হয়, সেইটিতে অধিক ছওয়াব হইবে, আর যদি উভয় বিষয়ে সমান হয়, তবে যেটির গোস্ত সুস্বাদু হয়, সেইটি আফজল হইবে। শাঃ, ৫/২২৬-২২৭।

পাঠক মনে রাখিবেন, যেস্থানে গরু কোরবানি জারি নাই,

তথায় গরু কোরবানি জারি করিতে পারিলে, একশত শহিদের দরজা হইবে।

মোশরেকদের বাধা দেওয়ার জন্য গো-কোরবানি বন্ধ রাখা উচিত নহে। মজমুয়া-ফাতাওয়া, ২/১৬।

প্রঃ— কোন্ কোন্ দোষে কোরবানি জায়েজ নহে?

উঃ— ১) যে পশু অন্ধ কিম্বা কানা হয়, তদ্বারা কোরবানি জায়েজ হইবে না।

২) যে পশু এরূপ দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে যে, উহার হাড়ের মধ্যে মগজ নাই, উহাতে কোরবানি জায়েজ হইবে না।

৩) যে পশু এরূপ খঞ্জ (খোঁড়া) হয় যে, কোরবানিস্থল পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতে পারে না, তদ্বারা কোরবানি জায়েজ হইবে না।

বাজ্জাজিয়া কেতাবে আছে, যে খঞ্জ পশু তিন পায়ের উপর ভর করিয়া চলিয়া থাকে, চতুর্থ পা জমিনের উপর রাখিতে পারে না, তদ্বারা কোরবানি জায়েজ হইবে না, আর চতুর্থ পা দ্বারা জমির উপর অল্প ভর দিয়া ঝুকিয়া চলিতে থাকে, তবে উহা দ্বারা কোরবানি জায়েজ হইবে।

৪) যে পশুর অধিকাংশ দাঁত নাই, তদ্বারা কোরবানি জায়েজ হইবে না। ইহা এমাম আবু ইউছফের এক রেওয়াএত। অন্য রেওয়াএতে আছে, যদি এই পরিমাণ দাঁত থাকে যে, তদ্বারা ঘাস খাইতে পারে, তবে তাহার দ্বারা কোরবানি জায়েজ হইবে। কাজিখানে শেষ মতের উপর আস্থা স্থাপন করা হইয়াছে। আলমগিরিতে বাদায়ে' কেতাব হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে যে, উক্ত পশু চরিয়া ঘাস খাইতে পারে, তবে তদ্বারা কোরবানি করা জায়েজ হইবে, নচেৎ জায়েজ হইবে না। মুহিত ছারাখছিতে ইহাকে ছহিহ মত বলা হইয়াছে।

৫) যে পশুর আদৌ কর্ণ হয় নাই, তদ্বারা কোরবানি করা জায়েজ হইবে না। আর যদি উহার ছোট ছোট কান থাকে, তবে তদ্বারা কোরবানি জায়েজ হইবে। ইহা জয়লয়ি বলিয়াছেন। যাহার

মাত্র একটি কান হইয়াছে কিম্বা যাহার একটি কান সম্পূর্ণরূপে কাটা গিয়া থাকে, তদ্বারা কোরবানি জায়েজ হইবে না। ইহা বাদায়ে' কেতাবে আছে।

৬) যে পশুর নাক কাটা গিয়া থাকে, তদ্বারা কোরবানি জায়েজ হইবে না। ইহা জহিরিয়া কেতাবে আছে।

৭) যে পশুর স্তনগুলির বোটা কাটিয়া গিয়াছে কিম্বা যে পশুর স্তনগুলির দুগ্ধ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, তদ্বারা কোরবানি জায়েজ হইবে না।

খোলাছা কেতাবে আছে, যে মেষ ও ছাগলের একটি স্তনের বোটা হয় নাই, কিম্বা উহা কোন পীড়ার জন্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তদ্বারা কোরবানি জায়েজ হইবে না। যে উট কিম্বা গাভীর একটি স্তনের বোটা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তদ্বারা কোরবানি জায়েজ হইবে, কিন্তু যদি দুটি বোটা নষ্ট হইয়া গিয়া থাকে, তবে তদ্বারা কোরবানি জায়েজ হইবে না।

তাতারখানিয়া কেতাবে আছে যে, বকরির একটি স্তনের দুধ বন্ধ হইয়া গিয়াছে, এবং যে উষ্ট্রীকা কিম্বা গাভীর দুইটি স্তনের দুধ বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তদ্বারা কোরবানি জায়েজ হইবে না। খোলাছা কেতাবে আছে, যদি বিনা কোন পীড়ায় দুধ বাহির না হয়, তবে ইহাতে কোরবানি জায়েজ হইবে। জয়লয়ি বলিয়াছেন, যে পশু বাচ্চাকে দুধ খাওয়াইতে পারে না, তদ্বারা কোরবানি জায়েজ হইবে না।

আল্লামা এবনো আবেদিন বলিয়াছেন, ইহা লাজেমি অর্থ, মূলে কখনই স্থনের বোটার ছিদ্র বন্ধ হইয়া যায়, কিম্বা স্তনে কোন পীড়া হওয়ায় উহাতে উত্তপ্ত লোহার দাগ দেওয়া হয়, এই হেতু দুগ্ধ বন্ধ হইয়া যায়। কাজেই বাচ্চাকে দুধ খাওয়াইতে পারে না।

৮) যে পশুর চারিখানা পায়ের মধ্যে কোন একখানা কাটিয়া গিয়াছে, তদ্বারা কোরবানি জায়েজ হইবে না, ইহা খাজানা কেতাবে

আছে।

৯) যে গরুর জিহ্বা নাই, তদ্বারা কোরবানি জায়েজ হইবে না, ইহা খোলাছা কেতাবে আছে, কিন্তু যে ছাগলের জিহ্বা নাই, তৎসম্বন্ধে মতভেদ হইয়াছে, খোলাছা কেতাবে উহা জায়েজ হওয়ার কথা লিখিত হইয়াছে, এতিমিয়া ও তাতারখানিয়া কেতাবে মোরগিনানি হইতে বর্ণিত হইয়াছে, যে পরিমাণ জিহ্বা কাটায় ঘাস খাওয়ার বিঘ্ন জন্মে না, উহাতে কোরবানি জায়েজ হইবে, আর যে পরিমাণে ঘাস খাওয়ার বাধা প্রদান করে, উহাতে কোরবানি জায়েজ হইবে না।

আল্লামা শামি বলিয়াছেন, জিহ্বার এক তৃতীয়াংশের অধিক কাটা থাকিলে, ঘাস খাওয়ার বাধা প্রদান করে, এইহেতু উহাতে কোরবানি জায়েজ হইবে না, ইহাই প্রকাশ্য মত।

১০) যে দুম্বার চর্ব্বি (দোম) না থাকে, তদ্বারা কোরবানি জায়েজ হইবে না, ইহা এমাম মোহাম্মদের মত। আর যে দুম্বার ক্ষুদ্র দোম থাকে, তদ্বারা সকলের মতে কোরবানি জায়েজ হইবে, ইহা মাজতাবা কেতাবে আছে।

১১) যে পশু কান কিম্বা লেজের অথবা দুম্বার দোমের অধিকাংশ কাটা গিয়াছে বা যাহার চক্ষের অধিকাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তদ্বারা কোরবানি জায়েজ হইবে না। কি পরিমাণ অধিকাংশ হইবে, ইহাতে চারিটি রেওয়াএত থাকিলে ও দুইটি রেওয়াএতের উপর ফৎওয়া দেওয়া হইয়াছে। কাজিখানে আছে, এক তৃতীয়াংশ কিম্বা উহার কম কাটা বা নষ্ট হইলে, কোরবানি জায়েজ হইবে, তবে যদি এক তৃতীয়াংশের বেশি কাটা কিম্বা নষ্ট হইয়া থাকে, তবে কোরবানি জায়েজ হইবে না, ইহাই ছহিহ ও ফৎওয়া বিশিষ্ট মত। ইহাই জাহেরে রেওয়াএত। মোখতাছার-বেকায়া ও এছলাহ কেতাবে এই মতের উপর আস্থা স্থাপন করা হইয়াছে। হেদায়া, কাঞ্জ ও মোলাতাকাতে আছে, অর্দ্ধেকাংশের বেশী কাটা কিম্বা নষ্ট হইয়া গেলে, তদ্বারা কোরবানি জায়েজ হইবে না। ফকিহ আমুল্লাএছ এই

মত মনোনীত স্থির করিয়াছেন। মোজতাবা কেতাবে এই মতের উপর ফৎওয়া দেওয়া হইয়াছে। এমাম ছাহেব এই মতের দিকে রুজু করিয়াছিলেন। অৰ্দ্ধেকাংশ কাটা ও নষ্ট হইয়া গেলে, এহতিয়াতের জন্য কোরবানি নাজায়েজ বলা হইবে, ইহা বাদায়ে' কেতাবে আছে।

বাজ্জাজিয়া কেতাবে আছে, যদি দুই কানের কয়েকস্থানে কাটা হইয়া থাকে, তবে একত্রিত করিয়া ব্যবস্থা দিতে হইবে কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, দোর্রোল-মোখতারে আছে, এহতিয়াতের জন্য একত্রিত করা হইবে।

চক্ষের কি পরিমাণ নষ্ট হইয়াছে, ইহা জানিবার উপায় কি তাহাই বিবেচ্য বিষয়। পশুকে এক দিবস কিম্বা দুই দিবস ঘাস খাইতে দেওয়া হইবে না, তৎপরে তাহার পীড়িত চক্ষুটি বাঁধিয়া দেওয়া হইবে, তৎপরে দুর হইতে ঘাস দেখাইতে দেখাইতে অল্প অল্প করিয়া নিকটে আনিতে থাকিবে, উক্ত পশু যে স্থানে ঘাস দেখিতে পাইবে, তথায় একটি চিহ্ন স্থাপন করিবে। তৎপরে নির্দ্দোষ চক্ষুটি বাঁধিয়া দিয়া দুর হইতে ঘাস দেখাইতে দেখাইতে আস্তে আস্তে নিকটে আনিতে থাকিবে, যে স্থানে ঘাস দেখিতে পাইবে, তথায় একটি চিহ্ন স্থাপন করিবে, তৎপরে পশুটি যে স্থানে আছে, তথা হইতে উভয় চিহ্নিত স্থানের দূরত্বের পরিমাণ স্থির করিবে, যদি এক তৃতীয়াংশ হয়, তবে বুঝিতে হইবে, যে চক্ষের এক তৃতীয়াংশ জ্যোতি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, আর যদি অৰ্দ্ধেক হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে, উহার চক্ষের অৰ্দ্ধেক জ্যোতিঃ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহা কাফি কেতাবে আছে।

১২) হিজড়া পশুর দ্বারা কোরবানি জায়েজ হইবে না, ইহা শরহে-অহবানিয়াতে আছে।

১৩) যে পীড়িত পশুর পীড়ার চিহ্ন প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তদ্বারা কোরবানি জায়েজ হইবে না। ইহা কাজিখানে আছে।

১৪) যে পশু কেবল বিষ্ঠা খাইয়া থাকে, অন্য কিছু খায় না, উহা বাঁধিয়া রাখার পূৰ্ব্বে কোরবানি করা জায়েজ হইবে না।

এইরূপ উট ৪০ দিবস, গরু ২০ দিবস ও ছাগল ১০ দিবস বাঁধিয়া রাখিলে, কোরবানি জায়েজ হইবে, ইহা কাজিখানে আছে।

তাহতাবি বলেন, যদি সেই পশু কখন বিষ্ঠা খায় ও কখন ঘাস-পাতা খায় তবে উহা দ্বারা কোরবানি জায়েজ হইবে।

শাঃ ৫/২২৭-২২৯ ও আঃ ৫/৩৩০-৩৩১।

প্রঃ— যে পশুর শৃঙ্গ হয় নাই, তদ্বারা কোরবানি জায়েজ হইবে কি?

উঃ— যে পশুর আদৌ শৃঙ্গ হয় নাই, তদ্বারা কোরবানি জায়েজ হইবে। যে শৃঙ্গধারী পশুর শৃঙ্গ আঘাত লাগিয়া বা অন্য কোন কারণে কতকাংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তদ্বারা কোরবানি জায়েজ হইবে, কিন্তু যদি উহা ভাঙ্গিয়া মগজ পর্যন্ত পৌঁছিয়া থাকে, তবে জায়েজ হইবে না ইহা কাহাস্তানিতে আছে। আঃ ৫/৩৩০ ও শাঃ ৫/২২৭।

প্রঃ— খাসি পশু দ্বারা কোরবানি করা জায়েজ হইবে কি না?

উঃ— জায়েজ হইবে, নবি (ছাঃ) এইরূপ পশু কোরবানি করিয়াছিলেন। হেদায়া, ২/৪৩২।

প্রঃ— ষাঁড় বা ছাগল, যাহা খাসি না করা হইয়াছে, তদ্বারা কোরবানি করা জায়েজ হইবে কি?

উঃ— হাঁ, জায়েজ হইবে। আঃ ৫/৩৩২।

প্রঃ— পাগল পশুর দ্বারা কোরবানি জায়েজ হইবে কি?

উঃ— যে পাগল পশুর দ্বারা এরূপ উন্মাদ হইয়াছে যে, উহার চরিয়া বেড়ান রহিত হইয়া গিয়াছে, তদ্বারা কোরবানি জায়েজ হইবে না। আর যদি সে চরিয়া ঘাস খাইয়া থাকে তবে তদ্বারা কোরবানি জায়েজ হইবে। ইহা বাদায়ে' কেতাবে আছে। আঃ ৫/৩৩০।

প্রঃ— যে পশুর শরীরে পাচড়া হইয়াছে, উহার দ্বারা কোরবানি জায়েজ হইবে কিনা?

উঃ— যদি উহা স্থুলকার হয়, তবে জায়েজ হইবে, আর যদি এরূপ ক্ষীণ হইয়া থাকে যে, উহার হাড়ে মগজ না থাকে তবে

জায়েজ হইবে না।

আর যদি হাড়ের মধ্যে কতক মগজ থাকে, তবে জায়েজ হইবে, ইহা এমাম মোহম্মদের রেওয়াএত, ইহা কাজিখানে আছে। শাঃ ৫/২২৭।

প্রঃ— যে পশুর লিঙ্গ কাটিয়া ফেলা হইয়াছে উহার ব্যবস্থা কি?

উঃ— উহা দ্বারা কোরবানি জায়েজ হইবে, ইহা খোলাছা কেতাবে আছে।

প্রঃ— যে পশুর কাশ রোগ হয়, উহার ব্যবস্থা কি?

উঃ— উহা দ্বারা কোরবানি জায়েজ হইবে ঐ কেতাব।

প্রঃ— যে বৃদ্ধ পশু বার্দ্ধক্যের জন্য সন্তান প্রসব করিতে অক্ষম, উহার ব্যবস্থা কি?

উঃ— উহা দ্বারা কোরবানি জায়েজ হইবে। ঐ কেতাবে আছে।

প্রঃ— যে পশুর শরীরে লৌহ উত্তপ্ত করিয়া দাগ দেওয়া হইয়াছে, উহার ব্যবস্থা কি?

উঃ— হা, উহার দ্বারা কোরবানি জায়েজ হইবে। ঐ।

প্রঃ— যে পশুর কান লম্বাভাবে ফাড়িয়া গিয়া থাকে, যে পশুর কানের অগ্র কিম্বা পশ্চাৎ ভাগ কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু কাটা অংশ ঝুলিতে থাকে, যে পশুর কান ছেদ করা হইয়াছে, তৎসমস্তের ব্যবস্থা কি?

উঃ— কোরবানি জায়েজ হইবে। ঐ।

প্রঃ— যে পশুর চক্ষু টেরা হয়, কিম্বা যে পশুর লোম কাটিয়া ফেলা হইয়াছে, উহার ব্যবস্থা কি?

উঃ— উহাতে কোরবানি জায়েজ হইবে, ইহা কাজিখানে আছে।

প্রঃ— যে পশুর অসময়ে লোম পড়িয়া যায়, উহার ব্যবস্থা কি?

উঃ— যদি উহার হাড়ের মধ্যে মগজ থাকে, তবে কোরবানি জায়েজ হইবে, ইহা কিনাইয়া কেতাবে আছে।

পাঠক, মনে রাখিবেন, কাহাস্তানি বলিয়াছেন কোরবানীর পশুর সকল প্রকার প্রকাশ্য দোষ (আএব) হইতে নির্দ্দোষ হওয়া মোস্তাহাব, উপরোক্ত মছলাগুলিতে কিছু কিছু দোষ থাকা সত্ত্বেও জায়েজ বলা হইয়াছে, ইহাতে বুঝিতে হইবে, জায়েজ হইবে, কিন্তু মকরূহ (তঞ্জিহি) হইবে, ইহা মোজমারাত কেতাবে আছে। উক্ত মছলাগুলি শামির ৫/২২৭-২২৮ ও আঃ ৫/৩৩০-৩৩১ পৃষ্ঠায় আছে।

প্রঃ— যে ছাগলের লেজ না হইয়া থাকে, উহার ব্যবস্থা কি?

উঃ— এমাম আবু হানিফার (রঃ) মতে কোরবানি জায়েজ হইবে, এমাম মোহম্মদের মতে কোরবানি জায়েজ হইবে না, ইহা কাজিখানে আছে। শাঃ ৫/২২৮।

প্রঃ— যে পশুর বাচ্চা থাকে, উহার কোরবানি করা কি হইবে?

উঃ— উহা দ্বারা কোরবানি জায়েজ হইবে, ইহা খোলাছা কেতাবে আছে। আঃ ৫/৩৩০।

প্রঃ— যদি কেহ নির্দ্দোষ পশু খরিদ করে, তৎপরে কোন কোরবানির বিঘ্নজনক দোষ উপস্থিত হয়, তবে কি হইবে?

উঃ— যদি সে ব্যক্তি ছাহেবে-নেছাব হয়, তবে তাহার পক্ষে উক্ত পশু কোরবানি জায়েজ হইবে না। আর যদি দরিদ্র হয়, তবে তাহার পক্ষে উক্ত পশু কোরবানি করা জায়েজ হইবে। এইরূপ যদি কোরবানির বিঘ্নজনক দোষ অবস্থায় উক্ত পশু খরিদ করিয়া থাকে, তবে ধনীর পক্ষে তদ্বারা কোরবানি জায়েজ হইবে না, দরিদ্রের পক্ষে কোরবানি জায়েজ হইবে। ইহা মুহিত কেতাবে আছে।

যদি কেহ স্থূলকার পশু খরিদ করিয়াছিল, তৎপরে উহা তাহার নিকট এরূপ দুর্ব্বল হইয়া যায় যে, তদ্বারা কোরবানি নাজায়েজ হয়, তবে ধনীরপক্ষে উহা কোরবানি করা জায়েজ হইবে না।

আর দরিদ্রের পক্ষে উহা কোরাবানি করা জায়েজ হইবে। কিন্তু যদি কোন দরিদ্র একটি পশু কোরবানির মানশা করিয়া থাকে,

তবে তাহার পক্ষে এই দুষিত পশু কোরবানি করা জায়েজ হইবে না।

এইরূপ যদি কোরবানির পশু মরিয়া যায়, কিম্বা চুরি হইয়া যায় এবং চুরি করা পশু পাওয়া না যায়, তবে ধনীর পক্ষে দ্বিতীয় পশু কোরবানি করা ওয়াজেব হইবে, কিন্তু দরিদ্রের পক্ষে দ্বিতীয় পশু কোরবানি করা ওয়াজেব হইবে না। যদি কোন নির্দ্দিষ্ট পশু কোরবানির জন্য মানশা করিয়া থাকে, আর উহা মরিয়া যায়, কিম্বা চুরি হইয়া যায়, তবে ধনীর পক্ষে দ্বিতীয় পশু কোরবানি করা ওয়াজেব হইবে, দরিদ্রের পক্ষে ওয়াজেব হইবে না। যদি পশু কোরবানির সময় শয়ন করাইতে গিয়া উহার কোন অঙ্গহানি হইয়া যায়, তবে উক্ত কোরবানি জায়েজ হইবে। আর যদি অঙ্গ হানি হওয়ার পরে পশুটি পলায়ন করে এবং তৎক্ষণাৎ ধরিয়া আনা হয়, তবে উহা জায়েজ হইবে।

আর যদি সেই দিবস কিম্বা পরদিবস পশুটি ধরিয়া আনে, তবে এমাম মোহম্মদের মতে উহা কোরবানি করা জায়েজ হইবে, ইহা হেদায়া কেতাবে আছে। এবনে আবেদীন শামি ইহা জয়লয়ীর তবইনোল হাকায়েক হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। আলমগিরিতে ইহার বিপরীতে বাদায়ে হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে যে, ইহা এমাম আবু ইউছফের রেওয়াএত। শাঃ ৫/২২৯ ও আঃ, ৫/৩৩১-৩৩২।

প্রঃ— একটি পশুতে কয়জনের কোরবানি জায়েজ হইবে?

উঃ— একটি ছাগল, মেষ কিম্বা দুম্বাতে এক এক জনার কোরবানি জায়েজ হইবে, একটি গরু, মহিষ ও উটে সাত সাত জনার কোরবানি জায়েজ হইতে পারে। শাঃ ৫/২২২ আঃ ৫/৩৩৭।

প্রঃ— কোরবানির জবেহের আদব কাএদা কি?

উঃ— কোরবানির কয়েক দিবস পূর্ব্বে কোরবানির পশু বাঁধিয়া রাখা, আস্তে আস্তে পশুটিকে কোরবানির স্থলে লইয়া যাওয়া ও উহার পা ধরিয়া টানিয়া না যাওয়া মোস্তাহাব, ইহা বাদায়ে কেতাবে আছে।

যখন জবহ করিবে, তখন উহার পোষাক ইত্যাদি ছদকা করিয়া

দিবে, ইহা ছেরাজিয়া কেতাবে আছে।

কোরবানির পশু খরিদ করিয়া উহার দুধ দোহন করা ও উহার পশম কাটিয়া লওয়া মকরুহ, গেয়াছিয়া কেতাবে উহাকে ছহিহ মত বলা হইয়াছে।

যদি দুধ দোহন করিয়া থাকে, কিম্বা পশম কাটিয়া লইয়া থাকে, তবে উহা ছদকা করিয়া দিবে, ইহা জহিরিয়া কেতাবে আছে। কোরবানির সময় জবহ করার পরে উহার দুধ দুইতে পারে এবং উহার পশম কাটিয়া লইতে পারে, ইহা মুহিতে আছে।

যদি উহার স্তনে দুধ থাকে, এবং উহার ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা হয়, তবে ঠান্ডা পানি দ্বারা ছিটা দিবে, যদি দুধ বাহির হইয়া পড়ে, তবে ভাল কথা, নচেৎ দুধ দুইয়া ছদকা করিয়া দিবে। ইহা কেফায়া কেতাবে আছে।

কোরবানির পশুর উপর আরোহন করা এবং উহাকে কোন কার্য্যে লাগান মকরুহ হইবে। এইরূপ উহার উপর কোন বস্তু স্থাপন করা এবং উহাকে ইজারা দেওয়া মকরুহ, যদি ইহাতে পশুর কিছু ক্ষতি হয়, তবে ক্ষতির পরিমাণ ছদকা করিবে। যদি ইজারা দিয়া থাকে, তবে উহার বেতন ছদকা করিয়া দিবে। ইহা হাবি ও খোলাছা কেতাবে আছে। যদি কেহ দুগ্ধবতী গাভী খরিদ করে এবং উহা কোরবানির জন্য মানশা করে, তৎপরে উহার দুধ বিক্রয় করিয়া কিছু টাকা কড়ি উপার্জন করিয়া থাকে, তবে সেই পরিমাণ টাকা ছদকা করিবে। উহার গোবর ছদকা করিয়া দিবে। আর যদি উহার ঘাস সংগ্রহ করিয়া থাকে, তবে সে দুধের মূল্য ও উহার গোবরের উপসত্ত্ব ভোগ করিলে, তাহার জন্য হালাল হইবে এবং কোন বস্তু ছদকা দিতে হইবে না, ইহা মুহিতে, ছারাখছিতে আছে। উহার চামড়া ছদকা করিয়া দিবে।

যদি নিজে তদ্বারা তোশাদান, চালনি মশক, দস্তরখান ও দুলচি বানাইয়া রাখে, তবে ইহা জায়েজ হইবে।

যদি উহার বিনিময়ে চালনি মশক ইত্যাদি স্থায়ী দ্রব্য গ্রহণ করে তবে জায়েজ হইবে।

আর যদি উহার বিনিময়ে ভাত, সিরকা ইত্যাদি অস্থায়ী জিনিষ খরিদ করে, তবে মকরুহ (তহরিমি) হইবে।

যদি উক্ত চামড়া টাকা পয়সা লইয়া এই উদ্দেশ্যে বিক্রয় করে যে, উহা নিজের বা পরিজনের কার্য্যে ব্যয় করিবে, তবে ইহা মকরুহ তহরিমি হইবে। হেদায়া কেতাবে এই মর্ম্মের একটি হাদিছ আছে, যে ব্যক্তি নিজের কোরবানির চামড়া বিক্রয় করিবে, তাহার কোরবানি কবুল হইবে না।

যদি কেহ নিজের কোরাবানির চামড়া বিক্রয় করে, তবে উক্ত মূল্যে ছদকা করিয়া দেওয়া ওয়াজেব হইবে। আলমগিরির ৫/৩৩৪ পৃষ্ঠায় ও মাজালেছোল-আবরারের ২৩০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, যদি দরিদ্রদিগকে দান করিবে, এই নিয়তে উহা টাকা পয়সা লইয়া বিক্রয় করে, তবে জায়েজ হইবে, ইহা তবইন কেতাবে আছে।

কোরবানির গোস্ত বিক্রয় করা জায়েজ হইবে কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে।

খোলাছা ইত্যাদি কেতাবে আছে, গোস্ত হয় নিজে খাইবে, না হয় অন্যদিগকে খাওয়াইবে, টাকা পয়সা লইয়া উহা বিক্রয় করা খয়রাত দেওয়া উদ্দেশ্যে হইলেও জায়েজ হইবে না। জহিরিয়া ও কাজিখানে আছে, যদি উহা তোশাদান ইত্যাদি স্থায়ী ও ভক্ষণের অযোগ্য বস্তু লইয়া বিক্রয় করা হয়, তবে জায়েজ হইবে না। আর যদি খাদ্যবস্তু লইয়া বিক্রয় করে, তবে জায়েজ হইবে।

হেদায়া, কাফি, কেফায়া ও তবইন কেতাবে আছে, ইহা ও চামড়ার একই প্রকার ব্যবস্থা হইবে।

অর্থাৎ গোস্তের বিনিময়ে স্থায়ী বস্তু লওয়া জায়েজ হইবে, অস্থায়ী বস্তু লওয়া জায়েজ হবে না ও টাকা পয়সা লওয়া জায়েজ হইবে না, অবশ্য যদি খয়রাত করার নিয়তে টাকা পয়সা লইয়া

বিক্রয় করে, তবে ইহা জায়েজ হইবে। শামি ও তবইন কেতাবে ইহাকে ছহিহ মত বলা হইয়াছে।

কোরবানির পশুর চর্ব্বি, পা, মস্তক, পশম এবং যে দুধ জবহ করার পরে দোহন করা হইয়াছে উহা টাকা পয়সা খাদ্য ও পানীয় বস্তু লইয়া বিক্রয় করা হালাল হইবে না এবং উহার কোন অংশ দ্বারা জবহকারীর এবং উহার গোস্ত পাকিজাকারীর পারিশ্রমিক প্রদান করা হালাল হইবে না, ইহা বাদায়ে' কেতাবে আছে। শামি কেতাবে উহা হইতে পারিশ্রমিক প্রদান করা মকরুহ (তহরিমি) বলিয়া লিখিত হইয়াছে। কাজিখানে আছে, যদি কেহ কোরবানির দিবস কোরবানির পশুর কোন অংশের পশম চিহ্ন স্বরূপ গ্রহণ করে, তবে উহা কোন স্থানে ফেলিয়া দেওয়া, কিম্বা কাহাকে ও হেবা করিয়া দেওয়া জায়েজ হইবে না, বরং দরিদ্রদিগকে উহা ছদকা করিয়া দিবে।

নিজের হাতে কোরবানির জীব জবহ করা আফজল (সমধিক ছওয়াবের কার্য্য), যদি সে নিজে উত্তমরূপে জবহ করিতে জানে, তবে আফজল হইবে, নচেৎ অন্যকে জবহ করিতে আদেশ করিবে, কিন্তু এসূত্রে তাহার জবহ স্থলে উপস্থিত হওয়া উচিৎ (মোস্তাহাব)। ইহা কাফি কেতাবে আছে।

যদি কেহ অগ্নি উপাসককে জবহ করিতে আদেশ করে, তবে উক্ত পশু হারাম হইয়া যাইবে। আর যদি কোন আহলে কেতাবকে (ইহুদী ও খ্রীষ্টানকে) জবহ করিতে আদেশ করে, তবে উহা মকরুহ হইবে। ইহা মবছুত কেতাবে আছে।

পাঠক আমাদের দেশের কতকগুলি মোল্লা শেরক ও আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামের মানশা করিয়া থাকে, ইহাতে তাহারা মোশরেক হইয়া যায়, তাহাদের জবহ হারাম হইবে।

কোরবানির গোস্ত নিজের খাওয়া ও অন্যকে খাওয়ান মোস্তাহাব।

উহার এক তৃতীয়াংশ ছদকা করিয়া দেওয়া, এক তৃতীয়াংশ নিজের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবগণের জেয়াফতের জন্য ব্যয় করা

এবং অবশিষ্ট তৃতীয়াংশ নিজের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখা আফজল। ইহা ধনী ও দরিদ্র সকলকে খাওয়াইতে পারে। ইহা বাদায়ে' কেতাবে আছে।

এই মাংস ধনী, দরিদ্র, মুছলমান বা অন্য জাতিকে দান করিতে পারে, ইহা গেয়াছিয়া কেতাবে আছে।

যদি সমস্ত গোস্ত খয়রাত করিয়া দেয়, তবে ইহা জায়েজ হইবে, আর যদি সমস্ত গোস্ত নিজে রাখিয়া দেয়, তবে তাহাও জায়েজ হইবে।

আর যদি তিন দিবসের অধিক উহা সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া দেয়, তবে তাহাও জায়েজ হইবে, কিন্তু লোকদিগকে খাওয়ান ও ছদকা করিয়া দেওয়া আফজল।

অবশ্য যদি তাহার পরিজনের সংখ্যা বেশী হয় এবং সে অস্বচ্ছল অবস্থার লোক হয়, তবে নিজের পরিজনের জন্য রাখিয়া দেওয়া এবং তাহাদিগকে ভালরূপে খাওয়ান আফজল, ইহা বাদায়ে' কেতাবে আছে।

মানশার কোরবানি সে নিজে খাইতে পারিবে না এবং ধনী ব্যক্তিদিগকে খাওয়াইতে পারিবে না, ইহা তবইন ও নেহায়া কেতাবে আছে।

জবহের পূর্ব্বে যদি কোরবানির পশুর একটি জীবিত বাচ্চা পয়দা হয়, তবে অধিকাংশ বিদ্বান বলিয়াছেন, উক্ত বাচ্চাকেও জবহ করিবে, কিন্তু সে ব্যক্তি উক্ত বাচ্চার গোস্ত খাইবে না বরং দরিদ্রদিগকে ছদকা করিয়া দিবে। আর যদি উহার গোস্ত কিছু পরিমাণ ভক্ষণ করে, তবে সেই পরিমাণ মূল্য ছদকা করিয়া দিবে।

আর যদি উহা জবহ না করে এমন কি কোরবানির দিবস গত হইয়া যায়, তবে জীবিত অবস্থায় উহা ছদকা করিয়া দিবে আর যদি উহা মরিয়া যায় কিম্বা জবহ করিয়া খাইয়া ফেলে, তবে উহার মূল্য ছদকা করিয়া দিবে। আর যদি উক্ত বাচ্চা তাহার নিকট প্রতিপালিত

হয় এবং আগামী বৎসরে নিজের কোরবানি রূপে জবহ করে, তবে ইহা জায়েজ হইবে না, বরং এই দ্বিতীয় বৎসরের জন্য দ্বিতীয় একটি পশু কোরবানি করা ওয়াজেব হইবে এবং উক্ত পশুটি জবহ করা অবস্থায় ছদকা করিয়া দিবে এবং জবহ করার জন্য যে ক্ষতি হইয়াছে সেই ক্ষতি পরিমাণ মূল্য ছদকা করিয়া দিবে। ইহার উপর ফৎওয়া দেওয়া হইবে।

জীবিত অবস্থায় উক্ত বাচ্চাটি ছদকা করিয়া দেওয়া মোস্তাহাব। ইহা কাজিখানে আছে।

কোরবানির দিবস জীবিতাবস্থায় উহা ছদকা করিয়া দেওয়া জায়েজ কিনা, তহা বিবেচ্য বিষয়।

শামি বলেন, কাজিখানে এবারতে উহা জায়েজ হওয়া বুঝা যায়। আজহিয়ে জা'ফেরানিতে ইহা জায়েজ বলিয়া লিখিত হইয়াছে, কিন্তু মোস্তাকা কেতাবে আছে, যদি কোরবানির দিবস জীবিত বাচ্চা ছদকা করিয়া দেয়, তবে উহার মূল্য ছদকা করা ওয়াজেব হইবে। যদি উক্ত বাচ্চা বিক্রয় করিয়া ফেলে, তবে উহার মূল্য ছদকা করিয়া দেওয়া ওয়াজেব হইবে।

—আঃ ৫/৩৩৩-৩৩৪ ও শাঃ ৫/২২৭-২২৯-২৩১।

প্রঃ— দরিদ্রের কোরবানির দিবস মোরগ ও মুরগি জবহ করা কি?

উঃ— দরিদ্রেরা কোরবানির দিবস কোরবানিকারিদের সমভাবাপন্ন হওয়ার উদ্দেশ্যে মোরগ ও মুরগি জবহ করিলে, মকরুহ হইবে, ইহা খোলাছা ও আজিজে-কোরদরি কেতাবে আছে। আঃ ৫/৩৩২।

প্রঃ— কোরবানির পশু কিরূপ হওয়া মোস্তাহাব? হজরত (সাঃ) এর কোরবানির পশু কিরূপ ছিল?

উঃ— হজরত (সাঃ) এর পশু শ্যামল বর্ণধারী, বড় শৃঙ্গধারী ও খাসি মেষ জবহ করিয়াছিলেন, কাজেই উক্ত প্রকার স্থূলাকার, বড় আকারের ও সুন্দর মেষ জবহ করা মোস্তাহাব।

আঃ, ৫/৩৩২ ও শাঃ ৫/২৩৩।

প্রঃ— মৃতের পক্ষ হইতে কোরবানি করা জায়েজ কি না?

উঃ— হাঁ, জায়েজ হইবে, কিন্তু যদি মৃতের অছিয়ত অনুসারে কোরবানি করে, তবে সে উহার গোস্ত খাইতে পারিবে না, বরং উহা ছদকা করিয়া দিবে। আর যদি বিনা অছিয়তে তাহার পক্ষ হইতে কোরবানি করে, তবে সে উহার গোস্ত খাইতে পারিবে, ছদরে-শহিদ ইহা মনোনীত মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা বাজ্জাজিয়া কেতাবে আছে। শাঃ ৫/২২৯।

প্রঃ— সাতজন একটি গরু ও উট কোরবানি করিতে গেলে, উহার শর্ত্ত কি?

উঃ— সকলের খোদার নৈকট্যলাভ ও ছওয়াবের নিয়ত করা জরুরী, এবং সকলের মুছলমান ও আজাদ হওয়া জরুরী। যদি কেহ কাফের কিম্বা আহলে-কেতাব অথবা খরিদা-গোলাম হয়, তবে কাহারও কোরবানি জায়েজ হইবে না। যদি উক্ত শরিকগণের মধ্যে কেহ ছওয়াবের নিয়ত না করে বরং গোস্ত খাওয়া উদ্দেশ্যে শরিক হইয়া থাকে, তবে কাহারও কোরবানি জায়েজ হইবে না।

যদি কেহ ওয়াজেব কোরবানির নিয়ত করে, অন্য কেহ নফল কোরবানির নিয়ত করে, তবে এই কোরবানি জায়েজ হইবে।

যদি কেহ এহরাম অবস্থায় শিকার করিয়াছিল, এই উদ্দেশ্যে উহার কাফফারার নিয়ত করে, কেহ হজ্জে তামাত্তো'র ক্ষতি পূরণের কাফফারার নিয়ত করে, কেহ হজ্জে কেরানের ক্ষতিপূরণের কাফফারার নিয়ত করে, কেহ হজ্জ আরম্ভ করিয়া উহা না করিতে পারায় হাদি هدى আদায় করার নিয়ত করে, আর কেহ কোরবানির নিয়ত করে, তবে এই কোরবানি জায়েজ হইবে।

যদি কোন শরিক পুত্রের আকিকার নিয়ত করে ও কেহ অলিমা করার নিয়ত করে, তবে এই কোরবানি জায়েজ হইবে। শাঃ, ৫/২২৯ ও আ, ৫/২২৭।

যদি এক শরিক মৃতের ওয়ারেছ হয়, আর সে মৃতের পক্ষ হইতে কোরবানি করে, তবে ইহা জায়েজ হইবে, ইহা কাজিখানে আছে।

যদি এক শরিক নাবালগ কিম্বা বুদ্ধি-রহিত হয়, আর যদি তাহার পিতা তাহার পক্ষ হইতে কোরবানি করে, তবে সকলের কোরবানি জায়েজ হইবে, ইহা কাজিখান ও নেহায়া কেতাবে আছে।

এমাম-আবুহানিফা ও এমাম আবু ইউছফ (রঃ) বলিয়াছেন, যদি একই প্রকারের কোরবানি হয়, তবে মোস্তাহাব হইবে, আর যদি কেহ কোরবানি, কেহ আকিকা, কেহ অলিমা, কেহ কাফফারা ইত্যাদির নিয়ত করে তবে মকরুহ (তঞ্জিহি) হইবে। ইহা বাদায়ে' কেতাবে আছে।

যদি সাতজন লোক পশু খরিদ করার পরে একজন মরিয়া যায় এক্ষেত্রে যদি মৃত শরিকের ওয়ারেছগণ তাহাদিগকে বলে যে, তোমরা তাহার পক্ষ হইতে এবং তোমাদের পক্ষ হইতে জবহ কর, তবে ইহা জায়েজ হইবে। আর যদি কতক ওয়ারেছগণ বালেগ এবং কতক নাবালেগ হয়, তবে বালেগ ওয়ারেছগণ অনুমতি দিলে, জায়েজ হইবে, ইহা নেহায়া কেতাবে আছে। আর যদি তাহারা মৃতের ওয়ারেছগণের বিনা অনুমতিতে জবহ করিয়া থাকে, তবে কাহারও কোরবানি জায়েজ হইবে না। ইহা কাফি কেতাবে আছে।

ইহাতে বুঝা যায় যে, যদি মৃতের সমস্ত ওয়ারেছ নাবালেগ থাকে, তবে তাহাদের কোরবানি ওয়াজেব হইবে না। অবশ্য তাহাদের অছি অনুমতি দিলে, জায়েজ হইতে পারে।

যদি কোন ছাহেবে নেছাব কোরবানির নিয়তে একটি গরু খরিদ করে, তৎপরে ছয়জনকে শরিক করিয়া লয়, তবে এই কোরবানি জায়েজ হইবে, কিন্তু মকরুহ হইবে, অবশ্য যদি খরিদ করার সময় তাহাদিগকে শরিক করার নিয়ত করিয়া থাকে, তবে মকরুহ হইবে না। যদি কোন দরিদ্র কোরবানির নিয়তে একটি গরু খরিদ করে,

তৎপরে সে অন্য ছয়জনকে শরিক করিয়া লয়, তবে ইহা জায়েজ হইবে না, ইহা বাদায়ে ও গায়াতোল বায়ান কেতাবদ্বয়ে আছে।

যদি কেহ একটি গরু খরিদ করিয়া উহা মানশা করিয়া লয়, তৎপরে ছয়জনকে শরিক করিয়া লয়, তবে ইহা জায়েজ হইবে না। ইহা মুহিতে ছারাখছিতে আছে।

কাজিখানে আছে, যদি কেহ খরিদ করিয়া মানশা করার পরে ছয়জনকে শরিক করিয়া লয়, তবে আমাদের আলেমগণের মতে জায়েজ হইবে, ধনী ও দরিদ্র সকলের পক্ষে একই প্রকার ব্যবস্থা।

লেখক বলেন, শামি তাহতাবী ও আলমগিরির মতই গ্রহণীয়।

শামি ও তাহতাবি বলিয়াছেন, ধনী ব্যক্তি গরু বা উট খরিদ করার পরে ছয়জন লোক শরিক করিয়া লইলে, উহার মূল্য ছদকা করিয়া দেওয়া উচিত (মোস্তাহাব)। লেখক বলেন, ইহা পরহেজগারগণের মছলা।

যদি কোন দরিদ্র গরু কিম্বা উট কোরবানির নিয়তে খরিদ করিয়া থাকে, কিম্বা কেহ উহা খরিদ করিয়া মানশা করিয়া থাকে, তৎপরে ছয়জনকে শরিক করিয়া থাকে, তবে সে কি করিবে, উহাই বিবেচ্য বিষয়।

যদি কোরবানির সময় থাকে, তবে দ্বিতীয় একটি গরু কিম্বা উট খরিদ করিয়া জবহ করিবে। আর যদি কোরবানির সময় গত হইয়া থাকে, তবে উহার মূল্য ছদকা করিয়া দিবে। আর উক্ত ছয় শরিকের প্রদত্ত টাকা ফেরত করিয়া দিবে। ইহা কাজিখান ও আলমগিরিতে আছে।

যদি দুইটি লোক একটি গরু কিম্বা উট কোরবানিতে শরিক হয়, তবে প্রত্যেকের সাড়ে তিন অংশ করিয়া হইবে, এই কোরবানি জায়েজ হইবে কিনা, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। মনোনীত মতে উহা জায়েজ হইবে, ছদরে শহিদ (রঃ) বলিয়াছেন, ইহা তাঁহার পিতা এমাম ছাহেবের মত এবং ইহা ফকিহ আবুল্লাএছের মনোনীত মত। ইহা

খোলাছা কেতাবে আছে।

যদি তিনজন একটি গরু কিম্বা উটে শরিক হয়, একজন সাড়েতিন দীনার, দ্বিতীয় ব্যক্তি দুই দিনার এবং তৃতীয় ব্যক্তি এক দিনার প্রদান করে, তবে ইহা জায়েজ হইবে।

এইরূপ যদি পাঁচজন একটি গরু কিম্বা উটে শরিক হয়, একজন দুই দিনার, দ্বিতীয় ব্যক্তি আড়াই দিনার, তৃতীয় ব্যক্তি তিন দিনার চতুর্থ ব্যক্তি তিন দিনার, পঞ্চম ব্যক্তি সাড়েতিন দিনার প্রদান করে, তবে উহা জায়েজ হইবে। যদি আটজন একটি গরু কিম্বা উটে শরিক হয়, তবে উহা কাহারও পক্ষে জায়েজ হইবে না। ইহা মুহিতে ছারাখছিতে আছে। এইরূপ যদি দুই শরিকে একটি গরু কোরবানি করে, আর এক শরিকের অংশ সপ্তমাংশের কম হয়, তবে উহা জায়েজ হইবে না, যথা একজন লোক এক স্ত্রী, এক পুত্র ও একটি গরু রাখিয়া মরিয়া গেল। এসূত্রে স্ত্রীর অংশ অষ্টমাংশ, অবশিষ্ট পুত্রের অংশ, কাজেই উভয়ে কোরবানি করিলে স্ত্রীর অংশ সপ্তম ভাগ হইতে কম হইয়া যাইবে, ইহা জায়েজ হইবে না, ইহা জখিরা কেতাবে আছে। যদি কোন ব্যক্তি একটি গরু কোরবানির নিয়তে খরিদ করে, আর সে উহার এক সপ্তমাংশে বর্ত্তমান সনের কোরবানির নিয়ত এবং অবশিষ্ট ছয় অংশে গত কয়েক সনের কোরবানির নিয়ত করে, তবে বর্ত্তমান সনের কোরবানি জায়েজ হইয়া যাইবে, গত কয়েক সনের কোরবানি জায়েজ হইবে না, ইহা খাজনাতোল মুফতিন কেতাবে আছে। যদি কেহ নফল কোরবানির নিয়ত করে, কেহ বর্ত্তমান সনের কোরবানির কেহ গত সনের কোরবানির কাজার নিয়ত করে, তবে এই কোরবানি জায়েজ হইবে, কিন্তু গত সনের কোরবানির কাজা আদায় হইবে না, বরং নফল কোরবানি হইয়া যাইবে। তাহাকে গত সনের কোরবানির জন্য মধ্যম ধরণের একটি ছাগলের মূল্য ছদকা করিয়া দিতে হইবে, ইহা কাজিখানে আছে। তিনটি লোক তিনটি ছাগল খরিদ করিল, একটির মূল্য ১০টাকা,

দ্বিতীয়টির মূল্য ২০ টাকা এবং তৃতীয়টির মূল্য ৩০ টাকা, অথচ প্রত্যেকটির ন্যায্য মূল্য হয়। অন্ধকার রাত্রে তিনটি মিলিত হইয়া যায়, এমন কি কেহ নিজের ছাগল চিনিতে না পারে, এক্ষেত্রে যদি তাহাদের একজন এক একটি ছাগল জবহ করিতে চুক্তি করে, তবে তাহাদের কোরবানি জায়েজ হইবে, কিন্তু যাহার ছাগলের মূল্য ৩০ টাকা হয়, সে ব্যক্তি ২০ টাকা ছদকা করিয়া দিবে। আর যাহার ছাগলের মূল্য ২০ টাকা হয়, সে ব্যক্তি ১০ টাকা ছদকা করিয়া দিবে। যাহার ছাগলের মূল্য ১০ টাকা হয়, তাহাকে কিছু ছদকা দিতে হইবে না।

তাহতাবি বলেন, ৩০ টাকা মূল্যের ছাগলটি যদি বেশী মূল্যে খরিদ করা হইয়া থাকে, আর উহার প্রকৃত মূল্য ২৫ টাকা হয়, তবে সে ১৫ টাকা ছদকা করিয়া দিবে। এইরূপ ২০ টাকা মূল্যের ছাগলটির প্রকৃত মূল্য ১৫ টাকা হইলে, ৫ টাকা ছদকা করিয়া দিবে। শাঃ, ৫/২২৯/২৩০ ও আঃ, ৩৩৮-৩৩৯।

দোর্রোল মোখতার ও শামীতে আছে, যদি তাহাদের প্রত্যেকে অন্য দুইজনকে নিজের ছাগল জবহ করিতে উকিল নির্দ্দিষ্ট করে, তবে এই কোরবানি জায়েজ হইয়া যাইবে এবং কাহারও প্রতি কিছু ছদকা করা ওয়াজেব হইবে না। শাঃ, ঐ।

যদি একটি উট কিম্বা গরুতে দুইজন শরিক হয়, একজন এক সপ্তমাংশের কিম্বা দুই সপ্তমাংশের শরিক হয়, আর দ্বিতীয় ব্যক্তি অবশিষ্টাংশের শরিক হয়, তবে ইহা জায়েজ হইবে, ইহা খাজানাতোল-মুফতিনে আছে।

যদি দুইটি লোক দুইটি ছাগলের মালিক ও শরিক হয়, আর তাহারা উভয়ে নিজ নিজ কোরবানির নিয়তে এক একটি ছাগল জবহ করে, তবে ইহা জায়েজ হইবে, ইহা খাজানাতোল-মুফতিন কেতাবে আছে।

যদি কেহ নিজের ও চারিজন পরিজনের জন্য ৫টি ছাগল

কোরবানি করে, কিন্তু প্রত্যেকের জন্য এক একটি ছাগল নির্দ্দিষ্ট করে নাই, তবে এমাম আবু ইউছফের রেওয়াএত মতে উহা জায়েজ হইবে, ইহা কাজিখানে আছে।

যদি কেহ নিজের ছাগল অন্য লোকের জন্য তাহার আদেশ হউক আর নাই হউক, কোরবানি করে, তবে ইহা জায়েজ হইবে না। ইহা জখিরা ও কাজিখানে আছে।

যদি কেহ একটি পশু খরিদ করিয়া উহা মানশা করিয়া লয় তৎপরে সে ব্যক্তি মরিয়া যায়, তবে ওয়ারেছগণকে তাহার পক্ষ হইতে উহা কোরবাণি করিতে বাধ্য করা হইবে। ইহা উক্ত কেতাবে আছে।

যদি সাত ব্যক্তি একত্রে সাতটি ছাগল খরিদ করে, আর কাহার জন্য কোনটি নির্দ্দিষ্ট করিল না, তৎপরে উহা জবহ করিল, তবে দলীলে এস্তেহছান উহা জায়েজ হইবে। ইহা মুহিতে আছে। দশজন লোক একটি লোকের নিকট হইতে এক সঙ্গে দশটি ছাগল খরিদ করিল, বিক্রেতা বলিল, আমি তোমাদিগের নিকট এই দশটি ছাগল বিক্রয় করিলাম, প্রত্যেকটি দশ টাকায়। তাহারা বলিল, আমরা খরিদ করিলাম। ইহাতে দশটি ছাগল তাহাদের এজলামি জিনিষ হইল তৎপরে প্রত্যেক এক একটি ছাগল লইয়া নিজের জন্য জবহ করিল, ইহা জায়েজ হইবে। তৎপরে একটি ছাগলের কানা হওয়া প্রকাশিত হইল, আর প্রত্যেকিটি শরিক কানা ছাগলটি নিজের হওয়া অস্বীকার করিতে লাগিল, এক্ষেত্রে কাহারও কোরবানি জায়েজ হইবে না, কেননা নয়টি ছাগল দশ জনের পক্ষ হইতে কোরবানি করিলে, জায়েজ হয় না, ইহা কাজিখানে আছে। আঃ, ৫/৩৩২-৩৩৯।

প্রঃ— কোন গরু কিম্বা উটে কয়েকজন শরিক হইলে, উহার গোস্ত কিরূপে ভাগ করিয়া লইবে?

উঃ— শামি ও তাহতাবিতে ফাতাওয়ায়-খোলাছা ও ফএজ হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে, কোরবানি জায়েজ হওয়ার জন্য সমান

ভাগ করা শর্ত্ত নহে, যদি তাহারা ভাগ করিয়া লওয়ার ইচ্ছা করে, তবে ওজন করিয়া সমান ভাগ করিয়া লওয়া জরুরী। যদি কেহ নিজের, নিজের স্ত্রীর ও সন্তানগণের জন্য একটি গরু কিম্বা উট জবহ করে, তবে ভাগ করিয়া লওয়া জরুরী নহে।

যদি কেহ উহার একটি অংশ মানশা করে, তবে সমান ভাগ করিয়া লওয়া শর্ত্ত হইবে, কেননা তাহার অংশ ছদকা বলিয়া দেওয়া ওয়াজেব।

এইরূপ যদি কোন দরিদ্র কোরবানি করার নিয়তে উহার একটি অংশ কোরবানির দিবসে খরিদ করে, তবে এক রেওয়াএত অনুসারে উহার গোস্ত ছদকা করিয়া দেওয়া ওয়াজেব, কাজেই এই হিসাবে গোস্ত ভাগ করিয়া লওয়া জরুরী হইবে।

যদি শরিকেরা ভাগ করিতে চাহে, তবে ওজন করিয়া ভাগ করিয়া লইবে, অনুমান করিয়া ভাগ করিয়া লইতে পারে না। অনুমানে ভাগ করিলে, উক্ত ভাগ ছহিহ ও হালাল হইবে না। আর যদি অনুমান করিয়া ভাগ করিতে চাহে, তবে প্রত্যেক ভাগে কিছু গোস্ত ও কিছু পারচা থাকিবে, কিম্বা প্রত্যেক ভাগে কতক গোস্ত ও কতক চামড়া থাকিবে, অথবা এক ভাগে গোস্ত ও পারচা থাকিবে এবং অন্য ভাগে গোস্ত ও চামড়া থাকিবে, ইহা ছহিহ ও হালাল হইবে, ইহা দোরার ও এনায়া কেতাবে আছে। শাঃ, ৫/২২২ ও তাঃ ৪/১৬২।

মাজালেছোল-আবরারের ২২৮ পৃষ্ঠায় আছে;—যদি গোস্ত ওজন করিয়া সমান করিয়া লয় এবং সকলে চামড়া কোন দরিদ্রকে ছদকা করিয়া দেয়, কিম্বা কোন ধনীকে হেবা করিয়া দেয়, তবে ইহা জায়েজ হইবে। যদি অনুমানে ভাগ করিয়া লয়, এবং প্রত্যেক ভাগে কিছু গোস্ত ও কিছু চর্ব্বি থাকে, তবে ইহা জায়েজ হইবে।

প্রঃ— যদি দুইটি লোক ভ্রমবশতঃ একে অন্যের ছাগল জবহ করে, তবে কি হইবে?

উঃ— ইহা ছহিহ হইবে এবং কাহাকেও ক্ষতিপূরণ দিতে

হইবে না। এস্থলে প্রত্যেকে জবহ্ করা কিম্বা পাকিজা করা অবস্থায় নিজের ছাগল লইবে।

আর যদি একে অন্যের ছাগলের গোস্ত খাওয়ার পরে জানিতে পারে, তবে প্রত্যেকে অন্যের নিকট হইতে মাফ লইবে। আর যদি তাহারা মা'ফ না করে, তবে প্রত্যেকে অন্যকে তাহার ছাগলের মূল্য প্রদান করিবে এবং যদি কোরবানির দিবস গত হইয়া থাকে, তবে প্রত্যেকে উক্ত মূল্য ছদকা করিয়া দিবে, ইহা কাফি কেতাবে আছে।— শাঃ ৫/২৩২, তাঃ, ৪/২৬৭ ও আঃ, ৫/৩৩৫।

প্রঃ— যদি দুই জন দুইটি ছাগল খরিদ করিয়া ঘরে রাখিয়া দেয় তৎপরে প্রত্যেকে ভ্রমবশতঃ একটি নির্দ্দিষ্ট ছাগলকে নিজ নিজ ছাগল বলিয়া দাবি না করে, তবে কি হইবে?

উঃ— নাদাবি ছাগলটি বয়তোল-মাল তহবিলের অন্তর্ভুক্ত হইবে। প্রথমটি উভয়ের হইবে, কাজেই একটি ছাগল দ্বারা উভয়ের কোরবানি জায়েজ হইবে না।

আর যদি ছাগলের স্থলে গরু কিম্বা উট হয়, তবে প্রথমটি দ্বারা উভয়ের কোরবানি জায়েজ হইবে, ইহা সমধিক ছহিহ মত। ইহা রওজা কেতাবে আছে। আঃ ৫/৩৩৫।

প্রঃ— চারিটি লোক চারিটি ছাগল একঘরে বন্ধ করিয়া রাখিয়া ছিল, তন্মধ্যে একটি মরিয়া গেল, কিন্তু কাহার ছাগলটি মরিয়া গেল, যদি তাহা স্থির করিতে না পারা যায়, তবে কি হইবে?

উঃ— তিনটি ছাগল বিক্রয় করিয়া চারিটি ছাগল প্রত্যেকের জন্য এক একটি খরিদ করিব, তৎপরে প্রত্যেকে অন্যকে প্রত্যেক ছাগল জবহ্ করিতে উকিল করিয়া দিবে এবং প্রত্যেকে প্রত্যেকের নিকট হইতে দাবি মাফ করিয়া লইবে, তাহা হইলে উক্ত কোরবানিগুলি জায়েজ হইবে। ইহা খোলাছা কেতাবে আছে। আঃ, ঐ।

প্রঃ— তিনজন লোক একস্থানে তিনটি পশু বাঁধিয়া রাখিয়া দিয়াছিল, তৎপরে তাহারা একটির মধ্যে কোরানের বিঘ্নজনক কোন

দোষ দেখিতে পাইল, কেহই দুষিত পশু নিজের পশু বলিয়া স্বীকার করিতেছিল না, বরং তাহারা অবশিষ্ট দুইটিকে নিজেদের বলিয়া দাবী করিতেছিল, এক্ষেত্রে কি হইবে?

উঃ— দুষিত পশুটি বয়তুল-মাল তহবিলের অন্তর্ভুক্ত হইবে, অবশিষ্ট দুইটি তিনজনের এজমালি জিনিষ বলিয়া ব্যবস্থা দেওয়া হইবে, তাতারখানিয়া কেতাবে আছে। আঃ, ঐ।

প্রঃ— কোন পীড়িত কোন লোককে একটি ছাগল হেবা করিল, সে উহা কোরবানি করিয়া ফেলিল, তৎপরে সেই পীড়িত ব্যক্তি উক্ত পীড়ায় মরিয়া গেল, সেই পীড়িতের উক্ত ছাগল ব্যতীত অন্য কোন সম্পত্তি ছিল না, তবে কি হইবে?

উঃ— কোন ব্যক্তি মরণাপন্ন অবস্থায় অছিয়ত করিয়া মরিয়া গেলে, তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ হইতে অছিয়ত প্রতিপালন করিতে হয়, উপরোক্ত ক্ষেত্রে হেবা করা ছাগলের এক তৃতীয়াংশ হেবা-গ্রহণকারীর প্রাপ্য হইবে, অবশিষ্ট দুই তৃতীয়াংশ হেবা-গ্রহণকারীর প্রাপ্য হইবে, অবশিষ্ট দুই তৃতীয়াংশ ওয়ারেছগণের প্রাপ্য হইবে। যদি ওয়ারেছগণ নিজেদের প্রাপ্য অংশের দাবি ত্যাগ না করে, তবে পীড়িতাবস্থায় ছাগলের যে মূল্য হয়, উহাই দুই তৃতীয়াংশ উক্ত হেবা গ্রহণকারীর নিকট হইতে লইতে পারে কিম্বা উক্ত জবহ করা ছাগলের দুই তৃতীয়াংশ লইতে পারে।

আর হেবাগ্রহণকারীর প্রতি জবহ করা ছাগলের মূল্যের দুই তৃতীয়াংশ ছদকা করিয়া দেওয়া ওয়াজেব হইবে। ইহাতে তাহার কোরবানি জায়েজ হইয়া যাইবে, ইহা মুহিতে-ছারখছিতে আছে। আঃ,ঐ।

প্রঃ— যদি কেহ কোরবানির দিবস পাঁচটি ছাগল খরিদ করে, আর তৎসমস্তের মধ্যে একটি কোরবানি করার নিয়ত করে, কিন্তু উহার কোন একটি নির্দ্দিষ্ট করে নাই, এমতাবস্থায় অন্য এক ব্যক্তি মালিকের বিনা অনুমতিতে মালিকের পক্ষ হইতে একটি ছাগল জবহ করে, তবে উক্ত কোরবানি জায়েজ হইবে কিনা ?

উঃ— যখন মালিক কোরবানির জন্য কোন একটি ছাগল নির্দ্দিষ্ট করে নাই, তখন নির্দ্দিষ্ট একটি ছাগল জবহ করাতে তাহার অস্পষ্ট অনুমতি সাব্যস্ত হইতে পারে না, কাজেই ইহা জায়েজ হইবে না, এক্ষেত্রে জবহকারী উহার মূল্য মালিককে দিতে বাধ্য হইবে, ইহা জখিরা কেতাবে আছে। —আঃ, ঐ।

প্রঃ— যদি কেহ জবরদস্তি ভাবে অন্যের ছাগল কোরবানি করে, তবে কি হইবে?

উঃ— যদি মালিক জবহ করা ছাগল ফিরাইয়া লয় এবং কিছু ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করে, তবে জবহকারীর কোরবানি জায়েজ হইবে না এবং মালিকের কোরবানি জায়েজ হইবে না।

আর যদি মালিক উক্ত ছাগল কোরবানি করার নিয়তে খরিদ করিয়া থাকে, আর কেহ জবহ করে এবং মালিক উহার ক্ষতিপূরণ গ্রহণ না করে, তবে মালিকের পক্ষ হইতে কোরবানি জায়েজ হইয়া যাইবে, ইহা আসবাহ ও জয়লয়ী হইতে বুঝা যায়।

আর যদি মালিক জীবিত ছাগলের মূল্যে জবহকারীর নিকট হইতে গ্রহণ করে, তবে জবহকারীর কোরবানি জায়েজ হইবে, কিন্তু তাহার প্রথমে অন্যায় ভাবে অপরের জিনিষ গ্রহণ করার জন্য গোনাহ হইবে, এই গোনাহ কার্য্যের জন্য তাহার পক্ষে তওবা ও এস্তেগফার করা ওয়াজেব হইবে, ইহা বাদায়ে' কেতাবে আছে।— শাঃ ৫/২৩৩।

প্রঃ— যদি কেহ কোন ছগল খরিদ করিয়া কোরবানি করে, তৎপরে উহার প্রকৃত মালিক আসিয়া উহা তাহার ছাগল দাবী করে এবং প্রমাণ পেশ করে, তবে কি হইবে?

উঃ— যদি মালিক উহা জায়েজ রাখে, তবে কোরবানি জায়েজ হইবে, আর যদি ছাগল ফিরাইয়া লইতে চায়, তবে কোরবানি জায়েজ হইবে না, ইহা শরহে-তাহতাবিতে আছে। আঃ ঐ।

প্রঃ— যদি কেহ আমানতি, আরএতি, ইজারা লওয়া কিম্বা দুই

শরিকের ছাগল, নিজের জন্য কোরবানি করে, তবে কি হইবে?

উঃ— মালিক উহার মূল্য লইলেও উক্ত কোরবানি জায়েজ হইবে না, ইহা বাদায়ে' কেতাবে আছে। শাঃ আঃ ঐ।

প্রঃ— যদি কেহ রেহনি (বন্দকি) ছাগল নিজের জন্য কোরবানি করে, তবে কি হইবে?

উঃ— ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, কাজিখান, খোলাছা ও জহিরিয়াতে ইহাতে কোরবানি না-জায়েজ হওয়ার কথা লিখিত আছে। তাতারখানিয়াতে ছায়রাফিয়া হইতে উহা নাজায়েজ হওয়ার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। কাজি জামালদ্দিন বলিয়াছেন, (উহার মূল্য মালিকের দেনা হইতে উসুল দিলে) জায়েজ হইবে। যদি বন্দকদাতা উহা কোরবানি করে তবে জায়েজ হইবে।

বাদায়ে' কেতাবে আছে, বন্দকি ছাগল কোরবানি করিলে, জায়েজ হইবে।

কোন ফকিহ বলিয়াছেন, যদি ছাগলটি দেনার পরিমাণ হয়, তবে জায়েজ হইবে, আর যদি ছাগলের মূল্য দেনা অপেক্ষা অধিক হয় তবে, জায়েজ হইবে না। শাঃ, ঐ আঃ, ঐ।

লেখক বলেন, এহতিয়াতের জন্য উভয় মতের মধ্যে নাজায়েজ মতটি প্রবল করা সঙ্গত। খোলাছা, বাজ্জাজিয়া ও কাহাস্তানিতে নজম হইতে উল্লিখিত হইয়াছে, রাখাল মনিবের ছাগল, ছাগল খরিদের উকিল মোয়াক্কেলের ছালগ, বিনা অনুমতিতে স্বামী স্ত্রীর ছাগল এবং বিনা অনুমতিতে স্ত্রী স্বামীর ছাগল নিজের জন্য কোরবানি করিলে, উহা জায়েজ হইবে না। শাঃ ঐ।

প্রঃ— যদি কেহ নিজের কোরবানির ছাগল কসাইকে জবহ করিতে বলে, আর কসাই উহা নিজের জন্য কোরবানি করে, তবে কি হইবে?

উঃ— উহাতে মালিকের কোরবানি হইয়া যাইবে, ইহা ছেরাজিয়া কেতাবে আছে। আঃ।

প্রঃ— যদি কেহ কোরবানির পশু খরিদ করিয়া অন্যকে জবহ করিতে হুকুম করে, আর সে স্বেচ্ছায় বিছমিল্লাহ না বলিয়া উহা জবহ করে, তবে কি হইবে?

উঃ— জবহকারী উহার মূল্য মালিককে দিবে, মালিক উক্ত মূল্য দ্বারা অন্য একটি ছাগল খরিদ করিয়া কোরবানি করিবে, কিন্তু উহার গোস্ত খাইবে না, বরং ছদকা করিয়া দিবে, যদি কোরবানি দিবস বাকি থাকে, তবে এই ব্যবস্থা হইবে। নচেৎ উক্ত মূল্য ফকির দিগকে ছদকা করিয়া দিবে। ইহা কাজিখানে আছে। — আঃ, ঐ।

প্রঃ— যদি কেহ কোন ব্যক্তিকে একটি ছাগল জবহ করিতে আদেশ করে, ইহাতে সে জবহ করিল না, তৎপরে মালিক উহা বিক্রয় করিয়া ফেলে, তৎপরে আদিষ্ট ব্যক্তি উহা জবহ করে, তবে কি হইবে?

উঃ— খরিদদার উহার মূল্য জবহকারীর নিকট হইতে লইবে। ইহা ওয়াকেয়াতে-নাতেফিতে আছে। আঃ, ৫/৩৩৭।

প্রঃ— যদি তিনজন লোক তিনটি ছাগল খরিদ করে, কিন্তু জবহ করার সময়ে কাহার কোন ছাগলটি, ইহা স্থির করিতে না পারে, তবে কি হইবে?

উঃ— প্রত্যেকে অপর দুইজনকে নিজের ছাগল জবহ করিতে উকিল করিবে, ইহাতে যে ব্যক্তি যেটি কোরবানি করে, প্রত্যেকের কোরবানি জায়েজ হইবে, ইহা জহিরিয়া কেতাবে আছে। আঃ, ঐ শাঃ ৫/২৩৫।

প্রঃ— যদি কসাই জবহ করিতেছে, এমতাবস্থায় মালিক উহার হাতের উপর নিজের হাত রাখিয়া জবহ কার্য্যে সহায়তা করে, তবে কোন ব্যক্তি বিছমিল্লাহ পড়িবে?

উঃ— উভয়ে বিছমিল্লাহ পড়িবে, যদি সহায়তাকারী কিম্বা কসাই বিছমিল্লাহ পড়া ত্যাগ করে, তবে জবহ হারাম হইবে, ইহা জহিরিয়া কেতাবে আছে। আঃ ঐ শাঃ ৫/২৩৫।

প্রঃ— কেহ দুইটি ছাগল কোরবানির জন্য খরিদ করিল, তৎপরে একটি হারাইয়া গেল, তৎপরে দ্বিতীয়টি কোরবানি করিল, অবশেষে কোরবানির দিবসে কিম্বা পরে হারান ছাগল পাওয়া গেল, তবে কি হইবে।

উঃ— তাহার উপর কিছুই ওয়াজেব হইবে না, ইহা মুহিত কেতাবে আছে।—আঃ ৫/৩৩৯।

প্রঃ— যদি কেহ কোন লোককে কোরবানির জন্য কাল রঙ্গের গরু খরিদ করিতে উকিল করে, আর উকিল কাল-সাদা মিশ্রিত রঙ্গের গরু খরিদ করে, তবে কি হইবে?

উঃ— মালিক উহা লইতে বাধ্য হইবে, ইহা জহিরিয়া কেতাবে আছে।—আঃ ঐ।

প্রঃ— যদি মালিক বড় শৃঙ্গধারী ও প্রশস্থ চক্ষুধারী পশু খরিদ করিতে কাহাকে উকিল করে, আর উকিল ইহার বিপরীত পশু খরিদ করে, তবে কি হইবে?

উঃ— মালিক উহা লইতে বাধ্য নহে।—ঐ কেতাব।

প্রঃ— যদি মালিক কোন লোককে দুই বৎসরের গরু খরিদ করিতে উকিল করে, কিন্তু মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া না দেয়, আর উকিল তিন বৎসরের গরু খরিদ করে, তবে কি হইবে?

উঃ— যদি দুই বৎসরের গরু তিন বৎসরের গরু অপেক্ষা কম মূল্যে খরিদ করা হয়, তবে মালিক উহা লইতে বাধ্য হইবে না, আর যদি উভয়ের একই মূল্য হয়, তবে সে উহা লইতে পারে।—উক্ত কেতাব।

প্রঃ— যদি মালিক মেষ খরিদ করিতে বলে, আর উকিল ছাগল খরিদ করে, কিম্বা ইহার বিপরীত ঘটনা হয়, তবে কি হইবে?

উঃ— মালিক ইহা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে না। ইহা মুহিত কেতাবে আছে। — আঃ ৫/৩৪০।

প্রঃ— যদি কেহ তাহার সমস্ত অর্থ দ্বারা একটি গরু খরিদ

করিয়া কোরবানি করিতে অছিয়ত করিয়া মরিয়া যায়, আর তাহার ওয়ারেছগণ ইহাতে রাজি না হয়, তবে কি হইবে?

উঃ— তাহার পরিত্যক্ত টাকার এক তৃতীয়াংশ দ্বারা একটি ছাগল খরিদ করিয়া কোরবানি করিবে, এইরূপ যদি ২০ টাকা মূল্যের একটি গরু খরিদ করিয়া কোরবানি করিতে অছিএত করিয়া মরিয়া যায়, কিন্তু তাহার এক তৃতীয়াংশ অর্থ ২০ টাকার কম হয়, তবে এক তৃতীয়াংশ দ্বারা যাহা কোরবানি করা সম্ভব হয়, তাহাই করিবে, ইহা জখিরা কেতাবে আছে। আঃ ৫/৩৪০।

প্রঃ— যদি কেহ অছিয়ত করে যে, যদি আমি মরিয়া যাই, তবে এই কুড়ি টাকা দ্বারা একটি ছাগল কিনিয়া আমার পক্ষ হইতে কোরবানি করিবে, তৎপরে সে মরিয়া যায়, কিন্তু উহার একটি টাকা হারাইয়া যায়, তবে কি হইবে?

উঃ— এমাম আজমের মতে ঐ ১৯ টাকা দ্বারা কোরবানি করিতে হইবে না; তাঁহার শিষ্যদ্বয়ের মতে কোরবানি করিতে হইবে। ইহা জহিরিয়া কেতাবে আছে।—আঃ, ঐ।

লেখক বলে, এহতিয়াতের জন্য কোরবানি করিবে।

প্রঃ— যদি কেহ জবহ করা পশু জবরদস্তি করিয়া লয়, তবে কি হইবে?

উঃ— সে জবরদস্তিকারির নিকট মূল্য লইতে পারে, যদি সে মূল্য গ্রহণ করে, তবে উহা ছদকা করিয়া দিবে। উহা কোন ধনীকে হেবা করিতে পারিবে না। যদি সে আত্মসাৎকারিকে উক্ত গৃহীত মূল্য ফেরৎ দেয়, তবে তাহাকে কিছু ছদকা করিতে হইবে না। যদি সে অল্প মূল্য লইয়া মা'ফ করিয়া দেয়, তবে তাহাই ছদকা করিয়া দেওয়া ওয়াজেব হইবে। যদি সে কিছু খাদ্য সামগ্রী কিম্বা কোন আসবাবপত্র লইয়া মাফ করিয়া দেয়, তবে সে উহা খাইতে ও ব্যবহার করিতে পারে। ইহা মুহিত ছারাখছিতে আছে। —আঃ, ঐ।

প্রঃ— যদি কেহ একটি ছাগল খরিদ করিয়া কোরবানি করে,

তৎপরে উহাতে এরূপ দোষ প্রকাশিত হয়—তবে কি হইবে?

উঃ— সে উহার ক্ষতিপুরণ বিক্রেতার নিকট হইতে লইতে পারে, কিন্তু উহা ছদকা করিয়া দেওয়া ওয়াজেব হইবে না। আর যদি বিক্রেতা জবহ্ করা ছাগল ফিরাইয়া লয়, তবে খরিদদারকে মূল্য ফেরৎ দিবে, খরিদ্দার ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ব্যতীত অবশিষ্ট মূল্য ছদকা করিয়া দিবে, ইহা জখিরা কেতাবে আছে।—আঃ, ঐ।

যদি কেহ একখন্ড রৌপ্য দ্বারা একটি ছাগল খরিদ করিয়া কোরবানি করে, তৎপরে বিক্রেতা দোষের জন্য রৌপ্যখন্ড ফিরাইয়া দিয়া জবহ্ করা ছাগল ফিরাইয়া লয়, তবে কোরবানিকারী উক্ত মূল্য ছদকা করিয়া দিবে, ইহাতে কোরবানি আদায় হইয়া যাইবে। যদি কেহ একটি ভেড়া দিয়া একটি ভেড়ী খরিদ করে, ও কোরবানি করার পরে ভেড়ার মধ্যে এইরূপ দোষ পাওয়া যায়—যাহার জন্য উহার মূল্য দশমাংশ কম হইতে পারে, তবে কি হইবে, তাহাই বিবেচ্য বিষয়। যদি ভেড়ার খরিদ্দার ইচ্ছা করে, তবে ভেড়ীর গোস্তের দশমাংশ লইতে পারে, ইহার পক্ষে উহা ছদকা করিতে হইবে না, কিন্তু ভেড়ীর খরিদ্দারকে উক্ত দশমাংস গোস্তের মূল্য ছদকা করিয়া দিতে হইবে। আর যদি ভেড়া খরিদ্দার ইচ্ছা করে, তবে ভেড়ীর মূল্যের দশমাংস ফেরৎ লইতে পারে, তাহাকে উহা ছদকা করিয়া দিতে হইবে না।

আর যদি ভেড়ার বিক্রেতা জবহ্ করা ভেড়া ফিরাইয়া লইতে ইচ্ছা করে, তবে দ্বিতীয় ব্যক্তি ভেড়ীর মূল্য লইতে পারে, সে উহা হইতে ক্ষতির পরিমাণ ব্যতীত অবশিষ্ট মূল্য ছদকা করিয়া দিবে। আর যদি জবহ করা ভেড়ী ফেরৎ লয়, তবে উহা ছদকা করিতে হইবে না, ইহা তাতারখানিয়া কেতাবে আছে।—আঃ ঐ।

যদি কেহ একজনকে একটি ছাগল হেবা করে, আর সে উহা কোরবানি করে, তৎপরে হেবা ফেরৎ লয়, তবে ইহা জায়েজ হইবে ও কোরবানি জায়েজ হইবে। ইহা জহিরিয়াতে আছে। —আঃ ঐ।

প্রঃ— যদি কাহারও টাকা কড়ি দরিদ্র একরারকারীর নিকট পাওনা থাকে, তবে তাহার পক্ষে জাকাত হালাল হইবে কি না? তাহার উপর কোরবানি ওয়াজেব হইবে কি না?

উঃ— তাহার পক্ষে জাকাত হালাল হইবে না এবং যতক্ষণ সে উক্ত টাকা আদায় করিতে না পারে, ততক্ষণ তাহার উপর কোরবানি ওয়াজেব হইবে না, ইহা তাতারখানিয়াতে আছে। আঃ ৫/৩৪১।

এইরূপ যদি ধনী একরারকারীর নিকট তাহার টাকাকড়ি পাওনা থাকে, এবং তাহার নিজের হাতে কোরবানি করার উপযুক্ত অর্থ না থাকে, তবে তাহার পক্ষে কর্জ্জ লইয়া কোরবানি করা ওয়াজেব নহে। আর দেনা আদায় হইলেও কোরবানি পশুর মূল্য ছদকা করা ওয়াজেব হইবে না, অবশ্য দেনাদারের উপর কোরবানির মূল্য চাওয়া ওয়াজেব হইবে, যদি তাহার দেওয়ার প্রবল ধারণা করে। ইহা কেনাইয়াতে আছে। — আঃ ঐ।

প্রঃ— কোরবানির দিবস উত্তীর্ণ হইয়া গেলে, উহার মূল্য দরিদ্র স্বামী, দরিদ্র স্ত্রী কিম্বা দরিদ্র মাতাকে ছদকা দিতে পারে কি না?

উঃ— না। ইহা কেনাইয়া কেতাবে আছে। আঃ, ঐ।

প্রঃ— কোরবানির দিবস উত্তীর্ণ হইয়া গেলে, উহার মূল্য দরিদ্র স্বামী, দরিদ্র স্ত্রী কিম্বা দরিদ্র মাতাকে ছদকা দিতে পারে কি না?

উঃ— না। ইহা কেনাইয়া কেতাবে আছে। আঃ ঐ।

প্রঃ— কোরবানির গোস্ত ফকিরকে জাকাতের নিয়তে দিতে পারে কি?

উঃ— নাজায়েজ, ইহা জাহেরে রেওয়াএত ঐ।

প্রঃ— যদি কোরবানির পশু নিজের শহর কিম্বা গ্রামে না পায়, তবে কি হইবে?

উঃ— লোকে যেস্থানে উহা কিনিতে যায়, তথায় উহা চেষ্টা করিতে যাওয়া ওয়াজেব। ঐ।

প্রঃ— কোরবানির নিয়ত কি?

উঃ— নিম্নোক্ত প্রকার নিয়ত করিবে এবং প্রথম ফোলান স্থলে কোরবানিকারীর নাম এবং দ্বিতীয় ফোলান স্থলে তাহার পিতার নাম হইবে।

নিয়ত এই—

"আল্লাহুম্মা হাজা মিনকা-অলাকা ইন্না ছালাতি অ-নুছুকি, অ-মাহইয়া ইয়া, অ-মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আ'লামিন, লাশারিকা লাহু অ-বেজালিকা উমিরতু অ-আনা-মিনাল-মুছলেমিন, আল্লাহুম্মা তাকাব্বাল হাজা মিন ফোলানেবনে ফোলানিন বিছমিল্লাহি আল্লাহু আকবার।

যদি একাধিক লোক কোরবানি করে, তথায় ফোলানেবনে ফোলান স্থলে পরপরে তাহাদের নাম ও তাহাদের পিতার নাম উল্লেখ করিবে।

সাধারণ জবহকালে বিছমিল্লাহি আল্লাহু-আকবার বলিয়া জবহ করিলে জায়েজ হইবে। আকিকার মছলা জরুরী ফৎওয়ার দ্বিতীয় ভাগে পাইবেন।

★ সমাপ্ত ★

❖ কেতাব পাইবার ঠিকানা ❖

পীরজাদা মোহাম্মদ শরফুল আমিন

মাজেদিয়া লাইব্রেরী

সাং-মাওলানাবাগ ★ পোঃ-বসিরহাট ★ জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা

ফোন নং-২৬৮-০৮১, লোকাল-৯৫৩২১৭ এস.টি.ডি-০৩২১৭

মোবাইল : ৯৪৩৪৩০০৯৫৭

এশিয়া মহাদেশের অন্যতম নক্ষত্র নায়েবে নবী, সামসুল ওলামা, ইমামূল মুছান্নিফিন, সুলতানুল ওয়ায়েজিন, ফখরুল মোহাদ্দেছিন, শায়েখে তরিকত, মুহিয়ে সুন্নাত, মাহিয়ে বেদয়াত, মুবাহিছ, মুফাচ্ছির, মুবাল্লিগ, ওলিয়ে কামিল, শাহ্সুফী আলহাজ্জ হজরত আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ)-এর ওফাৎ স্মরণে—

বশিরহাট মাওলানাবাগে

মহান ঈছালে ছওয়াব মাহফিল

প্রতি বৎসর অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

নির্দ্ধারিত তারিখ ১৩/১৪/১৫ই ফাল্গুন

❁ আপনাদের সবান্ধব উপস্থিতি কামনা করি ❁

❖ পথ নির্দেশ ❖

বাসযোগে :— কলিকাতা ধর্মতলা হইতে বশিরহাট, টাকী, হাসনাবাদ, চৈতলঘাট ও ন্যাজাট গামী এক্সপ্রেস/ডিলাক্স বাস যোগে এবং শ্যামবাজার হইতে ডি.এন-১৮ বাসযোগে বশিরহাট নামিয়া পীর ছাহেবের বাড়ী (শোনপুকুর ধার)।

ট্রেনযোগে :— শিয়ালদহ হইতে হাসনাবাদ গামী ট্রেনে বশিরহাট রেল ষ্টেশনে নামিয়া পীর ছাহেবের বাড়ী।